(২য় খণ্ড)

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

[দেড় টাকা]

বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস
১৯৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

সূচীপত্র

(২য় খণ্ড)

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস
১৯৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

দেড় টাকা]

শ্রীব্রজবিহারী বর্ম্মণ রায় কর্ত্তৃক
১৯৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ
মহামায়া প্রেস হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সূচীপত্র

—আমার—

আমেরিকার অভিজ্ঞতা

(২য় খণ্ড)

—০✣০—

আমেরিকান সভ্যতা

আমেরিকার সভ্যতা তথাকথিত প্রতীচ্য সভ্যতার অন্তর্গত। আমেরিকায় এই সভ্যতার বিশেষত্ব, ইহা শিল্প-বাণিজ্যাদির বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিতেছে; এইজন্য আমেরিকানেরা নিজেদের সভ্যতাকে "Commercial civilization" (বাণিজ্যিক সভ্যতা) বলিয়া অভিহিত করেন। আমেরিকা মহাদেশ খনি, বন, ধাতু প্রভৃতি নানাবিধ প্রাকৃতিক সম্পদে অতি সম্পদশালী; দেশ নূতন, প্রকৃতির সম্পদ এতদিন মানবের ভোগের জন্য নিয়োজিত হয় নাই; কাজেই যখন সভ্য লোকবৃন্দ তথায় গমন করিয়া এই সব ধনকে নিজেদের সেবায় নিয়োজিত করিতে লাগিল তখন সোণা ফলিতে আরম্ভ করে।

আমেরিকান ঐতিহাসিকেরা বলেন, ঐ মহাদেশের যে অংশকে আজ যুক্ত-সাম্রাজ্য বলে, তাহা শ্বেতকায় পুরুষদের আগমনের অগ্রে পূর্ব্বসীমানা হইতে পশ্চিম সীমানা পর্য্যন্ত ভীষণ নিবিড় অরণ্যানী দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল এবং তন্মধ্যে অসঙ্খ্য আদিম অধিবাসীরা পরিভ্রমণ করিত। শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকেরা ক্রমশঃ বন কাটিয়া, আদিম অধিবাসীদের তাড়াইয়া আবাদ করে। পতিত জমি কর্ষণের সঙ্গে নানাবিধ ধাতুর খনি বাহির হইতে লাগিল, আর যাহারা জমি ক্রয় করিয়া পতিত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই সব স্থানের উপর দিয়া, কালে রেল গমন করাতে সেই সব জমির মূল্য অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং এই সব খনি ও জমির অধিস্বামীরা হঠাৎ অসম্ভব ভাবে ধনী হইয়া উঠে। এই সব প্রকারে সেদেশে ধনকুবেরের দলের উদয় হয়। তৎপর অনেকে নিজের ধনকে শিল্প বাণিজ্যাদিতে (trade and industry) নিয়োজিত করিয়া ধনসঞ্চয় করে।

দেশ স্বভাবতঃ সম্পদশালী, তদুপরি প্রথম যুগের নবীন অধিবাসীরা সব পশ্চিম ইউরোপের প্রটেষ্টাণ্ট-প্রধান স্থান সমূহ হইতে আগত; তাহারা এসিয়ার নির্ব্বাণ আকাঙ্খী পুরুষও নহে বা দক্ষিণ ইউরোপীয়ানের ন্যায় "Vanity of Vanities, all is Vanity" (এ সংসারের সকলই অসার) বলিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণকারী পুরুষও নহে, বা পূর্ব্ব ইউরোপের অজ্ঞ ও বর্ব্বর

মুজিকও (কৃষক)নহে। প্রতীচ্য জগতের যাহা কিছু সভ্যতা ও চর্চ্চা তৎসময়ে ছিল তাহা ইহাদের মধ্যেই প্রকট ছিল; কাজেই এই সব দেশের যে সব লোক নূতন মহাদেশে গিয়া জীবন-সংগ্রামে ব্যাপৃত হইল তাহারা সর্ব্বপ্রকারের পৈতৃক জনশ্রুতি, বন্ধন, কুসংস্কার প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা প্রকৃতির দাস না হইয়া প্রকৃতিকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত করে। ফলে তাহারা অতি ধনশালী হয় এবং তদ্বারা শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতা, ভোগবিলাসের ও জাগতিক উন্নতির দিকে অত্যধিক নজর প্রদান করে। এই জন্য লোকে আমেরিকার সভ্যতাকে "material civilization" (জড়বাদঘটিত সভ্যতা) বলে।

আমেরিকার প্রাকৃতিক ধনসম্পদকে তথাকার মানব নানা-প্রকারের আবিষ্কার উদ্ভাবন দ্বারা স্বীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছে এবং তদ্বারা দেশের ধন ও সম্পদ বৃদ্ধি করাইতেছে। এই ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক সম্পদ এখনও মানবের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে লুণ্ঠিত (exploited) হয় নাই ; সেই জন্য এখনও লোকের ধনবৃদ্ধির হেতুসমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে, কাজেই "ম্যামনের" উপাসনার যুগ এখনও রহিয়াছে। যতদিন দেশের ধনসৃষ্টির মূল ও উপায়গুলি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত ও লুণ্ঠিত না হইবে তত-দিন শিল্প-বাণিজ্য বৃদ্ধির উৎসাহ ও জড়বাদিত্বের লাঘব হইবে না।

আমেরিকা নূতন দেশ, সুবিধাও অনেক প্রকারের বর্ত্তমান আছে, আর তথায় ধনীরও অভাব নাই। সেইজন্য তথায় Industry (শিল্প) ক্রমাগত ক্ষুদ্র হইতে বৃহদাকার ধারণ করিতেছে, ক্ষুদ্র প্রতিদ্বন্দ্বীতা বিনষ্ট করিয়া "trust"-রূপে অভিব্যক্ত হইতেছে। ধনের স্বাচ্ছল্যবশতঃ সর্ব্ব ব্যাপার বৃহদাকারে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে যথা,—অসম্ভব প্রকারের বৃহৎ সেতু, অতি উচ্চ প্রাসাদ ও ইমারত (নিউইয়র্কের woolwich building চাল্লিশ তলারও উর্দ্ধ, এত উচ্চ বাটী জগতে আর বোধ হয় নির্ম্মিত হয় নাই !), বৃহৎ ও প্রশস্ত রেল লাইন (এক রাস্তার উপর চারিদফা লাইন আছে.সেই জন্য চারিখানা রেলগাড়ী একসঙ্গে চলিতে পারে) প্রভৃতি। এইজন্যই বিদেশীরা উপহাস করিয়া বলেন, "আমেরিকানেরা বলেন, তাঁহাদের দেশের সবই best (অত্যুৎকৃষ্ট) ও greatest (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) !"

মূলধনের এবম্প্রকার ব্যবহারের দ্বারা একদিকে যেমন আমেরিকা জগতে একটি প্রধান industrial Country (শিল্প-প্রধান দেশ) হইয়াছে, অন্যদিকে ধনীর ধন প্রচুর হইতে প্রচুরতম হইতেছে। ইহার ফলে ধনের বিস্তৃতিরও অসামঞ্জস্য ঘটিতেছে। সত্তর আশি বৎসর পূর্ব্বেও কোন লোকের ১০০০ ডলার হস্তে থাকিলে সে ধনী ও Capitalist (মূলধনী, মহাজন) বলিয়া গণ্য হইত কিন্তু আজ ধনের

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেবল জন কতক মহাকুবেরই (multi-millionaire) গণনার মধ্যে আসে। এইজন্যই তথাকার সোস্যালিষ্টরা বলেন সেই দেশের জাতীয়-ধন হইতেছে এক শত বিলিয়ন কিন্তু তাহা দুইশত বংশের মধ্যে বন্টিত হইয়া আছে! এতদ্বারা দেখা যাইতেছে, তথায় ধনীর ধনবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে আর নির্ধনেরা চাকরিজীবি ও শ্রমজীবিরূপে দিন যাপন করিতেছে। এই বর্দ্ধমান অসামঞ্জস্যের ফলে সমাজে অসাম্যতাও আসিয়াছে। আজ তথায় ধনেরই খাতির এবং রাজনীতি, শিক্ষাগারসমূহ ধনীশ্রেণীর স্বার্থসাধনে নিযুক্ত। এই হেতু তথায় প্রবাদ আছে almighty dollar (সর্ব্ব-শক্তিমান ডলার) তথাকার লোকের উপাস্য!

সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন সামাজিক এই অসাম্যতা নিম্নলিখিত প্রকারে নির্দ্ধারিত হয়:—সর্ব্বোপরি চারিশত ধনীশ্রেণীর বংশ বিরাজ করিতেছে (the upper four hundreds), তৎনিম্নে চাকরিজীবির দল (middle class), তৎনিম্নে শ্রমজীবি (proletariat) ও সর্ব্বনিম্নে পতিতের দল (the submerged tenth)। এই পতিতদের আর উদ্ধারের উপায় নাই! এতদ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, সমাজের বেশীর ভাগ লোক ঐ মুষ্টিমেয় ধনাঢ্য লোকের ভোগ-বিলাসের আয়োজনে ব্যস্ত! দেশের ঐ বিপুল সম্পদ জন-কতকের সেবায় নিয়োজিত হইতেছে। এইজন্য সমাজের

একদিকে যে প্রকারে লোকে বিলাসে গড়াগড়ি করিতেছে, অন্যদিকে তেমনি লোক আশ্রয়শূন্য ও অনাহারে জীবন কাটাইতেছে। নিউইয়র্কের 5th avenue, নব-ইংলণ্ডের Newport, কালিফোর্ণিয়ার Pasadena প্রভৃতি স্থান কেবল ধনকুবেরদেরই আবাস স্থল; আর নিউইয়র্কের River-side, চিকাগোর North-side প্রভৃতি স্থান কেবল ধনীশ্রেণীর নিবাসস্থলরূপে নিরূপিত হইয়াছে। এইসব স্থানে নিত্য আমোদ, নিত্য আনন্দ উৎসবের জের চলিতেছে! তথায় রূপের বাজার, ধনের বাহার, আহ্লাদের উৎস নিত্যই চলিতেছে; সেই সমাজের মধ্যে থাকিয়া কে বলিবে এ জগতে দুঃখ, দারিদ্র্য, ক্লেশ আছে? এইসব স্থানে ধনীরা নিজেদের ধন দেখাইবার জন্য নিত্য নূতন রকমের উৎসবের উদ্ভাবন করিতেছে, কত রকমে, কত খেয়ালে টাকা উড়িতেছে। এই খেয়ালের একটা দৃষ্টান্ত একবার এক মাসিক পত্রিকায় পাঠ করিয়াছিলাম—মধ্য-পশ্চিমের এক ধনীর পুত্র সাবালক হইয়া কোন সহরে আসিয়া নিজের টাকার জমক দেখাইবার ইচ্ছা করেন। নানা উপায়ে টাকা উড়াইবার চেষ্টার মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যাপারটি তাঁহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল। একবার একটি প্রকাণ্ড জমকাল ভোজে তিনি তাঁহার বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করেন। ভোজের শেষ-কালে, জন কতক লোক একটি প্রকাণ্ড পাত্রস্থিত pie (পিষ্টক-

বিশেষ) সর্ব্বসমক্ষে আনয়ন করে; এই pieটি কর্ত্তিত হইলে তাহার ভিতর হইতে একটি পরমাসুন্দরী উলঙ্গ নবযুবতী বাহির হইয়া চলিয়া গেল!

অন্যদিকে কঠোর দারিদ্র্য প্রপীড়িত লোকসমূহ নিউ-ইয়র্কের 1st avenue, Bowry, East side আর চিকাগোর East sideএ থাকে এইসব স্থানে দুঃখ দারিদ্র্য, বর্ব্বরতা, আর এই সমস্তের সমবায়ে মানবের পশুত্ব, মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজ করে। এই সব স্থানের বাড়ী ঘর ভগ্ন ও পুরাতন, রাস্তা বে-মেরামতি অবস্থায় থাকে, দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে, সমাজের ও তাহার সভ্যতার আর এক চিত্র তথায় প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। এইসব স্থানে দিনে ও রাত্রিতে রাহাজানি, চুরি, ছুরি মারা, গাঁঠকাটা প্রভৃতি নীতিশূন্য ও অসামাজিক কার্য্য নিয়তই হইতেছে। আবার এইসব স্থানের বদনামও অনেকটা ইউরোপের বদমায়েস ঔপনিবেশিকদের দ্বারাই প্রায় সংঘটিত হয়। দক্ষিণ ইউরোপের গলাকাটা, গাঁঠকাটা Mafia, Blackhands, Camoerra প্রভৃতি ঠগের দলের আড্ডাও এই ভয়ানক স্থানে, এবং তাহাদের জন্যই এইসব স্থল আরও ভয়াবহ হইয়াছে।

আমেরিকার দরিদ্রদের আবাসস্থল এই প্রকারে শোচনীয়। কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের বাসাংশ আরও শোচনীয়! তাহারা সহরের সর্ব্ব নিকৃষ্ট স্থানে বাস করিবার অনুমতি

পায়। তাহারা স্বভাবতঃই গরীব,তারপর বর্ণবিদ্বেষ প্রপীড়িত ; কাযেই তাহাদের সহরাংশ আরও জঘন্য ও কদর্য্যভাবে রক্ষিত থাকে। সেইজন্যই "Nigger quarter" একটা ঘৃণার কথা হইয়াছে। কিন্তু এত পীড়নের মধ্যেও নিগ্রোদের মধ্যে তত পুলিশ "crime" (অপরাধ) হয় না যতটা শ্বেতকায় ব্যক্তিদের মধ্যে ! গভর্ণমেণ্টের statistics পড়িলেই তাহা প্রতীয়মান হইবে।

নিগ্রোরা যতই ঘৃণ্য হউক, তাহাদের প্রতি যতই দোষারোপ করা হউক না কেন, বদমাইসি ও বর্ব্বরতা শ্বেতকায়দের মধ্যেই বেশী পরিমাণে বিদ্যমান। দক্ষিণে, যথায় নিগ্রোরা সর্ব্বাপেক্ষা প্রপীড়িত, তথায় প্রত্যেক নিগ্রো-মাতা সন্তানকে শিক্ষার জন্য স্কুলে প্রেরণ করেন, ও প্রত্যেক নিগ্রোই স্বীয় জীবনকে সফল করিবার জন্য চেষ্টা করেন। আমার পরলোকগত অধ্যাপক Lester F. Wardএর মুখ হইতে বহুবার শ্রবণ করিয়াছি, যখন তিনি ওয়াশিংটন সহরে "Smithsonian Institute" নামক বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তৎকালে মধ্যে মধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠান বৈজ্ঞানিক "expedition" (অভিযান) জন্য তাঁহাকে ও আর জনকতক পণ্ডিতকে দক্ষিণে প্রেরণ করিত। একবার তাঁহারা Botany বিভাগ হইতে বিভিন্ন উদ্ভিজ সংগ্রহের জন্য বাহির হন কিন্তু দক্ষিণের শ্বেতকায় গ্রামবাসীরা তাঁহাদের ঘেরাও করিয়া

ধরিয়া বলে, তাঁহারা লোকের অমঙ্গলকর "তুকতাকের" জন্য গাছ গাছড়া সংগ্রহ করিতেছেন ; এইজন্য তাহারা বৈজ্ঞানিকদের ঘেরাও করিয়া প্রাণের ভয় দেখায় ! ওয়ার্ড বলেন এই গ্রামে একটিও শ্বেতকায় লোক ছিল না যে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বুঝে ও তাঁহাদের জীবন রেহাই দেয় ! অবশেষে এক "ঘৃণ্য" নিগ্রো আসিয়া সমস্ত শ্রবণ করিয়া গ্রামবাসীদের বৈজ্ঞানিকদের নির্দ্দোষ অভিপ্রায় সম্বন্ধে বুঝাইয়া দেয় ! এই নিগ্রোটি Botany সম্বন্ধে কিছু সংবাদ রাখিতেন। আর একবার, এই প্রকারের অভিযানে তিনি একটি গ্রামে গিয়া উপস্থিত হন যেখানকার একমাত্র শিক্ষিত অধিবাসী ছিল একটি নিগ্রো ! ইনি নিজের বৈজ্ঞানিক চর্চ্চার জন্য একটি আস্তানা করিয়াছেন এবং তাঁহার শ্বেতকায় চাকর ওয়ার্ডের কাছে নিজের কৃষ্ণকায় মনিবের পাণ্ডিত্যের কত প্রশংসাই করিয়াছিল। অধ্যাপক ওয়ার্ড বলিয়াছিলেন, এবম্প্রকার ঘটনা অনেকবারই ঘটিয়াছিল এবং প্রত্যেকবারই একজন নিগ্রো আসিয়া তাঁহাদের রক্ষা করিয়াছে ! তিনি বলিতেন যখন কেহ নিগ্রোদের জাতীয় হীনতার (racial inferiority) বিষয়ে তর্ক করিত তিনি উক্ত সব ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিতেন।

এইস্থলেও ইহা বক্তব্য, দক্ষিণে poor whites (দরিদ্র শ্বেতকায়) নামে একদল লোক আছে। ইহারা অনেকে

নাকি পুরাতন শ্বেত গোলামদের বংশধর। ইহারা অতি অজ্ঞ, শিক্ষার অভাবে ভাঙ্গা ইংরেজী বলে এবং সম্পত্তি-বিহীন। এইজন্যই তথাকার নিগ্রোদের সহিত শ্রমজীবি-ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিত্ব হয়, আর তাহাদের বাঁচাইবার জন্য শিক্ষিত শ্বেতকায়েরা নিগ্রোদের প্রতি অন্যায়াচরণ করে।

এইসব প্রকারে নিগ্রো অন্যায় ও দারিদ্র্যের কশাঘাতে নিষ্পীড়িত হয়ই কিন্তু যেসব গৃহশূন্য,কর্ম্মশূন্য কপর্দ্দকহীন শ্বেত-কায় গরীব সর্ব্বত্র দেখা যায় তাহাদের কি দশা হয়? রাস্তায় সাধারণ স্থলের দ্বারদেশে এবম্প্রকারের বহু লোককে দণ্ডায়-মান থাকিতে দেখা যায়। লোকে তাহাদের "bums","hobo" (লম্পট, ভবঘুরে) বলে। ইহাদের কেহ কেহ মন্দ লোক হইতে পারে কিন্তু বেশীর ভাগই নানা কারণ বশতঃ বেকার, গৃহশূন্য ; উদ্দেশ্যবিহীন। একবার নিউইয়র্কের এক বাগানে গ্রীষ্মকালে এবম্প্রকারের বহু লোককে দুপুর বেলা নিদ্রা যাইতে দেখি। তৎপর দেখিলাম,পুলিশ আসিয়া লাথি মারিয়া তাহাদের উঠাইয়া তৎস্থান হইতে তাড়াইয়া দিল।

আর একবার নিউইয়র্কে, শীতকালের এক গভীর রাত্রিতে একজন নিরাশ্রয় বৃদ্ধ তথাকার এক কোণের—steam radia-tor-এর (বাষ্পের যন্ত্র) পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আগুন পোহা-ইতেছিল, পুলিশ আসিয়া তাহাকে তৎস্থান হইতে তাড়াইয়া দিল। এইপ্রকারের বহু আশ্রয়শূন্য দরিদ্রতাও দেখিয়াছি।

আমেরিকানদের কাছে এ বিষয় উল্লেখ করিলে, তাঁহারা উত্তর দেন, "ইহারা বিদেশী, আমেরিকানেরা এবম্প্রকারে বেকার থাকে না।" আমি বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা জানি, এই উক্তি সর্ব্বসময়ে সত্য নহে। ইহা সত্য বটে, আমেরিকায় যে পরিশ্রম করিতে চায় সে উপবাস যায় না! কিন্তু এই সত্য বৃদ্ধদের প্রতি প্রযুজ্য হয় না। আর, ইহাও সত্য, দক্ষিণ ইউরোপ ও এসিয়ার ন্যায় নগ্নদারিদ্র্য ও অন্নের হাহাকার রব আমেরিকায় আজ পর্য্যন্ত নাই, তত্রাচ বড় নগর সমূহে নগ্নদারিদ্র্যের অভাব নাই। আমেরিকায় ধনের আধিক্য ও নগ্নদারিদ্র্য উভয়ই দাঁড়িপাল্লার দুই দিকের মতন বিরাজ করিতেছে। কার্ল মার্ক্সের মত—ধনীর ধন ক্রমাগত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে আর নির্ধনের দারিদ্র্য ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা আমেরিকায় কি প্রযুজ্য হয় না? তাহা না হইলে, কেন তথায় এত শ্রমজীবি আন্দোলনের উদ্ভব হইল?

এইসব বিভিন্নতা, অসামঞ্জস্য ও অসাম্যতা, জাতি ও বর্ণ-বিদ্বেষ প্রভৃতি দেখিয়াই মনে হয় আমেরিকার সভ্যতার মধ্যে একটা গলদ আছে। আমেরিকার "Declaration of Independence" এর (স্বাধীনতার ঘোষণার) মধ্যে যে "Rights of Man" (মানুষের অধিকার) প্রচারিত করা হইয়াছিল, তাহা কি সমাজে সফলিত করা হইয়াছে?

আমেরিকার সভ্যতা ভোগমুখী জড়জগতের বাহিরে বিশেষ কিছু চিন্তা করিবার সময় তদ্দেশের লোকের নাই; এবং যতদিন সেই দেশের ধনসম্পদ মানব দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া নিঃশেষিত না হইবে, ততদিন তথাকার চিন্তা অন্তর্মুখী হইবে না। এই দেশের লোক জড়বাদী, কিন্তু এই অর্থে কেহ যেন না বুঝেন যে তথায় ধর্ম্ম বলিয়া কোন ব্যাপার নাই। আমেরিকায় ধর্ম্মের হুজুগ যথেষ্টই আছে এবং ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার নামে এত রং বেরংএর ব্যাপার চলে যে অনেকেই বলেন, "America is a great faking country" (আমেরিকা একটি ধর্ম্মপ্রতারণার দেশ); কিন্তু এইসব দ্বারা আমেরিকান চর্চ্চা প্রভাবান্বিত হয় না। তথাকার পণ্ডিতেরা বলেন, তাঁহাদের সভ্যতা নূতন, এতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতিকে তাঁহারা স্বীয়কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া ঐহিক সম্পদ ভোগ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে উচ্চ চর্চ্চাও আসিবে, মানবও অন্তর্মুখী হইয়া ভাবরাজ্যে চিন্তা করিতে শিক্ষা করিবে।

আমেরিকান সভ্যতা এতদিন কেবল জড়বাদের (materialism) উপর জোর দিয়া আসিয়াছে, ঐহিক ব্যাপারেই কেবল ভীষণভাবে মত্ত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু ইহা যে মানবের শেষ উদ্দেশ্য নহে বা মানবের মনোবৃত্তি ইহাতেই পর্য্যবসিত নহে, তাহা অনেকেই বোধগম্য করেন।

রোড দ্বীপের ব্যাপটিষ্ট বিশপ এই বিষয়ে আমায় একবার বলিয়াছিলেন, তোমাদের দেশ নিজের আধ্যাত্মিকতা ত্যাগ করিয়া আমেরিকার মতন কেবল জড়বাদের উপর যেন জোর না দেয়, প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা ও প্রতীচ্যের "material culture" (জড়বাদের অনুশীলন) এই দুইটির সমন্বয়ে মানবের ভাবরাজ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে। বস্তুতঃ এইভাবই অনেকের মধ্যে নিহিত থাকিতে দেখিয়াছি।

খৃষ্টীয় চার্চ্চ এবম্প্রকারের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছেন বলিয়া দাবী করেন; কিন্তু আমার বিশ্বাস তাহা তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারেন না, কারণ সেই ধর্ম্মের প্রচারকগণ জাতীয় "chauvinism" (স্পর্দ্ধা) ত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁহাদের যেন বিশ্বাস, জগত আমেরিকান সভ্যতা ও তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ ব্যতীত, উন্নীত হইতে পারে না। একথা শ্রবণ করিয়া অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন কিন্তু পাশ্চাত্য অনেক জাতির মধ্যেই এই প্রকারের "chauvinism" আছে (এ বিষয়ে ঢাল নেই, তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দ্দার—গোলাম হিন্দুই বা কম কি?)। সাধারণতঃ আমেরিকানদের বিশ্বাস, তাঁহাদের সভ্যতা জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আর তাঁহারা জগতকে তাঁহাদের সভ্যতার মাপকাঠি দ্বারা বিচার করেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র আমেরিকান সভ্যতা বিরাজমান হইতে দেখিতে চাহেন এবং তাহার অবর্ত্তমানে সে দেশ অসভ্য,

অর্দ্ধসভ্য প্রভৃতি পদবাচ্য হয়। সেইজন্য প্রত্যেক আমেরিকান "Chauvinist," জগতের Americanizationই(আমেরিকার সভ্যতাগ্রহণ) একমাত্র মুক্তির উপায় বলিয়া গণ্য করেন। ইহা সত্য, আমেরিকায় আধুনিক বিজ্ঞানকে মানবের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে যে প্রকারে নিয়োজিত করা হইতেছে অন্যদেশে সে প্রকার হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই স্থলে উল্লেখ করিঃ ১৯১১ বা ১৯১২ খৃঃ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক Edison (এডিসন) গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ডে পরিভ্রমণ করিতে যান। সেই সময়ে তাঁহার লণ্ডনে অবস্থিতিকালে পার্লামেন্টের অধিবেশন দেখিতে তথায় গমন করেন। আমেরিকান সংবাদপত্রে তাঁহার পার্লামেণ্ট দর্শনের এই রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল যে এডিসন পার্লামেন্টের সভ্যদের গরমীতে কষ্ট পাইতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ইংরেজেরা কি নির্ব্বোধ, ইহারা এই গরমে ভুগিতেছে অথচ গৃহকে শীতল করিবার এমন উপায় রহিয়াছে তাহা অবলম্বন করে না কেন? এই বলিয়া তিনি নাকি সেই বৈজ্ঞানিক উপায়ই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

আমেরিকান সভ্যতা যেমন সর্ব্বপ্রকারে "Chauvinist," খৃষ্টীয় মিশনারীরাও সেই লক্ষণাক্রান্ত। তাঁহারা heathen-দের (পৌত্তলিকদের) স্বীয় সাম্প্রদায়িক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া ক্ষান্ত হয়েন না, তাহাদের আমেরিকান শিক্ষা, ভাব প্রভৃতি দিয়া Americanize(আমেরিকান ভাবাপন্ন)করান হয়। এই বিষয়ে

আমার একজন সমাজতত্ত্বিক J. Q. Dealy (ডিলি) তাঁহার কোন অধ্যাপক এক পুস্তকে লিখিয়াছেন, আমেরিকান মিশ-নারীরা বলেন,অখৃষ্টানদের নীতির ধারণা এত নিম্ন যে তাহাদের লেখাপড়া শিখাইয়া আমেরিকানদের সহিত সমান ভাবাপন্ন না করিলে খৃষ্টধর্ম্মের নীতি গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়। এই উক্তির যে প্রকারের সমাজতত্ত্বিক বা মনস্তত্ত্বিক ব্যাখ্যাই দেওয়া হউক, ইহা দ্বারা আমেরিকান "chauvinism"বেশই বোধগম্য করা যায়। অখৃষ্টানরা, আমেরিকান ভাবাপন্ন না হইলে তৎদেশীয় খৃষ্টধর্ম্মের তত্ত্ব বোধগম্য করিতে অপারগ। এইজন্যই প্রত্যেক আমেরিকান ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রচারকগণ অন্য ধর্ম্ম ও তাহার সমাজকে ধ্বংশ করিয়া স্বীয় সাম্প্রদায়িক খৃষ্টিয় মতবাদ ও তদ্‌সম্বলিত সমাজ স্থাপন করিতে উদ্যত!

আমেরিকান সভ্যতা ধর্ম্মকে বড়ই সরল করিয়াছে। ধর্ম্ম অর্থে যদি আমাদের দেশের মতন শরীরকে কষ্ট দেওয়া ও দুর্ব্বোধ্য বিষয় বিশ্বাস করা প্রভৃতি হয়, তাহা হইলে ভারতের মাপকাঠিতে মাপিলে আমেরিকায় ধর্ম্মভাব নিরীক্ষণ করা শক্ত হইবে। সে দেশে ধর্ম্ম উচ্চশিক্ষিত প্রটেষ্টাণ্টদের নিকট জনসেবার কর্ম্মের সহিত ক্রমশঃ সনাক্ত হইতেছে। কঠোর, বৈরাগ্য প্রভৃতির ভাব প্রটেষ্টাণ্টদের মধ্যে দুর্ব্বোধ্য; কিন্তু উচ্চনীতি জীবনে অবলম্বন করাই আদর্শনীয় বলিয়া গণ্য হয়। গির্জ্জায় কেবল প্রার্থনা, বালক বালিকাদের জন্য

রবিবারের বাইবেল ক্লাশ, মধ্যে মধ্যে সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড ও নাচ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। আর যেসব যুবক মিশনারী-রূপ পেষা গ্রহণ করেন তাঁহারা আমেরিকান Chauvinismএর প্রতিনিধিরূপে বিদেশে গমন করেন। এই দেশে ধর্ম্ম-যাজকতা বা মিশনারীর কর্ম্ম, আমাদের দেশের ন্যায় বৈরাগ্যের আহ্বানের ফলে গৃহীত হয় না। তথায় একজন যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করিয়া নিজের রুচি অনুযায়ী এই কর্ম্মটীকে পেষারূপে গ্রহণ করে। এই পেষাটিতেও আমেরিকান ব্যবসায় বুদ্ধি পূর্ণভাবে বিরাজ করে। অনেকস্থলে লক্ষ্য করিয়াছি, ধর্ম্মযাজককে সুপুরুষ ও যুবক হওয়া দরকার, তারপর তাহার বাগ্মীতাগুণ ও তৎসঙ্গে "organizing capacity" (সংগঠনের ক্ষমতা) প্রভৃতি থাকা দরকার। একবার একজন জার্ম্মানবংশীয় আমেরিকান আমায় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ, আমি যৌবনে ধর্ম্মযাজক ছিলাম, এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, কাজেই কার্য্য হইতে আমায় অপসৃত করিয়াছে। এক্ষণে আমি বেকার অবস্থায় থাকিয়া অন্নকষ্ট পাইতেছি, বৃদ্ধকে কেহ চাহে না, তোমাদের দেশেও কি এই রীতি?" অবশ্য এইস্থলে উল্লেখ্য যে আমি বৃদ্ধ ধর্ম্ম-যাজকও দেখিয়াছি কিন্তু বোধ হয় বাধ্য হইয়া তাহাদের রাখা হয় এবং তাহারাও পল্লীগ্রামে কর্ম্ম করে।

ইহা হইল প্রটেষ্টাণ্টদের রীতি। অন্যদিকে রোমান্

ক্যাথলিকদের গির্জ্জায় দেখিয়াছি, হিন্দুদের মন্দিরের ন্যায় তথায় অনেক মূর্ত্তি আছে। তাহাদের সম্মুখে ধূপ ও ধুনা প্রদান করা হয় এবং উপাসনার্থে কতকগুলি অসার ক্রিয়াকাণ্ড ও অবোধ্য লাটিন ভাষায় মন্ত্র আওড়ান হয় যাহার সহিত উপাসকদের মনের কোনপ্রকার সংযোগ নাই। তথায় ধর্ম্মভজন অর্থে কতকগুলি formulas ও ceremonies পালন করা, আর ধর্ম্মযাজকের নিকট ক্রমাগত নরকাগ্নির কথা শ্রবণ করা এবং ভয়ে নিজের পাপ ধর্ম্মযাজকের নিকট চুপি চুপি ব্যক্ত করা।

আমেরিকায় খৃষ্টীয় সমাজের একদল, বিশেষতঃ যাঁহারা Y. M. C. A. আন্দোলন চালিত করেন, তাঁহাদের মধ্যে "মানবের ভ্রাতৃত্ব" সম্বন্ধে উচ্চ কথা শ্রবণ করা যায়; কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মের গোঁড়ামীর জন্য এই "ভ্রাতৃত্ব" ভাব খৃষ্টানদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, আর তৎদেশের বর্ণ-বিদ্বেষের ফলে এই ভাব নিগ্রো ও 'রঙ্গীণ' লোকদের প্রতি প্রযুজ্য হয় না, যদিচ উপরোক্ত আন্দোলনের নেতারা বর্ণ-বিদ্বেষ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করেন। যে সব কারণেই হউক, সমগ্র প্রতীচ্য ভূখণ্ডের মনস্তত্ত্ব অনুসারে মানবত্ব (Humanity) শ্বেত-মানবত্বেই (Whitemanity) পর্য্যবসিত হয়! তত্রাচ তথায় অনেক radical ব্যক্তি আছেন। আমেরিকা ভারতের ন্যায় land of extremes; অর্থাৎ অতি ধনশালী ও অতি গরীব, অতি পণ্ডিত ও অতি মূর্খ, অতি গোঁড়া ও

অতিউদার ব্যক্তিসমূহ সমাজে থাকার জন্য সেই সবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তথায় সর্ব্ববিষয়েই সেই সবের বিপরীত ভাবও বর্ত্তমান আছে। নিগ্রোদের প্রতি ঘৃণা বিদ্যমান বলিয়া এক সময়ে কেহ কেহ শ্বেত ও কৃষ্ণকায় উভয় জাতিকে বিবাহাদি দ্বারা মিশ্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; দেশে ধনীর প্রাধান্য আছে বলিয়াই তথায় সামাজিক ও আর্থনীতিক সাম্যতাবাদী দলসমূহের উদয় হইয়াছে। ধর্ম্ম, কুসংস্কার ও অজ্ঞতাপূর্ণ বলিয়াই তথায় Ingersoll প্রভৃতি নাস্তিক-মতবাদী উদয় হইয়াছে ইত্যাদি।

এই সব দেখিয়া প্রতীয়মান হইবে আমেরিকান সভ্যতা একদেশদর্শী, তাহার সামঞ্জস্য নাই। দেশে সামাজিক ও আর্থ-নীতিক শক্তি সমূহের সামঞ্জস্য ও সাম্যতা নাই বলিয়াই ভবিষ্যতে সেই সভ্যতার বিপদ আছে। আমেরিকার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিক লেখক (Brook Adams) তাঁহার "Laws of civilization and decay" নামক পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন যে, পৃথিবীর বিগত সাম্রাজ্যসমূহ অর্থনীতির অসামঞ্জস্যের জন্যই বিধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে, আর বর্ত্তমান যুগের একটি ধনী ও পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য—আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্য—যদি অর্থনীতি বিষয়ে পূর্ব্বোক্তদের ন্যায় ভুল না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান না হয় তাহা হইলে তাহার ও পরে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

আমেরিকা নব দেশ বলিয়া আজ ধনোন্মত্ত, বিশেষতঃ বিগত জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের পর হইতে ধনের থলীর তেজ উপলব্ধি করিয়াছে। তথাকার plutocrat-রা জগতের রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে নিজেদের স্থান আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে; সেই জন্যই plutocracy (ধনতন্ত্র) পরিচালিত দেশে মানবের মুক্তির স্পৃহা, সাম্যতার আদর্শ, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, গরীবদের আন্তর্জাতিকভাবে সমবেদনা প্রকাশ প্রভৃতি মানব মনের উচ্চ ভাবসমূহকে দমিত করিয়া রাখা হইতেছে। তথায় স্বাধীনতা ধনীরই ভোগ্য বস্তু; মানব জগতকে ধনীশ্রেণীর স্বার্থের দিক দিয়াই নিরীক্ষণ করিতে বাধ্য। সমাজ, ধর্ম্ম, ধনতন্ত্র একত্রিত হইয়া মানবের মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ হইতে দিতেছে না, তাহাকে চারিদিকে নানাপ্রকারের বন্ধন দিয়া আবদ্ধ করা হইতেছে। সেই জন্য বলি, স্বাধীনতা আমেরিকায় কোথায়? মানব কি এই দেশে স্বীয় মুক্তি উপলব্ধি করিয়াছে?

আমেরিকানেরা বলেন, তাঁহাদের সভ্যতা ব্যবসায়ী-সভ্যতা (commercial civilization) লক্ষণাক্রান্ত; ইহাই তাঁহাদের বিশেষত্ব। পূর্ব্বেই ব্যক্ত হইয়াছে কি প্রকারে এই সভ্যতা এই লক্ষণাক্রান্ত হইল। একটি নূতন সম্পদশালী দেশে অর্থনীতির দিক দিয়া এই অভিব্যক্তি অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু ভাবরাজ্যের দিক দিয়া দেখিলে

ইহা উপলব্ধি হইবে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষকালে ফ্রান্সে যে রাজনীতিক-তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা ইউরোপে ধীরে ধীরে প্রয়োগ হইতেছে ; কিন্তু আমেরিকা সেই সামন্ত-তন্ত্রের বিরুদ্ধ-বাদী মধ্যবিত্তশ্রেণী-তন্ত্র (Bourgeois rule) স্বীয় রাজনীতিক আদর্শে অঙ্গীভূত করিয়াছে। ফরাশী-বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বে Abbe Sieyes, "que'squeceque le ti-ers etat" (তৃতীয় শ্রেণী কি ?) নামক পুস্তিকাতে বৈপ্লবিকদের আদর্শ লিপিবদ্ধ করিয়া যে বলিয়াছিলেন তৃতীয় বা মধ্যবিত্ত-শ্রেণীই সমাজের সর্ব্বস্ব, আমেরিকা সেই আদর্শ স্বীয় জাতীয়-জীবনে প্রস্ফুটিত করিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে সভ্য-সমাজে আভিজাত্যবর্গের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছে, ফরাশী-বিপ্লব তাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত করিয়াছিল। ইহার স্থলে ব্যবসায়ী ও পেষাজীবি মধ্যবিত্তশ্রেণী সমাজে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এই ব্যবসায়ীশ্রেণীই আজ সমাজে capitalist out-look দিয়াছে। সমাজ আজ ব্যবসায়ী মূলধনীর স্বার্থসাধনে নিয়োজিত হইতেছে, ইতিহাসের ব্যাখ্যা ভুল করিয়া দেওয়া হইতেছে (মধ্যযুগের সামন্ত-তন্ত্রীয় লোকদের মতও আজকালকার বুরজোয়া মতবাদের তুলনায় পার্থক্য দৃষ্ট হইবে); বাল্যকাল হইতেই সকলকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, আজকালকার ধনীদের দ্বারা পরিচালিত সমাজপদ্ধতিই সনাতন ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রথা ; অতীতে মানব-

সমাজ যে অন্যপ্রকারের অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে তাহার স্মৃতি মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। আজ রাজনীতি মূলধনীদের স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত হইয়েছে, এবং যে সমস্ত গরীব ও কায়িক শ্রমিকেরা জাতীয় ধন ও সম্পদ উৎপন্ন করিতেছে, তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য লালায়িত হইতে হয় এবং সমাজে অসাম্যতা ও আর্থনীতিক অসামঞ্জস্য ভোগ করিতে হয়। এই সব লক্ষণাক্রান্ত বুরজোয়াতন্ত্র আমেরিকায় পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। আমেরিকার Declaration of Independence-এর আদর্শ ও বর্ত্তমানের Plutocracy-র শাসন উভয়ে বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়। শেষোক্ত অবস্থাটি ব্যবসায়জীবিদের আদর্শ হইতেই ক্রমোন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহারই ফলে আজ মুষ্টিমেয় ধনকুবের সেই দেশের ধনসম্পদ এবং রাজনীতি স্বীয় করায়ত্ত করিয়া লইয়াছে ও স্বীয় স্বার্থোদ্দেশে নিয়োজিত করিতেছে। ইহা সত্য বটে, আমেরিকায় "one man, one vote" (প্রত্যেক লোকেরই নির্ব্বাচন শক্তি আছে, কনষ্টিটুশান তাহাকে রাজনীতিক সাম্যতা দিয়াছে) প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু বস্তুতঃ ধনী-তন্ত্রই সর্ব্ববিষয়ে প্রধান ও টাকার থলীই দেশ শাসন করিতেছে। সেই জন্যই বলি, সে দেশে মানবের স্বাধীনতা কোথায় ?

আমেরিকায় বুরজোয়াতন্ত্রের পূর্ণবিকাশ লাভ হইয়াছে, সেই জন্যই Capitalism সেই দেশে অতি শক্তভাবে মূলবদ্ধ

হইয়াছে। বুরজোয়াতন্ত্রের মূলমন্ত্র হইতেছে Nationalism (জাতীয়তা) ; আমেরিকায় তাহা 100% Americanism-রূপ উৎকট ভাব ধারণ করিয়া যুদ্ধের শেষে এত chauvinist আকার ধারণ করিয়াছে ! টমাস জেফারসনের সেই জ্বালাময়ী বাণী যে "সমস্ত মানব সমান" সে ভাব আজ আমেরিকান সভ্যতায় কোথায় দৃষ্ট হয় ? উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে, সামাজিক ও আর্থনীতিক সাম্যতা স্থাপনের জন্য যখন দেশের বহুস্থলে Communist villages স্থাপিত হয়, মধ্যকালে যখন Thoreau communist-মণ্ডলী স্থাপন করেন ও civil dis-obedience দ্বারা বুরজোয়া-সমাজ ভগ্ন করিবার মতবাদ প্রচার করেন এবং abolitionist-রা নিগ্রো-দাসত্ব ঘুচাইবার চেষ্টা করেন, নিগ্রো-দাসত্ব মোচন প্রচেষ্টাকারী গ্যারিসন যখন হঙ্গেরীর স্বাধীনতা-সমরের প্রধান নেতা লুইস কসুথ তাঁহার আমেরিকা পরিত্যাগকালে বিভিন্ন অভ্যর্থনাও অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে যে বলিয়াছিলেন "Hail Kentucky, the land of Liberty" তজ্জন্য ভৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, কিরূপে হঙ্গেরীয় স্বাধীনতাবাদী কেণ্টাকির নিগ্রো-দাসত্বকারী-দের প্রশংসা করিতে পারেন, ওয়াল্ট হুইটম্যান যখন মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কবি হইয়াছিলেন সেই যুগের সেই সব ভাব আজ আমেরিকান সভ্যতার মধ্যে কোথায় দৃষ্ট হয় ? আজকালকার যুগে তৎদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী রিডিয়ার্ড

কিপলিং আদৃত হয় ও তথাকার রুসভেল্ট, লাইম্যানএবট (Lyman Abbot) প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদীরা লোকমান্য! আজ আমেরিকান সভ্যতাতে টাকার থলিয়া ও তাহার প্রাধান্য স্থাপনের জন্য দৃঢ় মুষ্টি আদৃত।

এবম্প্রকারে আমেরিকান সভ্যতা ধনসম্পদে বর্দ্ধিষ্ণু ও অগ্রগামী হইতেছে বটে, কিন্তু ভাবরাজ্যে ও মনের আধ্যাত্মিকতায় কি অবস্থা লাভ করিয়াছে? আমেরিকান চর্চ্চার স্বর্ণ-যুগ ছিল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালে—যখন বষ্টন সহর, এমারসন, থোরো, হুটিয়ার, লংফেলো, থিয়োডোর পার্কার, গ্যারিসন প্রমুখ সুধীগণের গবেষণা, জ্বালাময়ী বক্তৃতা, মানবের মুক্তেচ্ছা, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব প্রভৃতির ভাব বিনিময়ে মুখরিত হইত ও Feneuil Hall মানব স্বাধীনতার বার্ত্তায় প্রতিধ্বনিত হইত! সেইযুগে এমারসন, আমেরিকান সাহিত্যকে ইংরেজী প্রভাব হইতে বিমুক্ত করিয়াছিলেন; তাঁহার আধ্যাত্মিক মতবাদ "Transcendentalism" নামে অভিহিত হইত ও "Brahma" এবং "If the red slayer thinks he slays" নামক কবিতাসমূহ দ্বারা ভারতীয় বেদান্তবাদ তথায় প্রচারিত হইত, তখন এই মতবাদ সেই নগরে এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল যে, লোকে কোন বিষয় বুঝিতে না পারিলেই বলিত—ইহা 'Transcendentalism"! হুইটিয়ার মানবের উচ্চাদর্শ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয় কবিতাদ্বারা

প্রকাশ করিতেন, মানবের পরস্পরের আদর্শের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিবার জন্য ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজের সাধকের আকাঙ্ক্ষাও কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পার্কার সেই সময়ে মানবের ধর্ম্মবিশ্বাস ও চিন্তার স্বাধীনতা unitarian গির্জ্জার বেদী হইতে প্রচার করিতেন, প্রকাশ্যে নিগ্রোদের মুক্তির জন্য আন্দোলন করিতেন এবং গুপ্তভাবে তাহাদের উদ্ধারের জন্য যে "আভ্যন্তরীন রাস্তা" সৃষ্ট হইয়াছিল তাহার একটি শৃঙ্খল স্বরূপ হইয়াছিলেন ("The subterranean Railway" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য)। লংফেলো তৎকালে আমেরিকান জীবনের উচ্চভাবের ও আকাঙ্ক্ষা কবিতাতে প্রকাশ করিতেন এবং আমেরিকার জাতীয় ইতিহাসে কোন Epic নাই বলিয়া তৎমহাদেশের আদিম অধিবাসীদের জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়া "Hiawatha" নামক কাব্য লিখিয়া সেই অভাব পরিপূরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সেই যুগে Waltwhitman আমেরিকান সাম্যবাদের জাতীয় কবিরূপে উদয় হইয়াছিলেন। নিম্নে উদ্ধৃত ছন্দে তিনি তৎকালের আমেরিকান radical মনোবৃত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"I wear my hat in door and out
As I like"!

কিন্তু সেকাল আজ নাই! আজ আমেরিকান সভ্যতা

ধনবলে দর্পিত ও পাশবিক বলে বলীয়ান হইয়া মানবের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা বিস্মরণ হইয়াছে। আজ এই দুই বলের সমন্বয়ে আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী হইয়াছে! আজ অন্য লোকসমূহ ও জাতিদের লুণ্ঠন করিবার জন্য সেই সভ্যতার, বিদেশে সাম্রাজ্যস্থাপনের প্রয়োজন হইয়াছে। সেইজন্য তাহার Colony-র প্রয়োজন হইয়াছে, এবং জর্জ্জ ওয়াশিংটনের তাঁহার স্বদেশবাসীদের প্রতি শেষ পরামর্শ যে—দেশের বাহিরে যেন তাঁহারা রাজত্ব স্থাপন প্রয়াসী না হন—তাহা বিস্মরণ বা অমান্য করিয়া দুর্ব্বল জাতিদের পরাস্ত করিয়া ধীরে ধীরে Colony স্থাপন করিতেছে; আর যাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা "Rights of man" প্রচার করিয়াছিল তাহাদেরই বংশধরেরা আজ বিজিত জাতিদের স্বাধীনতাস্পৃহা "water-cure" উপায়দ্বারা দমন করিতেছে! আজ আমেরিকান ধনীদের ধনবৃদ্ধির জন্য অনুন্নত ও দুর্ব্বল দেশসমূহকে বিজয় করিবার প্রয়োজন হইয়াছে কারণ capitalism-এর expansion সাম্রাজ্যবাদের আবরণে সংঘটিত হয়! আজ "Declaration of independence"-এ স্বাক্ষরকারীদের বংশধরেরা স্বীয় স্বার্থের জন্য, অন্যজাতির স্বাধীনতাপহরণের জন্য সাম্রাজ্য-বাদীদের নানাবিধ বাঁধা cant আবৃত্তি করে! যেখানে পূর্ব্বে উদার ও স্বাধীন চিন্তার সুযোগ প্রদান করা হইত সেইখানে আজ fundamentalist-রা বিজ্ঞানচর্চ্চা বন্ধ করিবার চেষ্টা

করিতেছে! সেই জন্য বলি আজ আমেরিকান সভ্যতা কি মানব-স্বাধীনতার পরিপোষক?

আমেরিকান সভ্যতার বিশেষত্ব কি? চর্চ্চার দিক দিয়া দেখা যায়, ইহা এখনও ইউরোপের অধীনতা-পাশ মুক্ত হয় নাই। ভাবের দিক দিয়া দেখি, বর্ত্তমানের ইম্পিরিয়েলিষ্ট আমেরিকা মানবচিন্তাক্ষেত্রে কিছু নূতন চিন্তা বা ভাব আনয়ন করে নাই, বরং Reaction ও capitalism-এর প্রধান দুর্গ হইয়াছে। কেবল সঙ্গীতে তৎদেশ নিজের বিশেষত্ব দেখাইয়াছে কিন্তু সেই বিশেষত্ব শ্বেতাঙ্গজাতির দ্বারা উদ্ভব হয় নাই। আমেরিকার এই বিশেষ সঙ্গীতকে "coon song" কহে; ইহা ঘৃণ্য নিগ্রোজাতির দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। নিগ্রোরা যে সর্ব্বত্র সঙ্গীতে পারদর্শিতা দেখায় এবং আমেরিকায় যে বিশেষ প্রকারের সঙ্গীত উদ্ভব করিয়াছে তাহা ডুবোয়া মহোদয়ের মতে এই জাতির হৃদয়-বেদনা-প্রসূত! আমেরিকায় বিরুদ্ধাবস্থায় থাকিয়া নিগ্রোজাতি নিজের প্রতিভাকে বিকশিত করিতে পারিতেছে না বলিয়া সঙ্গীতদ্বারা তাহা জগতকে জানাইতেছে।

আমেরিকার সভ্যতার আর একটি প্রধান কর্ম্ম, বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানাবিধ জনহিতকর কর্ম্ম করা। আমেরিকায় যে সব বৈজ্ঞানিক, যুক্তিবাদী ও সমাজতত্ত্বীক প্রভৃতি লোক আছেন তাঁহারা জাতির মঙ্গলার্থ নানাবিধ বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন

করিবার চেষ্টা করেন। এই প্রকারে তথায় সমাজতত্ত্ব applied sociology-রূপে ব্যবহৃত হইতেছে ; ইহাদ্বারা নানাবিধ social service কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে। তৎপর, বৈজ্ঞানিকেরা Eugenics দ্বারা জাতির জীবতত্ত্বীক উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, এবং সমাজ শরীর হইতে অসাধ্য ব্যায়রাম, বিভিন্ন crimes দূরীভূত করিবার জন্য criminologist-রা এবম্প্রকারের incurable criminals and diseased ব্যক্তিদের sterilize (সন্তানোৎপাদনে অক্ষম) বা segregate (পৃথক রাখা) করিবার পরামর্শ দেন, এবং তদনুসারে New Iersey নামক ষ্টেটে তাহা আইনরূপে গৃহীত হয় কিন্তু সাধারণ জনমত একটা radical step গ্রহণে অনিচ্ছুক বলিয়া এই আইন কার্য্যকরী হয় নাই।

এই সবদ্বারা বোধগম্য হয়, আমেরিকান সভ্যতাতে সর্ব্ব-বিষয়ে দুইটী বিপরীত ভাবই বর্ত্তমান রহিয়াছে—ঘোর অজ্ঞতাও অগ্রগমনশীলতা, ধর্ম্মান্ধতা ও উদারতা, ধন ও দারিদ্র্য প্রভৃতি। এই সবের মধ্যে এই সভ্যতা বর্ত্তমান কালে অগ্রগামী গতিশীল না হইয়া বরং তাহার বিপরীত প্রতিক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিয়াছে। Reaction আজ Radicalism-কে নিষ্পেষণ করিয়া মারিতেছে। আমেরিকা বর্ত্তমান সময়ে ঘোরতর বেগে Capitalist Imperialism-এর পথে অভিব্যক্ত হইতেছে। সেইদেশ Capitalism-এর শেষ দুর্গ হইবে ;

কিন্তু কার্ল মার্ক্সের ভবিষ্যদ্বাণী যে Capitalism-এর (ধনতন্ত্র) কালপূর্ণ হইলে সম্পূর্ণরূপে তাহা break down (ভাঙ্গিয়া পড়িবে) করিবে সেই সময় এখন সুদূর অতীতের গর্ভে থাকিলেও যখন তাহা আসিবে তখন এক ভীষণ সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত হইবে। আজকাল তৎদেশে অনেক উদার ভাবুক ও সমাজতত্ত্বীক উদীয়মান হইতেছেন বলিয়া radical কার্ল মার্ক্সের মতবাদ বা বাকুনিনের আনার্কিষ্ট মতবাদ ভাবুকশ্রেণীর মধ্যে তত প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছে না, কিংবা কেহ ধনতন্ত্রের বিপক্ষে লেখনী সঞ্চালন করিলে "The theory of the leisure class" নামক পুস্তক প্রণেতা অধ্যাপক Veblen-এর ন্যায় নির্য্যাতিত হইতে হয়। কিন্তু আমেরিকার প্রাকৃতিক ধনসম্পদ যখন ফুরাইয়া আসিবে ও সাধারণের মধ্যে জীবন যাপন সমস্যা অতি ভীষণ হইয়া উঠিবে, আর মুষ্টিমেয় ধনীর শাসন ও শোষণ-নীতি অসহ্য হইবে অর্থাৎ যখন ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্রের ভীষণ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে, তখনই আমেরিকার সভ্যতার পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইবে।

আমেরিকান ষ্টেট মানবের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার ফলেই সংস্থাপিত হয়। এক সময়ে, যখন ইউরোপে মানবকে মুক্ত করিবার জন্য ক্রমাগত বিপ্লব সংসাধিত হইতেছিল আমেরিকা তখন মানবের সাম্যতা ও স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা

করিতেছিল। কিন্তু আজ আর সে দিন নাই। মানবের মুক্তির বাণী আর তথায় ধ্বনিত হয় না! তাই আবার বলি, তথায় স্বাধীনতা কোথায়? এই বর্ণ, জাতি, ধনগর্ব্ব প্রভৃতি বিদ্বেষপূর্ণ দেশ পরিত্যাগ কালে এই ভাব লইয়াই বাহির হইয়াছিলাম "আমেরিকায় স্বাধীনতা ও সাম্যতা কোথায়?" এবং এই জন্যই নিউইয়র্কস্থিত Statue of Liberty-কে নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিলাম, "লোকে তোমায় যাহা বলিয়া অভিহিত করে তুমি তাহা নহ"!

আমেরিকার মিশন

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ইহুদী লেখক Israel Zangwill পোনের ষোল বৎসর পূর্ব্বে "The melting pot" নামে একখানি উপন্যাস লিখেন। ইহাতে তিনি বর্ণনা করেন যে আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্য হইতেছে ঐ melting pot (দ্রবপাত্র)। তথায় পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকারের লোক আসিয়া আমেরিকার সাম্যতা-সম্মত নূতন সভ্যতার আবর্ত্তে পড়িয়া এক নূতন মানবে অভিব্যক্ত হয়। আমেরিকার নূতন আবহাওয়া, নূতন সমাজ, নূতন আর্থনীতিক ব্যবস্থা, নূতন রাজনীতিক অধিকার সমূহ, তারপর সর্ব্বোপরি সাম্যবাদ যথায় মানবের জন্য জীবনের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত রহিয়াছে, এই সব আবর্ত্তের মধ্যে নিষ্পীড়িত, অত্যাচারিত, পদদলিত, পুরাতন জগতের একজন লোক পড়িলে তাহার নূতন জীবন লাভ হয়, সে আর পুরাতন মানব থাকে না! সর্ব্বদেশের লোক এই কটাহে পড়িয়া দ্রবীভূত হইয়া এক নূতন ছাচে গঠিত হইয়া উঠে। তাহাকেই আমেরিকার বিশেষত্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

জানগউইল বলিয়াছেন যে, এই কটাহে সর্ব্বপ্রকারের জাতি দ্রব হইয়া এক নূতন মানবজাতিতে পরিণত হয়, তাহাকেই "আমেরিকান" বলে। ইঁহার এই মতটি আমেরিকায় বিশেষ আদৃত হয়। সকলেই বলেন, বস্তুতঃ আমেরিকা এক দ্রবপাত্র। অগ্নি যেমন সমস্ত মলিনতা দূর করিয়া কোন দ্রব্যকে শুদ্ধ করে, আমেরিকার নূতন সভ্যতা প্রাচীন দেশের সমস্ত মলিনতা দূর করিয়া এক নূতন মানবের সৃষ্টি করে। আমেরিকার এই কটাহে সর্ব্বজাতির রক্ত সংমিশ্রণ হইয়া এক নূতন জাতির সৃষ্টি হইতেছে—তাহা আমেরিকান। জানগউইল সমাজতত্ত্বের দিক দিয়া এই নূতন জাতির বর্ণনা করিয়াছেন। আর প্রায় পোনের বৎসর আগে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক ফ্রাঞ্জ্ বোয়াস্ (Franz Boas) বৈজ্ঞানিক দিক দিয়া তাহাই বলিয়াছেন। তিনি, তিন হাজার রোমানীয় ইহুদী ও দক্ষিণ-ইতালীয়-বংশীয় আমেরিকায় জাত লোকদের শারিরীক নৃতত্ত্বীক মতানুযায়ী অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাহার ফলস্বরূপ, এই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েন যে, চওড়া মাথা (brachycephal) বিশিষ্ট রোমানীয় ইহুদিদের আমেরিকায় জাত পুত্রগণের মাথা অপেক্ষাকৃত লম্বাকার বিশিষ্ট হয়। আর লম্বামাথা (dolichocephal) বিশিষ্ট দক্ষিণ-ইতালীয়দের আমেরিকায়

জাত পুত্রগণ অপেক্ষাকৃত চওড়া মাথা বিশিষ্ট হয়। এবম্প্রকারে উভয় জাতীয় আমেরিকানেরা পরস্পরের কাছাকাছি একটা মাথার আকৃতি পাইতেছে যেটাকে বোয়াস্ আমেরিকান Type বলেন: তিনি ইহা আমেরিকার জলবায়ু প্রভৃতি প্রকৃতির প্রভাবের ফল বলিয়া মনে করেন; ইহার অর্থ ইউরোপীয় লোকদের সন্তান-সন্ততিগণ আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করার জন্য তথাকার প্রকৃতির প্রভাবে (milieu) একটা নূতন জীব জাতিতে অভিব্যক্ত হইতেছে; কিন্তু নানাকারণ বশতঃ এই মত ইউরোপের নৃ-তত্ত্বীকেরা গ্রহণ করেন নাই। আবার চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-তত্ত্বের অধ্যাপক (Frederick Staar) নাকি ইহার অগ্রে বলিয়াছিলেন যে, নব-ইংলণ্ডের লোকেরা আর ইংরেজী Type-এর নয় এবং তিনি স্বয়ং আমায় বলিয়াছিলেন যে, তিনি মাপ-যোপ করিয়া দেখিয়াছেন, পেনসিল্ভেনিয়ার জার্ম্মাণদের সহিত ইউরোপীয় জার্ম্মাণদের শারীরিক সাদৃশ্য নাই; কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমালোচনা করিয়া অন্যান্য নৃ-তত্ত্বীকেরা এই সব শারীরিক পরিবর্ত্তনের মত গ্রহণ করেন না। যাহাই হউক, আমেরিকার অনেকের বিশ্বাস যে ইউরোপীয় বংশীয় লোকেরা আমেরিকায় একটা নূতন জাতিতে পরিণত হইতেছে। ইহা অনেকে ধ্রুব সত্য ভাবিয়া ভাবের দিক দিয়া তাহাকে

আমেরিকার "মিশন" বলিয়া প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, জগতের আর্ত্ত, পীড়িত, নির্য্যাতিত জনবৃন্দ আমেরিকার নূতন আলোকে আসিয়া নূতন সামাজিক ও আর্থনীতিক অবস্থার মধ্যে পতিত হইয়া বাহ্যতঃ যেমন নূতন প্রকারের মানব হইতেছে—যাহার নূতন সংস্কার, নূতন আশা, জগতের প্রতি নূতন ধারণা (new world view)—সেই প্রকারে তাহার শরীরের পরিবর্ত্তনও ঘটিতেছে। এই নূতন মানবের নূতন আশার কথা অনেক ঔপনিবেশিক পণ্ডিতেরা "আমেরিকার মিশন" বলিয়া চারিদিকে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান। জান্-গউইলের দ্রবকটাহ মত ও বোয়াসের নৃ-তত্ত্বীক মত এই উভয়টির উপর 'আমেরিকার মিশন'-বাদ স্থাপিত হইয়াছে। যে সব পণ্ডিতেরা এই মতবাদ প্রচার করিয়া বেড়ান তাঁহাদের অন্যতম হইতেছেন অধ্যাপক ষ্টাইনার (Dr. Steiner)। এই উক্ত মিশনবাদটিকে তিনি তাঁহার Thesis স্বরূপ করিয়া সর্ব্বত্র বক্তৃতা করিয়া বেড়ান, উদ্দেশ্য—আমেরিকানদের বিজাতীয়দের উপর ঘৃণা অপনোদন করা। তিনি তাঁহার নিজের পর্য্যবেক্ষণ ও বোয়াসের মতটি উভয়ই উল্লেখ করিয়া বক্তৃতাতে বলেন, "আমেরিকায় কেহ কাহাকেও ঘৃণা করিও না, জগতে বড় জাতি ও ছোট জাতি নাই, সবই আবহাওয়া, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্য্য-কারণ-ফল-প্রসূত। আজ আমেরিকায় ধনের গর্ব্ব করিয়া যাহারা

গরীব ঔপনিবেশিককে ঘৃণা করিতেছে, তাহারা বিস্মৃত হয় যে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও এতাদৃশ কুলি ছিল। আমেরিকায় ইউরোপের আভিজাত্যবর্গ আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে নাই, সকলেই কুলি মজুর ছিল। মেফ্লাওয়ার জাহাজে কোন আভিজাত্য-বংশসম্ভূত লোক আসে নাই ; আমেরিকার বিভিন্ন প্রকারের মানবের মাথার গঠন ও বাহ্যিক আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইত্যাদি।" তিনি সার্ব্বজনীন প্রেম ও মানবের ভ্রাতৃভাবের প্রচারক। অবশ্য ইনি শ্বেতজাতির সমস্যা লইয়াই ব্যস্ত। একটি বক্তৃতায় তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন যে, কোন আমেরিকান তাঁহাকে বলেন, "ডেগোদের শ্বেতপুরুষের সহিত একগাড়িতে চড়িবার কি অধিকার আছে ? ডেগো হইতেছে নিগার" ! আমেরিকায় দক্ষিণ-ইতালীয়দের "ডেগো" বা 'গিনি' বলা হয়, আর উপরের উক্তিদ্বারা তাহাদের মলীন বর্ণের উপর কটাক্ষপাত করা হয়। তিনি তাহার উত্তরে বলেন, "তোমারই বা তাহার প্রতি ঘৃণা করিবার কি অধিকার আছে ? তাহাদের মধ্যে বড় বড় কবি, বৈজ্ঞানিক, পণ্ডিত, রাজনৈতিক, বিজয়ী প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর যে দেশে তুমি বাস কর সেই দেশও একজন ডেগো দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল—তাহার নাম কলাম্বাস" ! প্রত্যুত্তরে উক্ত আমেরিকানটি বলেন, "তুমি এই সবলোক দ্বারা যে সব ডেগো আমাদের দেশের

রাস্তায় কুলীগিরি করে তাহাদের বুঝিতেছ না" ! ষ্টাইনার ইহার উত্তরে বলেন, "আর তুমিও জর্জ্জ ওয়াশিংটন বা এব্রাহাম লিন্‌কল্‌ন্ নও" ! অর্থাৎ একটি জাতির ভিতর সর্ব্বপ্রকারের লোক থাকে, তাহাদের একশ্রেণীর অবস্থা দেখিয়া সমস্ত জাতিকে অভিশপ্ত করা অনুচিত। অধ্যাপক ষ্টাইনার ইউরোপের দুর্দ্দশা-গ্রস্ত জাতিসমূহের বিপক্ষে আমেরিকায় যে জাতি-বিদ্বেষ আছে তাহা নিরাকরণের চেষ্টায় ব্যাপৃত। তিনি নিজে ঘৃণিত-জাতি-সম্ভূত অষ্ট্রীয়ান-ইহুদিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু আমেরিকায় আসিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং পতিত ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের মধ্যে তাহাদের মঙ্গলার্থে কর্ম্ম করিতেছেন।

আর একটি অধ্যাপকের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলাম। তিনি নিজে জার্ম্মাণিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাল্য-কালে পিতা-মাতার সঙ্গে আমেরিকায় আসেন। তিনি বলেন, "ইউরোপ হইতে গরীব ঔপনিবেশিকেরা অনেক আশা লইয়া আসে। তাহারা যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া পোঁটলাপুঁটলি লইয়া জাহাজে চড়িয়া যখন আমেরিকার বন্দরে উপনীত হয়, তখন তাহাদের ভীষণ পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয়। যাহারা কোন কারণে প্রত্যাখ্যাত হয় (বন্দরে প্রত্যেক যাত্রীর চক্ষুর ব্যায়রাম আছে কিনা পরীক্ষিত হয় ও যেসব রোগীদের নিয়মানুযায়ী অর্থাদি নাই তাহারা প্রত্যাখ্যাত হয়) তাহারা হাহাকার করে, আর যাহারা গৃহীত

হয় তাহারা আনন্দে নূতন আশায় অবতীর্ণ হয়। আমেরিকা ইহাদের মস্তিষ্কে, আমেরিকা ইহাদের হৃদয়ে অবস্থান করে। ইহার অর্থ—নূতন দেশে নূতন অবস্থায় জীবন সাফল্য করিবে এই আশায় তাহারা আমেরিকায় আসে। ইউরোপের গরীবদের ইহা বিশ্বাস যে, নূতন জগতের রাস্তায় সোনা কুড়াইয়া পাওয়া যায়। তথায় মানবের সাম্যতা আছে, যোগ্যতানুসারে জগতে উত্থিত হইতে পারে, এই আশায় প্রলুব্ধ হইয়া তথায় আসে।"

এইরূপ ভাবে আমেরিকার "মিশনের" কথা প্রচারিত হয়। আমেরিকার "মিশন" আমেরিকানত্বেরই কথা গৌণ ভাবে বলে। এই মিশনের উদ্দেশ্য নূতন মানব গঠন করা, সেই নূতন মানব "আমেরিকান" হইবে। ইহা হইল ভাব-রাজ্যের কথা; চর্চ্চা ও সমাজতত্ত্বের দিক দিয়া নিরীক্ষণ করিলে বোধগম্য হইবে, এই আমেরিকান "খাঁটি-আমেরিকান" হইতে বাধ্য। তত্রাচ দ্রবপাত্র ও মিশনবাদের মধ্যে কতক সত্য নিহিত রহিয়াছে। ইহা সত্য, যাহারা আমেরিকায় বেশীদিন বাস করিয়া তথাকার অধিবাসী হইয়া যায় এবং যাহারা তথায় জন্মগ্রহণ করে, বাহ্যতঃ তাহারা পুরাতন দেশের মানব হইতে পৃথক ভাবাপন্ন হয়। এই পার্থক্য তাহাদের অঙ্গভঙ্গী, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, মনঃস্তত্ত্ব, চিন্তা ও ধারণা

প্রভৃতিতে প্রকাশ পায়। এই বাহ্যিক আচরণ দেখিয়া ইউরোপে আমেরিকানকে শীঘ্র চেনা যায়। আর যাহারা তথায় জন্মিয়াছে তাহাদের বাহ্যিক আকৃতিতে যে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে না, তাহা আমি স্বীকার করি না। আমেরিকার শুষ্ক বায়ুতে ইউরোপ হইতে মানবের শরীরের বাহ্যিকাকৃতির যে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি; আর পর্য্যাপ্ত আহার, আধুনিক স্বাস্থ্যবিধি-সম্মত থাকিবার স্থান, সর্ব্বপ্রকারের সুখস্বচ্ছন্দতা প্রভৃতি দ্বারা মানবের মনঃস্তত্ত্বেরও পরিবর্ত্তন হয়! যে ইউরোপীয় কৃষক বা শ্রমিক দেশে কুঁড়ে ঘরে থাকিত ও জমিদার বা ধনীশ্রেণী দ্বারা পদদলিত হইত এবং শুষ্ক রাইয়ের রুটি ও শাকসব্জির দ্বারা কায়ক্লেশে উদরপূর্ণ করিত, সেই ব্যক্তি আমেরিকায় তিনবেলা মাংস ও অন্যান্য পুষ্টিকর পর্য্যাপ্ত আহার করিতে পায়, বৈদ্যুতিক আলোকসমন্বিত আধুনিক স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা-সম্মত পাকা বাড়ীতে বাস করে, বেশী অর্থোপার্জ্জন করে এবং তদ্বারা ভাল হালফ্যাসানের পরিচ্ছদাদি পরে ও আমোদ আহ্লাদ করে, পুত্রকন্যাদের বিনা বেতনে শিক্ষাদান করিবার সুবিধা পায় ও তাহারা গুণ ও সুবিধানুসারে জীবনে উন্নতিলাভ করে। এই সব যোগা-যোগে তাহারা যে পিতৃপুরুষ হইতে নূতন ধরণের লোক হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের কথাও নহে, অবৈজ্ঞানিক তর্কও নহে!

তৎপর, আমেরিকায় সর্ব্বজাতির সম্মিলন হয় বলিয়া বিবাহের গণ্ডী সংকীর্ণ নহে। বিবাহ তথায় বিবাহার্থীদের স্বেচ্ছাধীন, তথায় ব্যক্তিগত পছন্দ আছে, একটা যৌন নির্ব্বাচন আছে; এবং ইহার ফলে বিভিন্ন জাতির রক্ত সংমিশ্রণ হইতেছে ও sexual selection-এর ফলে তথায় একটি সুন্দরকায় নর-জাতির সৃষ্টি হইতেছে। বস্তুতঃ, ইউরোপীয় শ্বেতকায়-জাতিসমূহের মধ্যে আমেরিকানরা একটি বিশেষ সুশ্রী জাতি।

আর, জলবায়ুর গুণে যে মানবের চরিত্র গঠিত হয় ও মনোবৃত্তির পার্থক্য হয় ইহা একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। প্রাচীন কালের আরিষ্টটল, মধ্যযুগের ইবন খালদুন ও বর্ত্তমান কালের বাকল্ এই সত্যেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন; রুষের অচল ও অলস শ্লাভিক মুজিকের (কৃষক) শিরাতে যখন আমেরিকার বায়ু হইতে প্রচুর পরিমাণে ozone প্রবেশ করে তখন সেই অলস ব্যক্তি উদ্যমশীল ও স্নায়বীক (nervous) পুরুষে পরিণত হয়। আমেরিকায় কথিত হয় যে, মিসিসিপি উপত্যকায় ও পশ্চিমের প্রেরির (Prairie) শ্বেতকায় লোকসমূহ তৎস্থানের প্রকৃতির গুণে "wild Indian"-রূপে আভব্যক্ত হইতেছে! বস্তুতঃ, পশ্চিমের মরুভূমির লোকসকল আদিম অধিবাসীদের ন্যায় nervous, বর্ব্বর ও, কলহপ্রিয়। তাহাদের জীবনের কার্য্যের সহিত আদিম অধিবাসীদের জীবনের সহিত মূলতঃ

বিশেষ প্রভেদ নাই; যাহা আছে তাহা শ্বেত-জাতির সভ্যতা ও সংস্কারের শীর্ণ ব্যবধানের ফলপ্রসূত।

উপরোক্ত সমাজতত্ত্বীক কারণসমূহ বশতঃ আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্য যে এক প্রকারের melting pot তাহা সত্য; কিন্তু এ বিষয়ে অন্যান্য দেশেও তদ্রূপ। আমার বিশ্বাস, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষও একটি দ্রবকটাহ ছিল। যে কোন স্বাধীন উদীয়মান জাতি (nation) এই প্রকারে বিভিন্ন জাতিকে (race) নিজের এক-জাতীয়ত্বের (nationality) ভিতর জীর্ণ করিয়া লইবে। ইহা স্বাস্থ্য ও সবলতার লক্ষণ। আমেরিকা একটি পরাক্রমশালী উদীয়মান দেশ, কাজেই তথায় সর্ব্বজাতিই তাহার শরীরে জীর্ণ হইবে; কিন্তু এই স্থলেই একটা খট্‌কা উঠে! এই 'সর্ব্বজাতি' অর্থে আমেরিকানেরা "সর্ব্ব প্রকারের শ্বেত-জাতি" বুঝেন! তাঁহারা বলেন, "আমরা শ্বেতবর্ণের লোকদের সমাজ-শরীরের উদরে জীর্ণ করিতে পারি; উত্তর ও দক্ষিণ ইউরোপীয়দের গাত্রবর্ণের পার্থক্য থাকিলেও এক সভ্যতা ও এক ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া তাহারা একীভূত হইতে পারে, এবং ইহার সঙ্গে এসিয়াবাসী শ্বেতকায় খৃষ্টান জাতিরা, যথা—সিরিয়, আর্ম্মেনীয়, গ্রীক, চালডীয় প্রভৃতিরাও, এই আমেরিকান সমাজে মিলিত হইতে পারে; কারণ ইহারা বর্ণ-সমস্যা আরও গুরুতর করিবে না। কিন্তু দক্ষিণ ও পূর্ব্ব এসিয়ার

বিভিন্নবর্ণের, বিভিন্ন ধর্ম্মের ও বিভিন্ন সভ্যতার লোকেরা আমেরিকান সমাজে উদরস্থ হইবে না, বরং বিভ্রাট আরও বৃদ্ধি করিবে।" এই বিষয়ে অনেকে নানাপ্রকার নৃ-তত্ত্বীক সমাজতত্ত্বীক আপত্তি ও সমস্যার উদ্ভাবন করেন, যথা—প্রাচ্যের লোকেরা নিম্নজাতিসম্ভূত, অতএব তাহাদের রক্ত দুষ্ট, তাহাদের সংস্কার ও সামাজিক আচার জঘন্য—তাহা আমেরিকায় বসবাসের ফলেও দূর হইবে না ইত্যাদি। এই সব বিদ্বেষপূর্ণ যুক্তি বৈজ্ঞানিক সত্য না হইলেও একটি অকাট্য সত্য সর্ব্বত্র বিদ্যমান হয় যে—আমেরিকান সমাজ এই "রঙিন" জাতিসমূহকে চাহে না। দ্রবকটাহ-মতবাদ যদি শ্বেতজাতি সমূহের পক্ষে সত্য হয়, তাহা হইলে "রঙিন" প্রাচ্যদের পক্ষেও প্রযোজ্য হইবে। আমি এমন ভারতবাসী যুবক দেখিয়াছি যিনি বাল্যকাল হইতে আমেরিকায় প্রতি-পালিত হইয়াছেন, সর্ব্বপ্রকারে আমেরিকান মনঃস্তত্ত্বের অধি-কারী; আমি চৈনিক যুবতীদের দেখিয়াছি যাহাদের একজন আমেরিকায় বাল্যকাল হইতে বাস করিতেছেন আর একজন তথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—উভয়েই দ্রবপাত্রে দ্রবীভূত হইয়াছেন। আমি প্রথমে তাঁহাদের স্পানীশবংশীয় দক্ষিণ আমেরিকান মহিলা ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু আলাপের পরে তাঁহারা বলিলেন যে তাঁহারা চীনবংশীয়া-যদিচ তাঁহারা চীনা-ভাষা পর্য্যন্ত কহিতে পারেন না। ইঁহারাও ঐ melting pot-এর

লোক। তাঁহাদের ভাবেতে, মনেতে ও বাহ্যিকাকৃতিতে "heathen Chinese" এর কিছুই লক্ষিত হয় না তত্রাচ আমেরিকান সমাজ তাঁহাদের অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে! আর একটি চৈনিক যুবতী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। তিনি আমার কোন ইউরোপীয় বন্ধুর কাছে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি আমেরিকায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, নিজের মাতৃভাষা জানি না, ইংরেজিতে কথা কহি, আমেরিকানের মতন চিন্তা করি ও জীবনের কার্য্যও তদ্রূপ, তথাপি আমায় আমেরিকানেরা চীনা বলিয়া একপাশে রাখিয়া দিয়াছে, আমি আমেরিকান হইতে পারিলাম না!" আমার বন্ধুটি বলেন, এই মহিলাটির "social isolation" দেখিয়া বড়ই দুঃখ হইত। ইঁহারা দ্রবপাত্রে দ্রবীভূত হইলেও আমেরিকান সমাজ তাঁহাদের চায় না। ইহাকেই বলে বর্ণ-বিদ্বেষ।

এই melting pot-এ সর্ব্বজাতিই দ্রবীভূত হইয়া আমেরি-কানরূপে শুদ্ধ হইতেছে; কিন্তু বর্ণ-বিদ্বেষের জন্য তাহার মধ্যেও পার্থক্য করা হইতেছে। এইজন্য বলি জান্‌গউইল ও ষ্টাইনারের দ্রবপাত্রমতবাদ সর্ব্বথা সত্য নহে, এবং ইহা একটি ধ্রুব সত্য হইলেও সর্ব্বত্র তাহা প্রযোজ্য না হওয়ায় তাহার গুণের হানি করিতেছে। সত্য কথা এই—আমেরিকা ইউরোপীয়দের জন্য melting pot বা আর কিছু হইতে পারে, কিন্তু সুদূর প্রাচ্যেরও আফ্রিকার লোকদের জন্য নহে।

আমেরিকানত্ব

আজকাল আমেরিকায় খাঁটি আমেরিকানত্ব ভাবের বিশেষ প্রতাপ ; কিন্তু আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্য একটি স্বাধীন দেশ। তাহার স্বাধীনতার প্রথমাবস্থা হইতেই এক-জাতীয়ত্ব (nationality) লাভ ঘটিয়াছে, অতএব "আমেরিকানত্ব" শব্দের অর্থ কি ? যে আমেরিকার লোক সে-ই এই বিভূতি প্রাপ্ত ব্যক্তি, অতএব আমেরিকানত্ব ভাবের স্বরূপ কি ?

বিগত বিশ ত্রিশ বৎসর হইতে "আমেরিকানত্ব" নামক অবস্থার কথা বিশেষ ভাবেই শ্রুত হওয়া যায়। ইহা ছন্দে, গীতিতে, বক্তৃতাতে, নাটকে নানাভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। আর ইহার চরমাবস্থা উৎকটরূপে বিগত জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের সময় 100 P. C. Americanism-রূপ খাঁটি আমেরিকানত্ব রাজনীতিক ভাবে ব্যক্ত হয়। এই জন্য, এহেন অবস্থার সহিত পরিচিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

যে কেহ আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করে, সে আমেরিকান বলিয়া গ্রাহ্য হয়, আর তৎদেশের constitution-এর বিধি যদি নাগরিকত্ব (citizenship) প্রাপ্তির অন্তরায় না হয় তাহা হইলে সে আমেরিকান নাগরিক পদবাচ্য হয়, ও সে

নাগরিকের সমস্ত অধিকার প্রাপ্ত হয়! ইহা হইল রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাহার স্বরূপ; কিন্তু ইহা তাহাকে "খাঁটি আমেরিকা-নত্বে" প্রতিষ্ঠিত করে না। এ অবস্থা এতদিন ভাবের কথা ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহা বাস্তবক্ষেত্রে প্রকট হইয়াছে।

আমেরিকায় ইউরোপীয়দের উপনিবেশসমূহ স্থাপিত হইলে, বিভিন্ন ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকেরা স্বভাবতঃই নূতন জগতে তাহাদের মাতৃভাষা বজায় রাখিয়াছিল, কিন্তু শনৈঃ শনৈঃ ইংরেজেরা, ফরাশী, ডাচ, জার্ম্মাণ, সুইডিশ উপনিবেশ-সমূহ জয় করে। পরে ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের সহিত বিদ্রোহীদের বংশধরগণও মিলিত হইয়া বর্ত্তমান আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্যের (United States of America) সংস্থাপন করে। যাঁহারা ওয়াশিংটন ইরভিংএর "Rip van winkle" নামক গল্প পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহাতে অবগত হইয়াছেন যে, রিপভ্যান উর্নকিল ডাচবংশীয় ছিল ও ডাচ ভাষী ছিল। সে অকস্মাৎ নিদ্রায় অভিভূত হয়, এবং বিংশ বৎসরের দীর্ঘ নিদ্রার পর তাহার জন্মস্থান নিউইয়র্ক নগরে প্রত্যাবর্ত্তানন্তর দেখে যে তৎসহরের সমস্ত চাল বদলাইয়া গিয়াছে। লোকের দ্বারের সম্মুখে আর ডাচ নাম লিখিত নাই, সকলে ইংরেজীতে কথা-বার্ত্তা কহিতেছে এবং "ডেমোক্রাশী ও রিপাবলিক" বিষয়ে আলোচনা করিতেছে! সে তাহার পুরাতন অভ্যাসবশতঃ "God save the King" বলাতে, লোকে তাহাকে "Tory"

বলিয়া তাড়া দিয়াছিল। পরে এই জনতামধ্যে তাহার কন্যাকে আবিষ্কার করাতে, অনুসন্ধানে সে অবগত হয়, যে সব যুবকদল পূর্ব্বে তাহার পরিচিত ছিল, তাহাদের অনেকে "স্বাধীনতা-সমরে" প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে! অবশেষে সকলে তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, সে আর ৩য় জর্জ্জের প্রজা নয়—এক্ষণে সে আমেরিকার যুক্ত-ষ্টেটের একজন স্বাধীন নাগরিক। ঐ গল্পটিতে, অন্যান্য ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের বংশধরগণ যে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল, তাহাই প্রস্ফুটিত করা হইয়াছে। ইহারা কালে ইংরেজীভাবাপন্ন হইয়া "আংগ্লোসাক্সন" রূপে পরিণত হয়!

আমেরিকার যুক্ত-ষ্টেট সমূহে ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের আধিক্য বেশী ছিল, তাহাদের চেষ্টায়ই দেশ স্বাধীন হয়; সেই জন্য তাহাদের ভাষা, তাহাদের রীতিনীতি ও জনশ্রুতি চর্চ্চা সমূহ ঐ স্থলে প্রাধান্য লাভ করে। ইহার ফলে মুষ্টিমেয় অন্যান্য ইউরোপীয়দের বংশধরগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে না পারিয়া ইংরেজী ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে, কেবল পেনসিলভেনিয়া ষ্টেটে যথায় জার্ম্মাণ ঔপনিবেশিকদের মিলিয়ান কতক বংশধর বাস করে, তথায় তাহারা একপ্রকারের গ্রাম্য জার্ম্মাণ ভাষায় কথা কয়! অবশ্য শিক্ষিত সকলেই ইংরেজী জানেন। তৎপরে, আমেরিকায় সকলেই নিজের নাম বদলাইয়া ইংরেজী ধরণের করেন। এবম্প্রকারে, নাগরিক

হিসাবে সে "আমেরিকান" হয়, ও মূলজাতি (race) হিসাবে সে "আঙ্গলো-সাক্সন" বলিয়া পরিচয় দেয়। কেবল মলীন বর্ণের দক্ষিণ ইউরোপীয়েরা শেষোক্ত দেবত্ব লাভ করিতে পারে না, যতদিন তাহার বংশের গাত্রবর্ণ ধৌত না হয়!

পরে ইউরোপের নানা দেশ হইতে ঔপনিবেশিকেরা আমেরিকায় আসিতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বদিকে নূতন জমীর অভাব বশতঃ তাহারা ক্রমশঃ মধ্য-পশ্চিম ও পশ্চিমে সরিয়া যায়, তৎস্থানের আদিম অধিবাসীদের বিতাড়ন বা বিনষ্ট করিয়া জমী দখল করে, এবং তথাকার ভীষণ অরণ্যানী কর্ত্তন করিয়া আবাদ করে। "migration follows the isothermal line" অর্থাৎ কোন মানব সমষ্টি এমন স্থলে উপনিবেশ স্থাপন করে যথায় তাহা পুরাতন বাসস্থলের অনুরূপ আবহাওয়া প্রাপ্ত হয়—এই প্রাচীন মতটি আমেরিকায় সর্ব্বস্থানে প্রযোজ্য হয় নাই, যথাঃ—কেবল উত্তর ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকেরা উক্ত সব স্থানে আবাদ করিতে আরম্ভ করে নাই, মধ্য ইউরোপের লোক এবং স্থানে স্থানে দক্ষিণ ইউরোপের লোকও (যথা ইতালীয়েরা নিউইয়র্ক, রোডদ্বীপ, চিকাগো প্রভৃতি স্থানে, গ্রীকেরাও চিকাগোতে) তাহাদের পার্শ্বে বসবাস করে। এই সব লোক কিন্তু নূতন স্থানে নিজেদের ভাষাগত পার্থক্য রক্ষা করে; তাহাদের সন্ততিরা গৃহে মাতৃভাষা ও বাহিরে ইংরেজী কহিতে আরম্ভ করে। এবম্প্রকারে তাহারা, সুইডিস-আমেরি-

কান উপনিবেশ, জার্ম্মাণ-আমেরিকান উপনিবেশ, রুষীয়-আমেরিকান উপনিবেশ, ইতালীয়-আমেরিকান উপনিবেশ প্রভৃতি স্থাপন করে। ইহারা নিজেদের জাতীয় ভাষা, রীতি-নীতি, জনশ্রুতি প্রভৃতি যথাসাধ্য রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করে। কোন কোন দল তাহাদের বৈচিত্র্যতা রক্ষা করিবার জন্য সম্বৎসরে মিলিত হইয়া নিজেদের জাতীয় ভাষা ও জনশ্রুতি প্রভৃতির চর্চ্চা করে। একবার একজন সুইডিস-আমেরিকান পাদরি আমায় বলিয়াছিলেন যে আমরা আমেরিকান বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া ইংরেজ বংশোদ্ভব-আমেরিকান নহি, আমরা সুইডিস-আমেরিকান! এই প্রকারের আমেরিকান-দের hyphenated American বলিত, পনের বৎসর পূর্ব্বে এই ভাব বিশেষভাবে প্রবল ছিল। মধ্য ও পশ্চিম ভাগে এই সব বিভিন্ন ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকেরা সব একজোটে বসবাস করায় তাহাদের সামাজিক আদান প্রদান নিজেদের মধ্যেই প্রায় আবদ্ধ থাকে। জার্ম্মাণ-আমেরিকানেরা নিজেদের মধ্যে মেশামেশি করে, অন্যান্য জাতীয়েরাও তদ্রূপ। এইজন্যই চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-তত্ত্বের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফ্রেডেরিক ষ্টার আমায় বলিয়াছিলেন যে, লোকে বলে আমেরিকা হইতেছে, একটি melting pot কিন্তু বাস্তব তাহা নহে! নিউইয়র্ক ষ্টেটের কোন একটি জেলার পার্ব্বত্য ভাগে গিয়া দেখিয়াছি, তথাকার অধিবাসীরা সব জার্ম্মাণ বংশীয়, তথায়

যাইলে মনে হইবে যে জার্ম্মাণির কোন এক গ্রামে উপস্থিত হইয়াছি! এই প্রকারে মধ্যখণ্ডের মিলওয়াকি নামক বৃহৎ নগরটি একেবারে জার্ম্মাণ ধরণের সহর। আবার নব-ইংলণ্ডের কোন স্থানে যাইলে মনে হইবে, ইংলণ্ডের কোন এক স্থানে বুঝি আসিয়াছি!

কিন্তু এই অবস্থার ব্যতিক্রমও আছে। যথায় অ-ইংরেজ বংশীয়েরা মুষ্টিমেয়, তথায় তাহারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে নাই। তথায় তাহারা ইংরেজী শিক্ষালাভ করিয়া খাটি-আমেরিকানত্ব (100 p. c. American) লাভ করে। নিউইয়র্কের পুরাতন ডাচ অধিবাসীরা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রাখিতে সমর্থ হয় নাই। তাহারা ডাচ বংশীয় বলিয়া স্বীকার করিলেও নিজেদের আঙ্গলো-সাক্সন জাতীয় বলিয়া অভিহিত করে। একশত বৎসর পূর্ব্বে ওয়াশিংটন ইরভিং যখন তাঁহার Kn ckerbocker's history of New York লিখেন, তখন তাহা পাঠ করিয়া এই সব ডাচ উপনিবেশিকদের বংশধরেরা বড়ই অপমানিত বোধ করিয়াছিল; কারণ তাহাতে [illegible] পিতৃপুরুষদের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতির প্রতি শ্লে [illegible] প্রয়োগ করা হইয়াছিল, এবং ইংরেজ কর্ত্তৃক নিউইয়র্ক [illegible] সময় ডাচ গভর্ণর পাকাটা stue vesant-এর [illegible] প্রতিও বিদ্রূপ ছিল! কিন্তু আজকাল সে ভাব [illegible] হাঁদের মধ্যে ষ্টুই ভেসাণ্টের,

বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী, ও কি প্রকারে ইংরেজ আসিয়া নিউইয়র্ক জয় করিল তৎবিষয়ের বর্ণনা ইংরেজ পদ্যে লিখিত হইয়া পঠিত হয়। আজকাল এইসব ডাচবংশীয়েরা এত ইংরেজী-আমেরিকান ভাবাপন্ন হইয়াছেন যে নিজেদের আঙ্গলো-সাক্সন বলেন ও তৎজাতীর গরীমার উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করেন। আজ পর্য্যন্ত যুক্ত-সাম্রাজ্যের যতগুলি প্রেসিডেণ্ট হইয়াছে তাহাদের মধ্যে দুইজন ব্যতীত সবগুলিই ব্রিটিশ বংশোদ্ভব, আর দুইজন van Buren ও Roosevelt ডাচবংশীয় ছিলেন। কিন্তু সভ্য জগত জানে যে রুসভেল্ট কি প্রকারের উৎকট আঙ্গলো-আমেরিকান ছিলেন। এবম্প্রকারে নিউইয়র্ক ও পূর্ব্বভাগের অনেক জার্ম্মাণাদি জাতীয় লোকেরা আঙ্গলো-সাক্সনত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন। উপরোক্ত নিউইয়র্কের জার্ম্মাণ উপনিবেশের একটি পাদরি আমায় একবার বলিয়াছিলেন, "আমাদের জার্ম্মাণ ধর্ম্মমণ্ডলী সাধারণতঃ অতি গরীব, তৎপর যেসব জার্ম্মাণ অবস্থাপন্ন হন তাঁহারা আমাদের চার্চ্চ ত্যাগ করিয়া যান, বলেন, 'আমি এখন আমেরিকান চার্চ্চে যোগদান করি। কারণ, তাঁহারা নিজেদের জার্ম্মাণ বলিতে লজ্জা বোধ করেন"। নিউইয়র্কে সুইডদের মধ্যেও এই ঘটনা লক্ষ্য করিয়াছি; যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষা করিয়া আঙ্গলো-আমেরিকান হইয়াছেন, তাঁহারা আমেরিকান চার্চ্চে যোগদান করেন।

আমেরিকায় নবাগত ঔপনিবেশিকদের আঙ্গলো-আমেরিকানত্ব অর্থাৎ ইংরেজীয়ানাই হইতেছে চরম গন্তব্য! কারণ, তথায় ব্রিটিশদের বংশধরেরাই সমাজে ও রাজনীতিতে বলবৎ, তাহাদের চর্চ্চাই সমাজ গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা নিজেদের Anglo-Saxondom-এর একটি অংশ বলিয়া গণ্য করেন এবং একজাতীয়ত্বের (nationality) পার্থক্যের জন্য নিজেদের "আঙ্গলো-আমেরিকান" বলেন। এইদলটি আমেরিকায় প্রবল বলিয়া নবাগত ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকেরা আঙ্গলো-আমেরিকানত্ব প্রাপ্ত হইতে বাধ্য। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যথায় অন্য জাতীয়েরা বহুসংখ্যায় বাস করেন তথায় তাঁহারাও দলাদলি করিয়া নিজেদের জার্ম্মাণ-আমেরিকান, সুইড-অমেরিকান প্রভৃতি নামে নিজেদের অভিহিত করিতেন। ইহারা আঙ্গলো-আমেরিকানের চর্চ্চা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেও ইংরেজবংশীয়দের হইতে নিজেদের পৃথক রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে সংবাদপত্রে এই দুই প্রকারের আমেরিকানত্বের বিশেষ কলহ হইত! New York World নামক conservative সংবাদপত্র এই "সংযুক্ত" আমেরিকানত্বের বিরোধী ও আইরিস বৈপ্লবিকদের মুখপত্র Gaelic-American তাহার প্রতিপক্ষ ছিল। প্রথমোক্ত সংবাদপত্র বলে, সংযুক্ত-আমেরিকানত্ব আবার কি প্রকারের? যে একবার আমেরিকান, সে সর্ব্বভাবেই (১০০

ভাগ) আমেরিকান। আর শেষোক্ত পত্র বিদ্রূপ করিয়া বলিত, world-এর স্বত্বাধিকারী Mr. Pulitizer হইতেছেন একজন "আঙ্গলো-সাক্সন"—যাঁহার পিতা পালেষ্টাইন হইতে আসিয়াছেন ও স্বয়ং হাঙ্গেরী হইতে আগত; কাযেই তিনি আঙ্গলো-সাক্সনত্বের উৎকট প্রচারক! ব্যাপারটা এই, পুলিটসার নিজে হাঙ্গেরীয় ইহুদি বংশীয় ছিলেন, কিন্তু ইংরেজীভাষী ইহুদিরা সর্ব্বত্রই উৎকট ভাবে আঙ্গলো-সাক্সনত্বের প্রচারক! আর খাঁটি-আমেরিকানত্বের অর্থ আঙ্গলো-সাক্সনত্ব যাহাকে প্রকারান্তরে ইংরেজীয়ানা বলা যায়, কাজেই আইরিস দল ইহার বিরোধী। আইরিসেরা কেল্টিকত্বের পরিপোষক বলিয়া আর রাজনীতিক কারণ হেতু আঙ্গলো-সাক্সনত্বের ঘোর প্রতিকূলবাদী। এই সূত্র ধরিয়া তাহাদের সহিত অন্যান্য "সংযুক্ত" দলের ভাব ছিল। এইজন্যই আইরিস-আমোরকানেরা ও জার্ম্মাণ-আমেরিকানেরা আমেরিকার জগদ্ব্যাপী যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট হওয়ার আগে পর্য্যন্ত একযোগে ইংরেজী প্রভাবের বিপক্ষতাচরণ করে। আইরিসদের মুখে শ্রবণ করিয়াছি ও তাহাদের সংবাদ-পত্রেও পাঠ করিয়াছি, যে, আমেরিকার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ষাটজন লোক আইরিস ও জার্ম্মাণ বংশীয়; অতএব আমেরিকার উপর তাহাদের বেশী দাবী।

এই প্রকারে আমেরিকা বিশ্লিষ্ট হইয়া কেবল কতকগুলি সংযুক্ত (hyphenated) লোকসমষ্টিতে পরিণত হয়।

অবশ্য ইহা কেবল ভাবের কথা ছিল, কলহটা ভাবরাজ্যেই আবদ্ধ থাকিত, যদিচ আঙ্গলো-আমেরিকানদের টান ছিল ইংলণ্ডের দিকে, আর আইরিসদের স্বার্থ ছিল তাহার বিপক্ষতা-চরণ করা, এবং জার্ম্মাণদের তদ্রূপ তাহাদের Father land-এর প্রতি মমতা ছিল। তবে যুক্ত-সাম্রাজ্য স্বাধীনদেশ বলিয়া সর্ব্বপ্রকারের আমেরিকানদের দেশাত্মবোধ ছিল, আমেরিকাকে সর্ব্বাগ্রে বড় দেখিত। একটি ঘটনায় তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব; কোন স্থলে একটি জার্ম্মাণ গৃহে আমি নিমন্ত্রিত হই; এই সংসারের কর্ত্তা নিজে জার্ম্মাণ। তিনি ভালরূপে ইংরেজী বলিতে পারেন না। তাঁহার স্ত্রী জার্ম্মাণ বংশীয়া কিন্তু আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এই মহিলার ভগিনী আমায় একবার বলিয়াছিলেন, "I am more of a German than an American" (আমি অগ্রে জার্ম্মাণ পরে আমেরিকান)। ইঁহাদের সামাজিক আদান প্রদান সবই জার্ম্মাণের সঙ্গে। এই স্থানে উপরোক্ত ঘটনার সময়ে আর একটি খাস-জার্ম্মাণ ভদ্রলোক আসেন। কথোপকথনচ্ছলে তিনি আমেরিকার সৈন্যদের সহিত জার্ম্মাণ সৈন্যদের তুলনাকালে প্রথমোক্তদের নিন্দা করেন, কিন্তু তাহা করিয়াই গৃহস্বামিনীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, কারণ মহিলাটি ইহাতে অসন্তুষ্ট হয়েন যে, তাঁহার সম্মুখে তাঁহার দেশের সিপাহীদের নিন্দা করা হইয়াছে। আমাদের দেশও এবম্প্রকারের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও

জাতিতে বিভক্ত; কিন্তু দেশাত্মবোধ নাই বলিয়া অর্থাৎ সমগ্র দেশটাকে নিজের খণ্ডত্বের উপর দেখিনা বলিয়াই আমাদের স্বদেশ-প্রেমিকতা বিভাগত্ব (Provincialism), সাম্প্রদায়িকত্ব (Sectarianism), জাতিত্ব (Caste patriotism) প্রভৃতি সংকীর্ণতাতে পর্য্যবসিত হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে একশতভাগ বা খাঁটি-আমেরিকানত্ব কথার অর্থ কি? ইহার মানে এই, যে আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে আর আমেরিকার সহিত তাহার স্বার্থ বিজড়িত রহিয়াছে, তাহার আমেরিকা ব্যতীত অন্যদেশের সহিত সম্পর্ক থাকিতে পারিবেনা, অন্য দেশের ভাব তাহাকে অনুপ্রাণিত করিবেনা; তাহার স্বদেশভক্তি আমেরিকাতেই পর্য্যবসিত হইতে হইবে; আমেরিকায় উদ্ভূত ভাবসমূহে সে অভিভূত হইবে; সর্ব্ব বিষয়ে My country, right or wrong—অর্থাৎ স্বদেশের সর্ব্বকর্ম্মকেই সমর্থন করিতে হইবে; সে সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকান —সর্ব্বশেষেও আমেরিকান; কাজেই, নিজেকে hyphenated বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে না অর্থাৎ সে জার্ম্মাণ বা আইরিস বা সুইডিস-আমেরিকান নহে—কেবল আমেরিকান। এই উৎকট একজাতীয়ত্বের ভাবটি প্রথম হইতেই ছিল, এবং পুরাতন ঔপনিবেশিকদের বংশধরগণই ইহার পরিপোষক ছিল, কিন্তু নূতন ঔপনিবেশিকের বন্যা আসিয়া ভাবরাজ্যে তাহার উৎকটাগ্নি প্রকট হইতে দেয় নাই বা উভয় ভাবের তেজের

পরীক্ষা এত দিন হয় নাই। এতদিন পর্য্যন্ত এই "সংযুক্ত" দলের প্রচারের লম্বা কথায় তাহাদের পুরাতন দেশসমূহ আশা রাখিত, যে, আমেরিকার সহিত ইহাদের কাহারও কোন প্রকারের গোলমাল বাধিলে সেই দেশের পূর্ব্ব-অধিবাসীগণ ও তাহাদের বংশধরগণ আমেরিকায় গোলমাল বাঁধাইয়া পুরাতন দেশের স্থবিধা করিয়া দিবে। জাপানীদের নাগরিক অধিকার দিবার বিপক্ষে আমেরিকার Jingo Press পুনঃ পুনঃ এই যুক্তি অনুযায়ী ভীতি প্রদর্শন করিয়াছে। জার্ম্মাণিতে প্রবাদ আছে যে, বিগত যুদ্ধের প্রাক্কালে কোনও জার্ম্মাণ রাজ-নৈতিক ঐ যুক্তি অনুযায়ী জার্ম্মাণ সংযুক্তদের স্মরণ করিয়া আমেরিকার প্রতিনিধি Gerard-কে বলিয়াছিলেন, জার্ম্মাণির সহিত আমেরিকার যদি যুদ্ধ হয় তাহা হইলে তোমরা কি করিবে। আমাদের পাঁচলক্ষ জার্ম্মাণ (জার্ম্মাণ-বিপ্লবের পূর্ব্বে প্রত্যেক জার্ম্মাণই সৈনিককর্ম্মে শিক্ষিত হইত) তোমাদের দেশের ভিতর বাস করিতেছে। আমেরিকার রাজপ্রতিনিধি নাকি উত্তর করিয়াছিলেন—আমেরিকাতেও তাহাদের জন্য পাঁচলক্ষ ফাঁশীকাষ্ঠ মজুত আছে! যুদ্ধের সময় নাকি জার্ম্মাণি আমেরিকাস্থিত তাহার পূর্ব্ব নাগরিকদের উপর বিশেষ ভরসা রাখিয়াছিল, যে, তাহারা আমেরিকান গভর্ণমেণ্টকে যুদ্ধেতে মিত্রশক্তির সহিত মিলিত হইতে দিবে না। আর ইহাও ঐতিহাসিক সত্য যে আমেরিকা যতদিন যুদ্ধেতে

সামিল না হইয়াছিল ততদিন আইরিস, জার্ম্মাণ, অস্ট্রিয়ান, হাঙ্গেরীয়ান সংযুক্ত-আমেরিকানের দল একত্রে মিত্রশক্তির প্রভাবের বিপক্ষতাচরণ করিতেছিল। এই সময় হইতে "সংযুক্ত" ও "খাঁটি" উভয় দলের বিরোধ প্রবলভাবে বাধিয়া উঠে ও শেষে খাঁটিদেরই জয় হয়।

খাঁটিত্বের পশ্চাতে ইংরেজীয়ানা যে লুকাইত আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। আইরিস সংবাদপত্রে পুনঃ পুনঃ এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে,আন্‌ড্রু কারনেগী কোন সময়ে নাকি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য হইতেছে আমেরিকাকে আবার গ্রেট ব্রিটেনের পদতলে লইয়া আসা— এই জন্যই তিনি ইংলণ্ড-প্রীতির প্রচার করিতেছিলেন। তৎপর বিগত ত্রিশবৎসর ইংরেজীয়ানার প্রচার বিশেষভাবে আমেরিকায় চলিতেছে! নিম্নশ্রেণীর স্কুল হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত এইভাবে অনুপ্রাণিত হইতেছে; সংবাদপত্রে, সমাজে, ব্যবসায়ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র ইংরেজী বনিয়াদী স্বার্থের (vested interest) প্রভাব লক্ষিত হয়। আমেরিকার বিপ্লবের সময় ইংলণ্ডের প্রতি যে মনোভাব ছিল তাহা বহুদিন অন্তর্হিত হইয়াছে। তৎকালে ইংরেজী ভাষা বর্জ্জিত করিয়া অন্য কোন ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল! এক্ষণে আমেরিকান ছাত্রদের নব ইংরেজী মতটি শিক্ষা দেওয়া হয় যে, জর্জ্জ ওয়াশিংটন একজন ইংরেজ

ছিলেন, যিনি ৩য় জর্জ্জের যথেচ্ছাচারিতার বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া ইংলণ্ডের constitutionকেই রক্ষা করিয়াছেন (আমেরিকান অধ্যাপক Hartএর রচিত ইতিহাস দ্রষ্টব্য)। বহুদিন অগ্রে কোন এক আমেরিকান কবি নিম্নলিখিত প্রকারে গাহিয়াছেন, একজন ইংরেজ ও একজন আমেরিকান এক সঙ্গে বসিয়া আলাপ করিতেছেন "চশার, সেক্সপিয়ার, মিল্‌টন আমরা এক সঙ্গে লিখিয়াছি ও একসঙ্গে পাঠ করিয়াছি। ম্যাগনাকার্টার ও বিভিন্ন আভ্যন্তরীন যুদ্ধ, ফ্রান্সের সহিত শত বর্ষের যুদ্ধ আমরা একসঙ্গে করিয়াছি, পরে বিভক্ত হইয়াছি।" আমার Alma Mater এ undergraduate studies পাঠকালে ক্লাসে "ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের" কোর্সে অধ্যাপক ইংরেজী ইতিহাসের বিষয় উল্লেখ কালে ক্রমাগত "Our race" বলিয়া উল্লেখ করিতেন ও ইংলণ্ডের কৃতিত্বে গৌরবান্বিত হইতেন; অথচ উক্ত অধ্যাপক আমায় স্বয়ং বলিয়াছিলেন, তিনি প্রটেষ্টাণ্ট-ফরাশী বংশোদ্ভব, আর ক্লাসের অনেকেই আইরিস, জার্ম্মাণ, স্কান্দানাভিয়ান্ প্রভৃতি বংশোদ্ভব ছাত্র ছিল। ইহার কারণ সকলেই ইংরেজী ভাষী হইয়া আঙ্গলো সাক্সনত্বে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের ইংরেজীওয়ালা কর্ত্তৃক cultural conquest (চর্চ্চার বিজয়) হইয়াছে, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের ইতিহাস ও ভাষা পড়িবার ব্যবস্থা আমেরিকায় নাই। জার্ম্মাণ বংশীয় ছাত্রেরা Niebulingen-

liedএর গল্প পড়িতে পায় না, সুইডরা তাহাদের Sagas বিস্মরণ করে, ফিনেরাও তাহাদের epic poem Kalavelaর সংবাদ রাখে না, সকলেই তাহার বদলে আঙ্গলো-সাক্সন Beowulf পড়ে, আর ইংরেজী সাহিত্যকে নিজের সাহিত্য বলিয়া পড়িতে হয়। কাজেই কয় পুরুষ পরে ইহাদের আঙ্গলো-সাক্সনে পরিণত হইতে হয় এবং তখন আঙ্গলো-আমেরিকান বা খাঁটি-আমেরিকান হইয়া গৌরবান্বিত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আঙ্গলো-আমেরিকান "মূলজাতি" (race) হিসাবে নিজেকে আঙ্গলো-সাক্সন বলিয়া পরিচয় দেয়, কারণ রাজনীতিক হিসাবে নিজেকে ইংরেজ বলিতে পারে না। রাজা ৫ম জর্জ্জের অভিষেকের সময় তৎকালীন আমেরিকান সফির (ambassador) ও আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট টাফটের ভ্রাতা উভয়ে নাকি ইংলণ্ডের রাজার নিকট তিনি "ইংরেজ জাতির নেতা (chief)" বলিয়া নতজানু হইয়া homage করিয়াছিলেন। ইহাতে আমেরিকান পক্ষ হইতে কোন প্রতিবাদ হয় নাই। Collier তাঁহার 'ইংলণ্ডে ভ্রমণ' নামক পুস্তকে এবম্প্রকারে নিজের কার্য্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, লণ্ডনে কোন এক স্থানে ৺রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডের সহিত সাক্ষাৎ হইলে উক্ত লেখক সম্মান দেখাইবার জন্য মাথার টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমি আমেরিকান হইয়া টুপি তুলিলাম, কারণ তিনি

ইংরেজ জাতির (race) শীর্ষস্থানীয়।” পঞ্চাশ ষাট বর্ষ পূর্ব্বে কিন্তু এ ভাব ছিল না, তৎকালে আমেরিকানেরা ফরাশী ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল; তৎসময়ে শিক্ষিত ও সামাজিক লোকেরা ফরাশী ভাষায় কথা এবং ফরাশী চালের নকল করা বড় বাহাদুরি মনে করিত। তৎকালীন পুস্তকে ও আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ Humorist Mark Twainএর পুস্তকেও ইহার আভাষ পাওয়া যায়। এই জন্যই পূর্ব্বে একটা ঠাট্টার কথা সৃষ্টি হইয়াছিল, “When an American dies he goes to Paris” অর্থাৎ একজন আমেরিকান মৃত হইলে তাহার আত্মা স্বর্গের পরিবর্ত্তে পারিশে যায়, কারণ উক্ত সহরই তাহার নিকট স্বর্গ! কিন্তু আজকাল কথা উঠিতেছে যে তাহার আত্মা লণ্ডনে যায়। ইহার কারণ, বিগত বিশ ত্রিশ বৎসর আমেরিকার ধনকুবেরের সন্ততিগণ লণ্ডনে আসিয়াই তথাকার রাজদরবারে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে, তথাকার সমাজে দহরম মহরম্ করিতেছে, ইংরেজী আভিজাত্য বংশে বিবাহ করিতেছে, কাজেই ইংরেজী প্রভাবের স্রোত আমেরিকান সমাজে বিশেষভাবে প্রবহমান হইতেছে। এই সব আমেরিকান হঠাৎ বাবুর দলের একঘেয়ে (nouveau riche) নিরস সাম্যতা আর ভাল লাগে না, তাহারা এখন খেতাব চায়, দরবারের জাঁকজমক চায়, টাকার জন্য সাধারণ জনসংঘ হইতে পৃথক থাকিয়া খাতির পাইতে চায়, কাযেই তাহারা

লণ্ডনের সমাজে মিশে। আর আমেরিকার সাধারণ চীৎকার করে, আমাদের দেশের মেয়েরা এবম্প্রকারে বিদেশী বিবাহ করার ফলে বহু টাকা দেশের বাহিরে যাইতেছে!

এই সব কারণে, আজকাল আমেরিকায় আঙ্গলো-সাক্সনত্বের ভাব প্রবল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তৎদেশে আঙ্গলো-আমেরিকানেরা সমাজে ও রাজনীতিতে প্রবল, সমস্ত দেশ তাহাদের শক্তির নিকট পরাজিত। ইহারা "সংযুক্ত" দলের বিপক্ষে এবং সম্পূর্ণ ইংলণ্ডের দিকে সহানুভূতি দেখায়। এই আঙ্গলো-সাক্সনত্ব প্রচারের ফলেই বিগত যুদ্ধে আমেরিকা ইংলণ্ডের দিকে গিয়াছিল, ও জার্ম্মাণ-সংযুক্ত দল তাহা নিবারণে সমর্থ হয় নাই।

অগ্রে বলিয়াছি, বিগত যুদ্ধের প্রাক্কালে উভয় দলের ভাবের পরীক্ষা হইয়াছিল। প্রথমেই এই প্রকার অবস্থা হইয়াছিল যে যুক্ত আমেরিকা আর নাই, দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে; আঙ্গলো ও জার্ম্মাণ! কিন্তু শেষে capitalist দলের চাপে আমেরিকা যখন জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল, তখন উক্ত আঙ্গলো দলের জয় হইল, আর ভয় পাইয়া সংযুক্ত-জার্ম্মাণের দল স্বীয় স্বার্থরক্ষার জন্য খাঁটি আমেরিকানে পরিণত হইলেন এবং My country, right or wrong নীতি অনুসারে জার্ম্মাণির বিপক্ষে যুদ্ধ সমর্থন করেন! এই সময়ে, জার্ম্মাণেরা যখন জলভ্যন্তরীণ রণতরীর (sub-marine Boat) দ্বারা

শত্রুর জাহাজ ডুবাইতে লাগে, তখন সতেরজন আমেরিকাস্থিত জার্ম্মাণ অধ্যাপক মাতৃভূমির কার্য্যের বিপক্ষে ঘৃণা ও রোষ প্রকাশ করিয়া এক ম্যাণিফেষ্টো বাহির করেন। কারণ বড়ই সুস্পষ্ট। ইহাকে বলে ইতিহাসের আর্থনীতিক ব্যাখ্যা! আর এই অধ্যাপকদের কার্য্যকে বিদ্রূপ করিয়া জার্ম্মাণিতে Caricature ছবি বাহির হইয়াছিল। জার্ম্মাণ-আমেরিকানদের এই বিসদৃশ্য কার্য্য জার্ম্মাণিতে বিস্ময় ও ক্ষোভ উৎপাদন করিয়াছিল। কিন্তু আমেরিকান রাজনীতিক ও সমাজনীতির হিসাবে উহা ঠিক কর্ম্মই হইয়াছিল। ওই সংযুক্ত-আমেরিকানের দল আগে আমেরিকান, পরে অন্য কিছু। আমেরিকান-রাজনীতি আমেরিকান নাগরিককে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশেষে আমেরিকাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রদর্শন ও বশ্যতা স্বীকার করিতে বলে, তাহা না হইলে জমাট একজাতীয়ত্ব (homogeneous nationality) গঠিয়া উঠিতে পারে না। দুই নৌকায় পা দিলে একটা জাতির একজাতীয়ত্ব থাকে না। এই জন্যই আমেরিকান ন্যাশ-ন্যালিষ্টেরা irredentism (স্বদেশের বহির্ভাগের প্রতি ঐকত্ব-ভাব) বা স্বদেশপ্রেমে একনিষ্ঠতার অভাব বা বিভাগ সহ্য করিতে পারে না। এই জন্যই প্রতাপশালী আঙ্গলো-আমেরিকানদের হুমকির ভয়ে সব সংযুক্তের দল পূর্ণভাবে আমেরিকান স্বদেশ প্রেমিক সাজিলেন। আর সেই সময় হইতেই 100 P. C. Americanism-এর রব বিশেষভাবে

শ্রুত হওয়া যায়। এই দলের লোক সেই সময় হইতে বলিতেছেন, যাঁহারা খাঁটি-আমেরিকান হইতে পারিবেন না তাঁহারা দেশ হইতে বাহির হউন।

রাজনীতিক্ষেত্রে একশত ভাগ আমেরিকানত্ব অর্থে আমেরিকার স্বার্থের সহিত নিজের স্বার্থ মিশাইয়া দেওয়া এবং পিতৃপুরুষের মাতৃভূমীর সমস্ত সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া নিজের নূতন মাতৃভূমীকে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ করিয়া দেখা। অবশ্য যে কোন স্বাধীন দেশ তাহার নাগরিকদের কাছ হইবে ইহা দাবী করিবে। তবে সংযুক্তদের দুঃখ এই যে নূতন দেশে আসিয়া তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে হয় ও নিজেদের অস্তিত্ব বিসর্জ্জন করিতে হয়। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যুক্ত-সাম্রাজের পত্তন ও শ্রীবৃদ্ধি প্রথমে ইংরেজ ওপনিবেশিকদের বংশধরদের দ্বারাই হইয়াছিল। তাহারা কাঠ মাটি প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছে—শেষে সকলকেই তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া নিজেকে মানাইয়া লইতে হয়।

আমেরিকান রাজনীতি

আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্য তাহার কন্সটিটুশনানুসারে Federal Government লক্ষণযুক্ত। এই গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক ষ্টেটই স্বাধীন, নিজের গভর্ণমেণ্ট, আইনাদি স্বতন্ত্র এবং অন্য ষ্টেটের সহিত offensive and defensive alliance দ্বারা সংযুক্ত। বহির্দেশীয় ব্যাপার সংক্রান্ত কার্য্যগুলিকে নির্ব্বাহ করিবার জন্য একটি Federal Government আছে যাহার অধিষ্ঠান স্থল হইতেছে Washington D. C. এই হিসাবে এই নগরটি যুক্ত-সাম্রাজ্যের রাজনীতিক রাজধানী যদিচ ব্যবসায় ও বাণিজ্যাদি বিষয়ে নিউইয়র্ক সর্ব্বপ্রধানা নগরী।

এই বৃহৎ সাম্রাজ্য তিনভাগে বিভক্ত—state, territory, colony. দেশের মধ্যে যে স্থলের অধিবাসীরা বিদ্যা, বুদ্ধি ও সম্পদের অধিকারী হইয়া জনতন্ত্রানুমোদিত শাসন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয়, সেই জনপদটি state-রূপে গঠিত হয়; আর যে স্থান আদিম অধিবাসীদের দ্বারা অধিকৃত ও অর্থান্বেষণে ব্যাপৃত নানাপ্রকারের শ্বেতাঙ্গ adventurer দ্বারা পরিপূরিত এবং আধুনিক সভ্যতাপন্ন জনপদ বলিয়া

কথিত হয় না, সেই স্থানটি Territory বলিয়া গণ্য হয়। তথায় জনতন্ত্র স্থাপিত হয় না অর্থাৎ elected representative Legislature নাই, আছে একজন গভর্ণর ও তাহার executive body। ইহার অর্থ, যে জনপদে শ্বেতাঙ্গদের আধিক্য নাই তাহা একটি state-রূপে গঠিত হয় না। এবম্প্রকারের জনপদ সংখ্যায় মাত্র গুটিকতক। এতদ্ব্যতীত, দেশের বাহিরে, ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ, পানামা প্রভৃতি colonies আছে তথায় দেশ হইতে প্রেরিত গভর্ণরেরা ও শ্বেতাঙ্গ executive সেই সব দেশ শাসন করে। ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে ইহা ব্যতীত একটি Houseএ ১৪জন Representatives আছে যাহা নির্ব্বাচিত সভ্যদের দ্বারা পরিপূরিত হয়। বর্ত্তমানে এই সভায় দেশীয় লোকদের সংখ্যা বেশী কিন্তু শাসনযন্ত্রের উপর তাহাদের কোন ক্ষমতা নাই। তদ্ভিন্ন কলোনিসমূহে শ্বেতাঙ্গ শাসকবর্গ বর্ণের গণ্ডী শক্ত করিয়া টানিয়াছে!

ইহাই হইল মোটামুটি যুক্ত-সাম্রাজ্যের শাসন-পদ্ধতির বিশ্লেষণ। কিন্তু এই সাম্রাজ্যবাদে উপস্থিত হইবার জন্য আমেরিকাকে অনেক প্রকারের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া আসিতে হইয়াছে। প্রায় দেড়শত বৎসর অগ্রে ইংলণ্ড তাহার উত্তর-আমেরিকার কলোনিসমূহকে নিজের স্বার্থের নিমিত্ত শোষন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহাতে উপনিবেশিকেরা বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। একজন

স্কচ-আইরিশ বংশোদ্ভব যুবক—Patrick Henry জলদ গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠেন "Give me liberty or give me death" ইহাই উপনিবেশিক স্বাধীনতা কর্ম্মীদের মনের ভাব। উভয় দেশের কলহের ফলে Thomas Jeffersonএর উত্তেজনাপূর্ণ লেখনী Rights of Man উদ্বোধিত করিয়া Declaration of Independence লিখিত ও প্রচারিত করে। এই সময়ে ইংরাজী উপনিবেশসমূহে চল্লিশ লক্ষ অধিবাসী ছিল, ইহার মধ্যে কেবল দশ লক্ষ অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ স্বাধীনতাকামী হইয়া বিপ্লবের উদ্বোধন করে, আর দশ লক্ষ এই স্বাধীনতা সমরে নিরপেক্ষ ভাব অবলম্বন করিয়াছিল, বাকি বিশ লক্ষ স্বাধীনতাকামীদের বিপক্ষতা করে। পরে দেশ স্বাধীন হইলে এই রাজভক্ত দলের অনেকেরা জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া কানাডাতে বসবাস করে! এই সময়ে সেই উপনিবেশসমূহে আর একটি জাতি বাস করিত তাহা কৃষ্ণকায় নিগ্রোর দল। কিন্তু ইহারা গোলাম বলিয়া তৈজসপত্র ও জন্তুর ন্যায় ব্যবহৃত হইত, কাযেই তাহারা কোন ধর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল না ও স্বাধীনতা-সমরের কোন কার্য্যেই লীলা করিতে পারে নাই।

নিম্নলিখিত ঘটনাতেই তাহাদের স্থান বোধগম্য হইবে। জেফারসনের যে অঙ্গুলি সঞ্চালিত লেখনী হইতে "Rights of Man" প্রসূত হইয়াছিল, সেই অঙ্গুলি লেখনী তাঁহার

নিগ্রোগোলামকে কতিপয় মুদ্রার জন্য বিক্রয় করিয়া রসিদ প্রদান করিয়াছিল! ওয়াশিংটন নগরীর এক মিউসিয়মে সাধারণকে দেখাইবার জন্য এই পরস্পর বিরোধী উভয় লিপিই পাশাপাশি রাখা হইয়াছে। ইহার দ্বারা ইহাই বোধগম্য হয় যে, বহুদিন হইতেই আমেরিকায় 'মানব' অর্থে 'শ্বেতাঙ্গ পুরুষ' বুঝাইতেছে!

আমেরিকার তেরটি ইংরেজী উপনিবেশ স্বাধীন হইয়া পরস্পরের সহিত পৃথক সন্ধিতে আবদ্ধ হয়। তৎসময়ে ইহারা একটা Staatenbund গঠিত করে অর্থাৎ বিভিন্ন ষ্টেটসমূহ পরস্পরের সাহত একটা আলাদা alliance সম্বন্ধে সম্বন্ধিত ছিল, নিজের Sovereignty শাসন ও সর্ব্ব বিষয়েই নিজের স্বাধীনতা ও বিশেষত্ব রাখিয়াছিল। কিন্তু পরে নিজেদের মধ্যে গোলযোগ বাধে, Rhode Island এই alliance হইতে বাহির হইয়া নিজেকে একটা স্বতন্ত্র দেশ রূপে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা করে। শেষে গোলমালের পর এই Staatenbund (ষ্টেট সমূহের মিত্রতা) একটি Bundestaat (সংযুক্ত ষ্টেট) রূপে অভিব্যক্ত হয়। ইহার ফলে প্রত্যেক ষ্টেটের বিভিন্ন শাসন বিভাগ আইনাদির স্বাতন্ত্র্যের উপর একটা Federal Government ও তাহার শাসন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়! এক্ষণে সমগ্র দেশের Sovereignty এই Federal Governmentএ ন্যস্ত হইয়াছে।

আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের পর Federal Government-এর অনুজ্ঞা যে ষ্টেটের উপর শিরোধার্য্য, তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে; কারণ দক্ষিণের সেনাপতি (Southern side) General Lee যদিচ Civil war-এর বিরুদ্ধে ছিলেন তত্রাচ তাঁহার ষ্টেট তাঁহাকে Federal union-এর বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে অনুজ্ঞা করায়, তাঁহাকে ষ্টেটের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বিবেককে মারিয়া যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তখন "Loyalty to the state first" অর্থাৎ যে ষ্টেট নিজের মাতৃভূমি, তাহার প্রতি বশ্যতা স্বীকার নাগরিকের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ছিল।

এক্ষণে ব্যষ্টির উপর সমষ্টির ক্ষমতা বেশী বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। এই Federal Government বিদেশের সহিত যুদ্ধ, সন্ধি, রাজনীতিক দূত ও কন্সাল প্রভৃতি প্রেরণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং ইহার বিচারালয় (Federal court) আইনের চরম বিচারও সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম।

আমেরিকার রাজনীতি-তত্ত্ববিৎদের মধ্যে এখনও তর্ক চলিতেছে, আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্যের বা Federal union-এর Sovereignty কোথায় ন্যস্ত রহিয়াছে! এবিষয়ে বিভিন্ন মত আছে। কেহ বলেন, Federal Executive-এ, কেহ বলেন Federal Legislature-এ, কেহ বলেন Peaple-এ ন্যস্ত রহিয়াছে; আবার কেহ বলেন এই তিনটির মধ্যেই বিভক্ত ভাবে ইহা বিরাজ করিতেছে।

যাহাই হউক, এই Federal union-এর সর্ব্বোপরি একজন President বিরাজ করেন, এই পদ তিন বৎসর অন্তর সর্ব্ব-সাধারণ দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়। একই ব্যক্তি এই পদে দুইবার নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, কিন্তু তৃতীয় বারের বেলায় আজ কাল গোল উঠে। একই ব্যক্তি তৃতীয়বার এই পদে নির্ব্বাচিত হইবার বিরুদ্ধে কোন আইন নাই; কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে জর্জ্জ ওয়াশিংটন তৃতীয়বার এই পদে নির্ব্বাচিত হইবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালে আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের (Civil war) বীর General Ulysses Grantও তৃতীয়বার এই পদে নির্ব্বাচিত হইতে অস্বীকার করেন। এইজন্য লোক মধ্যে উক্ত নজীরদ্বয় Unwritten law বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু ১৯১১খৃঃ থিয়োডোর রুসভেল্ট তৃতীয়বার ওই পদে নির্ব্বাচিত হইবার চেষ্টা করিলে সাধারণ মধ্যে হুলস্থুল বিবাদের উদয় হয়। তাঁহার স্বপক্ষীয়-দল বলেন, তাঁহার প্রথম শাসনকালে তিনি নির্ব্বাচিত হন নাই, সভাপতি Mackinley-র হত্যার পর তিনি Vice President ছিলেন বলিয়া কন্সটিটুশানানুসারে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে উক্ত পদে উন্নীত হন। সেইজন্য তৃতীয়বারের নির্ব্বাচন-চেষ্টা যথার্থ ভাবে "তৃতীয় বারের" নির্ব্বাচন নহে—আর ইহার বিরুদ্ধে কোন আইন নাই। কিন্তু তাঁহার প্রতিপক্ষীয়েরা উপরোক্ত নজীরদ্বয়ের উল্লেখ করিয়া ইহাদের অলিখিত

আইনরূপে গণ্য করেন, এবং বলেন, সাধারণ জনমত এই তৃতীয়বারের নির্ব্বাচনের বিপক্ষে, জনমত ওই নজীরকে ভঙ্গ করিতে প্রস্তুত নহে। এই বাদানুবাদের ফলে রুসভেল্ট তাঁহার তৃতীয়বারের নির্ব্বাচন চেষ্টায় পরাজিত হন।

আমেরিকান রাজনীতিতে Party system প্রচলিত আছে। তিন বৎসরান্তে সর্ব্বসাধারণ দ্বারা প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন। এই সময়ে যে পার্টির মনোনীত ব্যক্তি সর্ব্বোচ্চ ভোট পাইয়া নির্ব্বাচিত হয়, সেই পার্টিই গভর্ণমেণ্ট হস্তে গ্রহণ করেন। এই নির্ব্বাচিত ব্যক্তি প্রেসিডেণ্ট হন, আর অন্য দলের যে মনোনীত ব্যক্তি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হয়েন তিনিই ভাইস-প্রেসিডেণ্ট বা সহকারী সভাপতিরূপে গৃহীত হন। অর্থাৎ যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভোট পান তিনি স্বভাবতই সভাপতি হন, আর তাঁহার যে প্রতিদ্বন্দ্বী তাহার নীচেই ভোট সংখ্যা প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে সভাপতি সহকারীরূপে বরণ করেন। ইহাতে প্রতিপক্ষ দলের আক্রোশ কমে যদিচ নূতন শাসনে তাঁহাদের কোনও ক্ষমতা থাকে না। জেতৃদল গভর্ণমেণ্ট স্বীয় হস্তে লইয়া বিজিত দলকে শাসন বিভাগ হইতে বাহির করিয়া দেয়, এবং সভাপতি হইতে সামান্য গ্রাম্য পোষ্টমাষ্টারের পদ পর্য্যন্ত নিজের দলের লোক দ্বারা পরিপূরিত করে। ইহাকে বলে "spoliation system"; এই পদ্ধতি আন্‌দ্রু জ্যাক্‌সনের

সভাপতিত্ব কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার ফলে যে-দল election-এ জয়লাভ করে সেই দল শাসনযন্ত্র হস্তে লইয়া দেশ শোষণ করে। একা সভাপতির হস্তেই দুই মিলিয়ন চাকরির পদে লোক নিয়োজিত করিবার ক্ষমতা আছে! উক্ত পদ্ধতির ফলে আজ যে মক্কেলবিহীন ব্যবহারাজীব আছে, সে নির্ব্বাচন যুদ্ধে স্বীয় দলের জয় লাভ হেতু একটা বড় জজীয়তী পদে অভিযুক্ত হইতে পারে! এই spoliation পদ্ধতিকে কেহ ভাল বলেন এবং কেহ বা দূষ্য বলেন। প্রথমোক্তেরা বলেন, ইহা দ্বারা সর্ব্বদলই দেশের সম্পদ ভোগে সমর্থ হয়, এবং তদ্দ্বারা শোষণ কর্ম্মে সামঞ্জস্য ও সাম্যতা বজায় থাকে। ইহার বিরুদ্ধবাদীরা বলেন এই রীতি দ্বারা একটি পাকা Civil Service গঠিত হইতে পারে না এবং administrative efficiency-র (শাসন কর্ম্মে দক্ষতা) বিশেষ ক্ষতি হয়।

নির্ব্বাচিত ব্যক্তি সভাপতিরূপে প্রথম দিন White Houseএ (সভাপতির প্রাসাদ) প্রবেশ কালে তাঁহার উক্ত পদে অভিষেকের জন্য এক উৎসব হয়। উক্ত দিবস প্রাতঃকালে military parade-এর সহিত congress ভবনে গমন করেন এবং তথায় কন্সটিটুশান মানিয়া কার্য্য করিবেন বলিয়া দিব্য গ্রহণ করার পর তিনি তাহার inaugural speech পাঠ করেন। এই দিন প্রাতে পুরাতন সভাপতি নূতনকে লইয়া কংগ্রেশ ভবনে গমন করেন এবং একসঙ্গেই প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পরে বারটার সময় পুরাতন কর্ত্তা "শ্বেত ভবন" পরিত্যাগ করেন এবং ইহার অব্যবহিত পরেই নূতন সভাপতি সেই প্রাসাদ দখল করেন ও তথায় মাধ্যাহ্নিক ভোজন করেন। নূতন সভাপতি স্বীয় পদে নির্ব্বাচিত হইলে সহকারীর পদ ব্যতীত Executive body-র আর সব পদগুলি স্বীয় party হইতে গঠিত করিয়া লন। আইনানুসারে সভাপতি যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি স্বীয় হুকুমানুসারে করিতে পারেন, কিন্তু তিনি পরে Congressএর নিকট কর্ম্মের জবাব দিতে বাধ্য। এই প্রতিষ্ঠানটি সভাপতিকে কোন কর্ম্মের দোষের জন্য impeach (অপরাধ দেওয়া) করিতে পারে এবং আমেরিকান ইতিহাসে ইহাও একবার ঘটিয়াছিল। কন্সটিটুশানানুসারে সভাপতির ক্ষমতা অসীম; theoretically নাকি কোনও লোকের হাতে এত despotic power (যথেচ্ছাচারের ক্ষমতা) ন্যস্ত হয় নাই যতটা আমেরিকার সভাপতিকে ন্যস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি তাহা কখনও ব্যবহার করেন না। কংগ্রেশ দ্বারা গৃহীত কোনও বিলকে তিনি veto করিতে পারেন।

সভাপতির Executive body ব্যতীত একটি নির্ব্বাচিত Legislature আছে যাহাকে Congress বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি দুই ভাগে বিভক্ত (১) Senate (২) House of Representatives; শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানে

সমগ্র দেশ হইতে লোক সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হয়। ইহা দ্বারা হয়ত কোন ষ্টেট এই House-এ প্রতিনিধির আধিক্য প্রাপ্ত হয়, আবার অন্যপক্ষে কোন ষ্টেটের জনসংখ্যার লঘুত্ব অনুসারে প্রতিনিধির সংখ্যার কম হয়। এই অসামঞ্জস্য দূরীভূত করিবার জন্য Senate নামক উচ্চতন প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক ষ্টেটের দুইজন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকার আছে। কোনও বিল নিম্ন হাউসে পাশ হইলে তাহা উপরের সিনেটে পাশ হইবার জন্য প্রেরিত হয় এবং তথায় তাহা গৃহীত হইলে সভাপতি দ্বারা তাহা পাশ হইবার জন্য প্রেরিত হয়। তিনি তাহা পাশ করিলে Federal government-এর আইনরূপে গৃহীত হয়।

ইহা হইল সংযুক্ত-শাসন-বিভাগের ব্যবস্থা—আর ষ্টেটে অন্য ব্যবস্থা আছে। তথায় সাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত একজন গভর্ণর শাসন বিভাগের সর্ব্বোচ্চে আসীন আছেন। তিনিও তাঁহার executive body ব্যতীত, জনসাধারণ দ্বারা নির্ব্বাচিত একটা প্রতিনিধি সভা (House of Representatives) আছে। ষ্টেটের এই গভর্ণরের পদে এক ব্যক্তি অনেকবার নির্ব্বাচিত হইতে পারে। আবার এই পদে আমেরিকান নাগরিক অধিকার প্রাপ্ত বিদেশজাত পুরুষও নির্ব্বাচিত হইতে পারে; কিন্তু সংযুক্ত-গভর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্টের আমেরিকায় জন্ম হওয়া দরকার।

প্রত্যেক ষ্টেট Sovereign state বলিয়া তাহার নিজের জাতীয়-পতাকা ও সঙ্গীত (National anthem) আছে এবং এক ষ্টেটের আইন পার্শ্ববর্ত্তী ষ্টেটে প্রযোজ্য হয় না। কোন এক অপরাধী এক ষ্টেট হইতে পলাইয়া অন্য ষ্টেটে আশ্রয় লইলে তাহাকে তৎস্থান হইতে আইন দ্বারা বহিষ্কার extradite করিতে হয়।

যুক্ত-সাম্রাজ্যে প্রধানতঃ দুইটী বড় রাজনীতিক দল আছে। একটি Democratic party আর একটি Republican party. এই দুই দল পুরাতন দুই দলের সন্ততি। তবে ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত দলটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের সময় নিগ্রো-গোলামীর বিপক্ষে কর্ম্ম করিবার জন্য এই দলের অভ্যুত্থান হয়। রিপাব্লিকান দলে অনেক capitalist ও industrialist আছেন; আর অন্য দলটির আবাসভূমি হইতেছে দক্ষিণে; এই দল পূর্ব্বে নিগ্রো-গোলামীর পক্ষপাতী ছিল। ইহা ব্যতীত সোসালিষ্টদের একটি দল আছে। তাঁহারাও প্রত্যেক নির্ব্বাচন সময়ে একজনকে তাঁহাদের তরফ হইতে সভাপতির পদপার্থী বলিয়া মনোনীত করেন। এই সব হইতেছে স্থায়ী দল; তৎপর কত অস্থায়ী দলের উদয় ও অস্ত হয়। রুসভেল্ট তাঁহার তৃতীয় বার নির্ব্বাচন সংগ্রাম সময়ে রিপাবলিকান দল হইতে লোক ভাঙ্গিয়া Progressive Party বলিয়া একটি দল গঠন

করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা কতিপয় বৎসর পরে কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। রুসভেল্টের এই দলের program-এর একটি অঙ্গ ছিল যে, নিগ্রো ও ইহুদিকে সমান ভাবে রাজনীতিক সুযোগ দিতে হইবে। রুসভেল্ট একজন ইহুদিকে নিউইয়র্কের গভর্ণর করিয়াছিলেন।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশ Civil Service বলিয়া যে প্রকারের একটি স্থায়ী রাজকর্ম্মচারীসঙ্ঘ আছে আমেরিকায় তাহা নাই, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তবে Colony সমূহে কর্ম্ম করিবার জন্য একটা Civil Service গঠিত হইয়াছে, তাহাতে কড়া পরীক্ষা করিয়া লোক নির্ব্বাচিত করা হয়। এই Service বোধ হয় বেশীর ভাগ শিক্ষক শ্রেণীতেই পর্য্যবসিত হয়। তৎপরে কথা হইতেছে, এই দেশে একটা Bureaucracy আছে কি না ? যে দেশে তিন বৎসর অন্তর spoliation পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়, সে স্থানে Bureaucracy জন্মিতে পারে না, তবে শুনিয়াছি, রাজধানীতে Bureaucracy আছে।

আমেরিকান রাজনীতিতে মূলজাতিগত চরিত্র (race characteristics) কতটা প্রতিফলিত হয় তাহা Social Psychology-র অনুসন্ধানের বস্তু। নিগ্রোরা অধঃপতিত ও নিপীড়িত বলিয়া শ্রমজীবিসংঘ ও সোসালিষ্ট-আন্দোলনে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়।

কিন্তু তথায়ও একটা রঙ্গের গণ্ডী আছে বলিয়া বা অন্য কারণে শ্রমজীবি-আন্দোলনে তাহাদের বিশেষভাবে জড়িত হইতে দেখা যায় না; বরং তাহারা রিপাবলিকান পার্টিতে যোগদান করে, কারণ এই দল এককালে তাহাদের গোলামী হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। নিগ্রোদের আজ পর্য্যন্ত একটা নিজস্ব দল গঠিত হয় নাই। বোধ হয়, নিগ্রো-ভোটের ও মতের কোন মূল্য নাই বলিয়া অথবা তাহারা আজ পর্য্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত বলিয়া তাহা সংঘটিত হয় নাই।

আইরিশরা অন্যান্য কেলটিক জাতির ন্যায় clan-এ বিভক্ত। পুরুষানুক্রমে clannishness তাহাদের অস্থি মজ্জাগত হইয়াছে। আমেরিকায়ও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। তথায়ও তাহারা একত্রিত হইয়া চলে। এই জন্যই নিউইয়র্কে তাহারা একত্রিত হইয়া Tammany Hallএর সৃষ্টি করিয়াছে; তাহাদের এই clannishness বা সংহতি শক্তির ফলে নিউ-ইয়র্কে অন্য কোন জাতির প্রাধান্য করিবার শক্তি নাই! তথায় লোক বলে, নিউইয়র্ক ইহুদি-প্রধান নগরী কিন্তু আইরিশদের দ্বারা শাসিত! আইরিশরা রোমান ক্যাথলিক বলিয়া স্বভাবতই রক্ষণশীল। সেইজন্য তাহারা Democratic Party ভুক্ত এবং গোলামের জাতি বলিয়া নিগ্রো ও ইহুদি বিদ্বেষী (গোলামই গোলামকে ঘৃণা ও তাড়না করে)!

নিউইয়র্কে আইরিশদের রাজনীতির কেন্দ্রস্থল হইতেছে Tammany Hall. উক্ত সহরের মিউনিসিপালিটিও ওই ভবনে অবস্থিত এবং তাহাও আইরিশদের দ্বারা পরিচালিত। টামানি হলের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। এই স্থলের লোকেরা ডেমোক্রাটিক পার্টি ভুক্ত এবং নিজেদের মধ্যে এমন একটা দল পাকাইয়াছে যে তাহা কেহ ভগ্ন করিতে সমর্থ হয় না। এই প্রতিষ্ঠানটি আইরিশদের কেলটিক জাতি সুলভ Clannishness লক্ষণ প্রসূত বলিয়াই অনেকে অনুমান করেন। এবম্প্রকার চরিত্রের লক্ষণ হইতেছে, একজন স্বজাতীয় নেতৃপদবাচ্য ব্যক্তির চারিধারে সেই জাতির লোক দলবদ্ধ হয় এবং তথায় ব্যক্তিগত মতামতের কোন মূল্য নাই, একজাতীয় লোক বলিয়া সকলেই একসঙ্গে জোট বাঁধে এবং একজন দলের সর্দ্দারের কথায় উঠে ও বসে! Tammany Hallও তাহাই। ইহার দলপতি হইতেছেন Mr. Murphy (আজকালকার কথা বলিতে পারি না)। তিনি কখনও প্রকাশ্য সভাসমিতিতে আসেন না, জনসাধারণ তাঁহাকে জানে না। লোকে বলে, এই নেতাগিরি করিয়া তিনি অতি ধনকুবের হইয়াছেন। তিনি নাকি পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলারের অধিপতি! ইনিই হইতেছেন টামানি হল—তথা-নিউইয়র্কের ডেমোক্রাটিক পার্টির boss (কর্ত্তা)। ইহার কথায় সমস্ত দলের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় ও ইনি সর্ব্বশক্তিমান। এই স্থলে আমেরিকান

রাজনীতিক্ষেত্রে leader ও bossএর প্রভেদ আছে। সাধারণতঃ boss অর্থে কর্ম্মকর্ত্তা বা চালক বুঝায়। যথা, কোন ব্যবসায়ের বা কারখানার মালিক বা পরিচালক। কিন্তু কোন রাজনীতিক দলে একজন নির্ব্বাচিত সভাপতি থাকিতে পারেন; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি দলের leader (নেতা) নহেন। নেতা হইতেছেন একজন ব্যক্তি যাঁহাকে boss বলে। ইনি প্রকাশ্যে না আসিতেও পারেন, জনসাধারণের নিকট অজ্ঞাতও থাকিতে পারেন কিন্তু তাঁহার অর্থপ্রাধান্যে বা অন্য প্রকারের ক্ষমতা থাকার জন্য ইনিই পশ্চাৎদিক হইতে দলকে পরিচালনা করেন। ইঁহার বিপক্ষে যিনি যান তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। এইস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, ভারতবর্ষে "leader" বলিলে যাহা বুঝায় পাশ্চাত্য দেশের রাজনীতিক-তত্ত্বে (Political Science) তাহার কোন ব্যাখ্যা নাই! আবার আমেরিকায় কোন এক কেন্দ্রের bossই হইতেছেন তথাকার "leader", যদিচ কাগজে ও বক্তৃতা স্থলে তিনি কখনও হৈ চৈ করেন না।

এবম্প্রকারের boss ও তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গদের ক্ষমতা অতি দুর্দ্ধর্ষ। নিম্নলিখিত বিবরণ টামানি হলের কার্য্যপদ্ধতি ও তাহার ক্ষমতার পরিচায়ক হইবে। ১৯১৩খৃঃ নিউইয়র্ক ষ্টেটের নূতন গভর্ণর নির্ব্বাচন করিবার সময় উপস্থিত হয়। তথাকার ডেমোক্রাটিক পার্টির কেন্দ্রস্থল "টামানি হল" একজনকে

মনোনীত করে এবং ইনিই নির্ব্বাচন ব্যাপারে জয়ী হন। ইহার কিছুদিন বাদে উভয়ের মধ্যে ঘোর কলহ উপস্থিত হয়। "টামানি হল" বলে, ইনি নির্ব্বাচনের টাকার কিয়দংশ নিজের নামে ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়াছেন, অতএব ইনি অসৎ প্রকৃতির লোক। নূতন গভর্ণর বলেন যে, তিনি তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইবার পরই তাঁহার পার্টি, রাস্তা নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানাপ্রকারের contract লইবার এক বিষম বিল তাঁহার দ্বারা পাশ করাইয়া লইতে চায়। এই contractএর কার্য্যের যথার্থ খরচ হইতে অসম্ভবরূপে বেশী খরচ তাঁহারা দেখাইতেছেন এবং এই হিসাবের বিল অনুমোদন করা তাঁহার বিবেকের বিরুদ্ধ। তিনি ইহা পাশ করিতে অস্বীকার করায় তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যাপবাদ করা হইতেছে। অন্য দিকে, "টামানি হল" ও নাছোড়বান্দা, হয় Contract অনুমোদন কর না হয় সিংহাসন হইতে নামিয়া আইস—ইহাই হইতেছে "পার্টি boss" এর হুকুম। শেষে কলহ ঘনীভূত হইলে "টামানি হল" এমন অবাধ্য সভ্যকে আর সহ্য করিতে অস্বীকার করে, তাহারা দুধ খাওয়াইয়া সাপ পুষিতে রাজী নয়! এই কলহের ফলে বিদ্রোহি গভর্ণরকে দূরীভূত করিবার জন্য তাঁহাকে উপরোক্ত চার্জ দিয়া Impeach করা হইল। এই মোকদ্দমায় বাইশ জন জজ নিযুক্ত হন। আমি তাঁহাদের নাম পড়িয়া দেখি, সকলেরই আইরিশ নাম! এই মোকদ্দমার ফল জানা

কথা, গভর্ণর impeachment-এ দোষী সাব্যস্ত হইলেন ও তাঁহাকে উক্ত পদ ত্যাগ করিতে হুকুম দেওয়া হইল। অবশ্য এই সবই আইনসঙ্গত উপায়ে করা হইয়াছিল। গভর্ণর এই বিচার মানিতে অস্বীকার করেন! কিন্তু তাঁহাকে জোর পূর্ব্বক এই পদ হইতে বিতাড়িত করা হয়। বিতাড়িত হইয়া তিনি সাধারণের নিকট টামানি হলের দৌরাত্ম্যের কথা বলিলেন কিন্তু কোন ফল হইল না।

এই ঘটনাটি দ্বারা spoliation system ব্যাপারটি কি প্রকারের তাহা বোধগম্য করা যায়। এই লোকটিকে তাঁহার পার্টি নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধার জন্যই উচ্চে উন্নীত করিয়াছিল। উদ্দেশ্য তিনি শিখণ্ডীর মতন শাসন বিভাগের উপরে থাকিবেন ও পার্টির লুণ্ঠন ও শোষণ কর্ম্মের সুবিধা করিয়া দিবেন। তিনি সাধারণের নিকট গভর্ণর হইতে পারেন কিন্তু তিনি পার্টির একজন চাকর মাত্র, যাহাকে পার্টির লোকদের সুবিধার জন্যই নিযুক্ত করা হইয়াছে। পার্টি তাঁহাকে প্রতীক (symbol) করিয়া শাসনযন্ত্র হস্তে লইয়াছে, উদ্দেশ্য নিজেদের ধনাগমের পথ পরিষ্কার করা। কিন্তু এই প্রতীক যদি সেই কর্ম্মের অন্তরায় স্বরূপ হয় তাহা হইলে তাঁহাকে দূরীভূত করিতে হইবে; এবং সৌভাগ্যক্রমে এই ব্যাপারে গভর্ণরেরও অপরাধ প্রকাশ পাইয়াছিল। অবশ্য এই ঘটনাটি অসাধারণ; কিন্তু আমেরিকার রাজনীতির মূলে

spoliation পদ্ধতি বর্ত্তমান এবং টামানি হলেরও এই প্রকারের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ।

উপরোক্ত পদ্ধতি বিদ্যমান বলিয়া আমেরিকান রাজনীতি নানা দোষে কলুষিত। তথায় Grafting উপায় প্রচলিত। যাহারা এই রকম অসৎ উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করে, তাহাদের লোকে 'Grafter' বলে। একটা পার্টির হস্তে রাজনীতিক ক্ষমতা আসিলে সেই দলের নানা Job hunters, Concession hunters প্রভৃতি লোকেরা আসিয়া রাজপুরুষদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। আর এই সব লোকের ক্ষুন্নিবৃত্তি না করিলে পার্টিও থাকে না এবং রাজপুরুষেরাও স্বীয় তক্তে থাকিতে সক্ষম হন না। অবশ্য এ বিষয়ে অন্যান্য দেশেও একই রোগ!

আমেরিকা আজ সাম্রাজ্যবাদী হইয়াছে। এক্ষণে তথাকার লোক বলে, তাহারা আর insular নহে। বর্ত্তমান যুগে তাহারা World Power হইয়াছে, তাহাদের Colony, Dependency প্রভৃতি হইয়াছে। দেশের বাহিরে যে সব স্থান অধিকৃত হইয়াছে, সেই সব দেশ লুণ্ঠন করিবার জন্য নানাপ্রকারের Concession hunters গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে এবং তাহাদের অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকেও অনেক প্রকারের রাজনীতিক চাল চালিতে হয়। আজ আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্য পূর্ণ

ভাবে Capitalist-imperialist শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে; সেই জন্য উচ্চ জাতি (higher race) ও নিম্নজাতি (lower race) অ-শ্বেতাঙ্গ জাতিদের স্বায়ত্ত্বশাসনে অযোগ্যতা, শ্বেতজাতিসমূহের রঙ্গীন জাতিসকলের বিপক্ষে সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন প্রভৃতি সাধারণ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্য-বাদীদের "Cant" আবৃত্তি করিতে শিক্ষা করিয়াছে। সেই পূর্ব্বকালের 'All men are born equal' বলিয়া যে মানবের অধিকার সমূহ প্রচার করা হইয়াছিল তাহা বিস্মরণ হইয়া এক্ষণে ধনের প্রভাবে মুষ্টিমেয় বংশ বাকী জন সমূহকে শাসন ও শোষণ করিতেছে। পূর্ব্বে যে গভর্ণমেণ্ট democracy (জনতন্ত্র) বলিয়া অভিহিত হইত এক্ষণে তাহা plutocracy (ধনতন্ত্র) বলিয়া কথিত হয়। অবশ্য স্বদেশ প্রেমিক বক্তারা একথা অস্বীকার করেন। তাঁহারা হাটে, বাজারে, সভা ও মহিলাদের বৈঠকখানায় ডেমোক্রাশির নামে গগন বিদীর্ণ করেন। আমেরিকা যে ডেমোক্রাশির আদর্শস্থল আর তাঁহারা মানবজাতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ও সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন সে বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহই নাই, এই মহাসত্যই Demagougeরা অহোরাত্রি লোকের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করাইতেছে। ইহাই হইল হেটো (demagouge) বক্তাদের stock-in-trade ! তত্রাচ অনেক চিন্তাশীল আমেরিকান আছেন যাঁহারা দেশের

অবস্থা সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন, এবং রাজনীতির গতিও কোন্‌দিকে যাইতেছে তাহাও তাঁহারা বুঝিতেছেন। কিন্তু এই ভাবুকেরা নাচার! আজ দেশ টাকার থলিয়ার শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, ইহার বিপক্ষে কিছু করা মানে নিজের উপর বিপদ ডাকিয়া আনা। তথাপি এই বিষয় বর্ণনা করিয়া অনেক পুস্তক, নভেল বাহির হইয়াছে—উদ্দেশ্য জনসংঘের চক্ষু উন্মিলন করিয়া দেওয়া। নিরপেক্ষ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বোধগম্য হইয়াছে যে বর্ত্তমানের আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট ধনতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত। কিরূপে এই রূপান্তর সম্ভব হইল তাহা এইস্থানে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছিলাম, রাজনীতিক পার্টি সমূহের আসল নেতারা হইতেছেন ওই bossএরা, যাঁহারা টাকার থলিয়া লইয়া পশ্চাৎ দিক হইতে তুরুক দিতেছেন। এই সব দলের পশ্চাতে বড় বড় trust, financial concerns, industrial magnets প্রভৃতি রহিয়াছে। আমেরিকানেরা বলেন, তাঁহাদের সভ্যতা হইতেছে Commercial civilization, কাজেই ব্যবসায় বাণিজ্যের শক্তি সেই দেশে বেশী। যাহাতে দেশের উন্নতিশীল ও বর্দ্ধমান শিল্প-বাণিজ্যের সুবিধা হয় তাহাই ব্যবসায়ী ও মূলধনীদের লক্ষ্য। সেই জন্য তাঁহারা দেশের রাজনীতিকে স্বীয় করায়ত্ত করিবার জন্য অজস্র অর্থ ঢালিতেছেন। তাঁহারা রাজনীতিক দলের

boss-রূপে বিভিন্ন স্থলে বিরাজ করিতেছেন বা তাঁহাদের তাঁবেদারদের ওই পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই মূলধনী শ্রেণীই পশ্চাৎদিক হইতে রাজনীতির সূত্র টানিতেছেন আর রাজনীতিজ্ঞেরা সেই টানে প্রকাশ্যে পুতুল-নাচ নাচিতেছেন। এই উপায়েই আমেরিকার রাজনীতি ধনীশ্রেণীর সুবিধা ও সুযোগের অবসরের চেষ্টায় আত্মনিবেদন করিয়াছে। যাহা পূর্ব্বে bourgeois democracy (মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাম্যবাদ) ছিল, তাহার অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য ক্রমঃ-বিকাশ plutocracyতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার বহির্মুখী শক্তি স্বভাবতঃই capitalism-imperialismরূপে প্রকাশ পাইতে বাধ্য—তাহাই হইতেছে ও আমেরিকায় রাজনীতি তাহার অনিবার্য্য গতির স্রোতে বাহিত হইতেছে।

আমেরিকার বর্ত্তমান রাজনীতির সহিত প্রাচীন কার্থেজের রাজনীতির কথকাংশে সাদৃশ্য আছে। কার্থেজের গভর্ণমেণ্ট ছিল plutocratic, সমস্ত গভর্ণমেণ্ট ব্যাপারটা গুটিকতক ধনী বংশের ঘরোয়া ব্যাপার; আর এই ধনী শ্রেণী নিজের ধন ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্য বিদেশ জয় করিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিত। তথায়ও plutocracy হইতে capitalist-imperialismএর উদ্ভব হইয়াছিল।

আমেরিকার আদিম অধিবাসী

শিক্ষিত লোকমাত্রেই অবগত আছেন, যে, কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করিবার সময় তৎমহাদেশে মানবের অবস্থিতির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং তৎপরে স্পানীয়েরা কর্টেজের নেতৃত্বে মেক্সিকো ও পিজারোর নেতৃত্বে পেরু বিজয় করিবার সময় উক্ত দুই দেশে বিরাট সাম্রাজ্য সংস্থাপিত থাকিতে দেখিয়াছিল এবং সভ্য জনপদের সহিত পরিচিত হইয়াছিল। এক্ষণে উত্তর-আমেরিকা হইতে দক্ষিণ-আমেরিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র মানবের বসবাসের নিদর্শন বাহির হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে মেক্সিকো, পেরুতে ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে মধ্য-আমেরিকার হণ্ডুরাসে মায়া জাতির সভ্যতার ভগ্নাবশেষ বহুল প্রমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধানকারীরা এই বিষয় বিশেষভাবে অবগত আছেন।

ইউরোপীয়েরা এই মহাদেশের আদিম অধিবাসীদের ইণ্ডিয়ান (Indian) বলিয়া অভিহিত করেন। কারণ, কলম্বাস যখন জলপথ দিয়া ভারতবর্ষের সহিত গমনাগমনের রাস্তা আবিষ্কার করিবার জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন, তখন তাহার নৌবহর Gulf streamএর স্রোতের মধ্যে পতিত হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকাভিমুখে না গিয়া পশ্চিমে বর্ত্তমানকালের West

Indies (পশ্চিম ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জ) নামধেয় দ্বীপপুঞ্জের একটিতে উপনীত হন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, যে, প্রাচীন ভারতবর্ষেই উপস্থিত হইলেন, এইজন্য এই নূতন স্থলকে তিনি "ইণ্ডিয়া" ও অধিবাসীদের "ইণ্ডিয়ান" বলিয়া নামকরণ করেন। পরে ভাস্কোডিগামা ইউরোপ হইতে ভারতের জলপথের রাস্তা আবিষ্কার করেন, এবং সেইসঙ্গে ইউরোপীয়-দেরও ভ্রম দূরীভূত হয়। আবার পরে, আমেরিগো ভেসপুচি আমেরিকার মহাদেশ আবিষ্কার করেন; এইজন্য ঐতিহাসিক ও ভৌগলিকেরা এই মহাদেশের "আমেরিকা" নামকরণ করেন এবং উপরোক্ত দ্বীপপুঞ্জকে "পশ্চিম ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জ" বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু এই নবাস্কৃত মহাদেশের অধিবাসীদের নাম "ইণ্ডিয়ান"ই রহিয়া গেল। তাহারা নিজেদের জাতি অনুসারে বিভিন্ন নামে অভিহিত করে, যথা ঃ আজটেক্ (Aztec), ইরিকয় (Iriquois), মায়া (Maya), চেরুকি (Cherooki), চাকিস (Chakeeshaw) প্রভৃতি।

এই ভ্রমের জন্য আমেরিকায় অবস্থিত ভারতবাসীরা নিজেদের হিন্দু বা পূর্ব্ব ভারতীয় (East Indian) বলিয়া পরিচয় দেন। আর এই মহাদেশের আদিম অধিবাসীদের নূতন নামকরণ করিবার জন্য ইংরেজীতে Red Indian (লাল গাত্রবর্ণ-বিশিষ্ট ইণ্ডিয়ান) বলিয়া অভিহিত করা হয়; আবার যুক্ত-সাম্রাজ্যের কোনও বিশিষ্ট জাতি-তত্ত্ববিৎ তাহাদের জন্য

(Amerindian) বলিয়া একটি নূতন নাম সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু এই শব্দ জনসাধারণে প্রচলিত হয় নাই। আমেরিকার লোক "ইণ্ডিয়ান" বলিলে তথাকার আদিম অধিবাসীদেরই বুঝে ও "হিন্দু" বলিলে ভারতবাসীদের বুঝে। সাধারণতঃ ইউরোপ ও আমেরিকায় "হিন্দু" বলিলে ভারতবাসীকে বুঝায়; যদিচ জার্ম্মাণ ভাষায় একটু পৃথক করা হইয়াছে, যথা: Inder বলিলে ভারতবাসীকে বুঝাইবে আর Indianer নাম আমেরিকার আদিম অধিবাসীর প্রতি প্রযুজ্য হয়। কিন্তু ফরাসী ভাষায় আঁহু (Hindou) বলিলে ভারতবাসী বুঝাইবে আর মুসলমান দেশসমূহে "হিন্দি, হিন্দলি" বলিলে জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে হিন্দুস্থানের লোককে বুঝাইবে।

কলম্বাসের পূর্ব্বে আমেরিকা কোন ইউরোপীয় দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল কিনা তাহা লইয়া বিদ্বজ্জনমণ্ডল মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হয় এবং এইসঙ্গে প্রশ্ন উঠে, প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে এই অজ্ঞাত মহাদেশে ইউরোপীয়দের দ্বারা কোন উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল কিনা? কেহ প্লেটো কথিত Lost region of Atlantisএর ("আটলান্টিস" নামক লুপ্তদেশ) সহিত আমেরিকার যোগাযোগ ছিল বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহেন। কিন্তু প্লেটো বৃদ্ধদের জনশ্রুতি শ্রবণ করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন মাত্র। ইহার পশ্চাতে ঐতিহাসিক কোন প্রমাণ নাই। তৎপরে কেহ কেহ বলেন, মধ্যযুগে

নরওয়ের Vikingরা (জলদস্যু) যখন উত্তর-সমুদ্রের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং Icelandএ উপনিবেশ স্থাপন করে, সেই যুগে নাকি তাহারা উত্তর-আমেরিকার Labrador (লাব্রেডর) নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা নাকি সেই স্থানকে Vinland (দ্রাক্ষাফলের দেশ) নাম প্রদান করিয়াছিল। মধ্যযুগের এই তথাকথিত আবিষ্কার সত্ত্বেও কলম্বাসের আবিষ্কারের মূল্য লাঘব হয় না। কারণ, এইসময় হইতেই ইউরোপীয়েরা দলে দলে আসিয়া নবাষ্কৃত মহাদেশে রাজ্যস্থাপন ও উপনিবেশ স্থাপন করেন।

আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্য নামক অংশটিতে স্পানীয়েরাই সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয় জাতি যাহারা তথায় পদার্পণ করে। তাহারা Florida (ফ্লোরিডা) ও তৎনিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে স্বীয় অধিকার স্থাপন করে। তৎপরে নিউ অর্লিয়েন্সে ও তাহার উত্তরে মিসিসিপি নদের চারিধারের স্থানে ফরাশীরা প্রভাব বিস্তার করে। এইসঙ্গে উত্তরে পূর্ব্বে ইংরেজ, সুইড, ডাচ্, জার্ম্মাণেরা উপনিবেশ স্থাপন করে। এইসব উপনিবেশ নানাপ্রকারের নির্য্যাতিত, দরিদ্র ও ধনান্বেষী লোকসমূহ দ্বারা স্থাপিত হয়। যখন ইউরোপীয়েরা এই সব স্থানে পদার্পণ করে তৎকালে তাহারা তথায় আদিম অধিবাসীদের সহিত সাক্ষাৎলাভ করে। নিউইয়র্কে আদিম অধিবাসীরা নাকি

কুক্কুরমাংস দগ্ধ করিয়া সর্ব্বপ্রথম ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের আহার করাইয়া ও শান্তিসূচক ধুম পান (pipe of peace) করিয়া আতিথ্য সৎকার করিয়াছিল এবং বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। দক্ষিণে ভার্জিনিয়াতে জন রল্‌ফ নামক একজন অর্ণবপোতের অধ্যক্ষ সেই স্থল অধিকার করিবার জন্য সদলে পদার্পণ করে, কিন্তু সে আদিম অধিবাসীদের দ্বারা ধৃত হয়। সেই স্থলের অধিপতি তাহার মৃত্যুদণ্ড অনুজ্ঞা করিলে প্রথ-মোক্তের কন্যা রাজকুমারী পোকোহন্তাস্ (Pocohontas) দণ্ডিতের প্রাণ রক্ষা করেন। ফলে রাজকুমারী জন রল্‌ফের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ইংলণ্ডে আসেন এবং তথায় রাজদরবারে গৃহীত হন, পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পিতৃ দেশে বসবাস করেন। এক্ষণে ভার্জিনিয়া প্রদেশে ব্যবহারাজীব, ডাক্তার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ অনেক শ্বেতকায় ব্যক্তি আছেন যাঁহারা এই রাজকুমারী ও জন রল্‌ফের বংশধর বলিয়া গর্ব্ব করেন!

উত্তরে যখন ইউরোপীয়েরা প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন, তাহার পূর্ব্বে তৎস্থানের আদিম অধিবাসীরা একটী শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা পঞ্চ জাতিতে বিভক্ত ছিল এবং পূর্ব্বে নিজেদের মধ্যে কলহাদিতে ব্যাপৃত থাকিত। পরে Hiawatha নামে একজন মহাপুরুষ আসিয়া ইহাদের উপদেশ দেন, যে, পরস্পর কলহে মগ্ন না থাকিয়া

মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইলে তাহাদের উন্নতি হইবে। তাহার ফলে, এই পঞ্চজাতি একটা Staatenbund (ষ্টেটসমূহের বন্ধন) স্থাপন করে। হাইয়াওয়াথা তাহাদের যে সব রাজনীতিক আইন করিয়া দিয়া যান তাহা বর্ত্তমান যুগেও একটা বিবেচনার বস্তু! এই বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ জাতিদের ইউরোপীয়েরা The confederacy of five nations বলিয়া অভিহিত করিত। এই সন্ধির ফলে এই পঞ্চজাতি একটা বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে অগ্রসর হইতেছিল। তাহারা নাকি ভাষাকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য সাঙ্কেতিক চিহ্নও উদ্ভব করিয়াছিল। পরে ইংরেজ ও ফরাশী উভয় জাতিই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের সময় ইহাদের সাহায্য গ্রহণ করিত। আমেরিকার স্বাধীনতা-সমরের পূর্ব্বে উপরোক্ত দুই জাতির মধ্যে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহাতে ইংরেজেরা ইরিকয় নামক ঐ পঞ্চজাতির একটি জাতির সাহায্য না পাইলে জয়লাভ করিতে পারিত না। আর ইউরোপীয়েরাই নানাপ্রকার ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া এই পঞ্চ জাতিকে ধ্বংশ করে। যদি তাহারা বিধ্বংশ না হইত তাহা হইলে তাহারা এক-জাতীয়ত্ব লাভ করিয়া সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারিত। এক্ষণে ইরিকয় জাতি নামেতে পর্য্যবসিত হইয়া রহিয়াছে, তাহারা আর বিশুদ্ধ রক্তের জাতি নাই।

আদিম অধিবাসীরা ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের হস্তে

আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা পরাজিত হইয়াছিল। এই অস্ত্রের সাহায্যে তাহাদের অনেককে নির্মূল করা হয়। এক্ষণে আমেরিকার ঐতিহাসিকেরা বলেন, আতলান্টিক তীর হইতে প্যাশিফিক মহাসমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত আমেরিকার ভূখণ্ড নিবিড় অরণ্যানী দ্বারা ব্যাপৃত ছিল। তাহার মধ্যে মুষ্টিমেয় আদিম অধিবাসী বিচরণ করিত। ফলে একটি বিস্তৃত জনপদকে মানবশূন্য করা হয় নাই, আর প্রাচীনকালের আদিম অধিবাসীদের সংখ্যা হইতে বর্ত্তমানে তাহাদের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে! এই উক্তিতে কতটা নির্ভুল ঐতিহাসিক সত্য আছে তাহা নির্দ্ধারণ করা আজ সম্ভব নয়; কিন্তু ইউরোপীয়দেরই পুস্তকে যে সব বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয়, অনেক জাতিকেই নির্মূল করা হইয়াছে, নৃশংসভাবে নিহতের সংখ্যার ইয়ত্তা নাই। একবার এক ইউরোপীয় পাদরীর কাছে আদিম অধিবাসীরা সাক্ষ্যদান করিয়াছিল যে, শ্বেতজাতি তাহাদের নানাভাবে বিধ্বংশ করিতেছে, বলপূর্ব্বক তাহাদের জমি কাড়িয়া লওয়া হয়, তাহাদের দৈনিক প্রয়োজনীয় পদার্থের আমদানীর রাস্তা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহাদের সহিত সন্ধিভঙ্গ করা হয়, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাদের অস্ত্রাদি কাড়িয়া লওয়া হয়, তাহাদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিয়া মারা হয়, তাহাদের স্ত্রীলোক কাড়িয়া লওয়া হয়, তাহারা নিজেদের স্ত্রীলোকাভাবে শ্বেত-রমণী লইতে যাইলে

বাধা দেওয়া হয় ইত্যাদি ; এবম্প্রকারে তাহাদের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে, তাহাদের এজগতে জীবিত থাকিবার উপায় আর নাই।

বর্ত্তমান সময়ে আদিম অধিবাসীদের চিড়িয়াখানার জন্তুর মতন বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য Reservation landএ আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এই জমি একটি আদিম জাতির (tribe) নিজস্ব জমি। তাহাদের তাহার মধ্যেই থাকিতে হয়, সেই জমির উৎপন্ন দ্রব্যের আয়েতে তাহাদের জীবনধারণ করিতে হয়, এবং সেই গণ্ডির মধ্যে tribal system রক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। আদিম অধিবাসীরা এই জমির গণ্ডির মধ্যে tribal organization মানিয়া চলে বলিয়া তাহারা আমেরিকার নাগরিকের সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে। বাহিরে সভ্যতা, চর্চ্চা, ধনসম্পদের বাহুল্য বিরাজ করিতেছে, আর আমেরিকার পুরাতন অধিবাসীরা তাহাদের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বর্ব্বরাবস্থায় দিনযাপন করিতে বাধ্য হয়! কিন্তু দক্ষিণের চেরুকি প্রভৃতি কতিপয় জাতি তাহাদের tribal system ভগ্ন করিয়া আমেরিকার অন্যান্য নাগরিকের ন্যায় জীবনযাপন করিতেছে। ব্যক্তিগতভাবে ইহারা নাকি পৃথিবীর মধ্যে অতিশয় ধনী ব্যক্তি। ইহারা শ্বেতজাতির সভ্যতা অনেকদিন হইতে গ্রহণ করিয়াছে, পুত্রদের ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে শিক্ষিত করায় ও কেহ কেহ

ইংলণ্ডে বিবাহ করে। ইহারা সভ্য হইয়াছে বলিয়া এবং মানসিক বিষয়ে শ্বেত-জাতির সমকক্ষ বলিয়া শ্বেত-নাগরিকদের নিকট আদৃত হয়। কেহ কেহ সন্দেহ করেন, যেহেতুক ইহারা বর্ত্তমান সভ্যতা গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে ইহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরাও উন্নত ও সভ্যতাসক্ষম জাতি ছিল। এইজন্য ইহাদের সন্দেহ, বোধ হয় এই জাতিসমূহ আমেরিকার প্রাচীন Mound builderদের বংশধর।

আজকাল, যুক্ত-সাম্রাজ্যে কম বেশী চারি লক্ষ আদিম জাতীয় ব্যক্তি আছে। অবশ্য রক্ত হিসাবে ইহারা খাঁটি নহে, এবং ইহারা প্রাচীনকালের ন্যায় পালক ও রং দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া Wigwamএ থাকে না। ইহারা কোট, পেণ্টুলান পরিয়া কাঠের ঘরে বাস করে। তবে শিক্ষিত হইয়া বর্ত্তমান জীবনোপযোগী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার অবসর পায় না বলিয়া অর্দ্ধাসভ্য হইয়া নিগ্রোদের ন্যায় দুঃখকষ্টে নগণ্যভাবে জীবন কাটাইতে বাধ্য হয়। আমেরিকায় নিগ্রো ও আদিম অধিবাসী উভয় জাতিরই কষ্ট। নিগ্রো নাগরিকের অধিকার লাভ করিয়া ও উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইলেও জীবন উন্নত করিতে সুবিধা পায় না এবং সর্ব্বত্র ঘৃণিত হয়; আর বর্ত্তমান যুগের মানব হইবার জন্য কোন সুবিধাই আদিম অধিবাসী পায় না যদিচ তাহার প্রতি শ্বেত-জাতি ঘৃণা প্রদর্শন করে না। কোনও শ্বেতকায় ব্যক্তির ধমনীতে আদিম অধিবাসীর রক্ত

প্রবাহিত হইলে তাহার সমাজচ্যুতি ঘটে না বরং তাহাতে সে গর্ব্ব প্রকাশ করে। কিন্তু হোটেল, রেষ্টুরেণ্টে একজন মলিন বর্ণের আদিম অধিবাসী যে রং-বিদ্বেষের গণ্ডি উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইবে তাহা আমি মনে করি না। আর তাহাদের বিপক্ষে যে জাতি-বিদ্বেষ নাই তাহাও একটা abstraction মাত্র। যে সব শ্বেতকায় ব্যক্তির মধ্যে আদিম অধিবাসীর রক্ত প্রবাহিত হইতেছে তাহারা বর্ণ-বিভ্রাট ঘটায় না বলিয়াই রং-বিদ্বেষের গণ্ডি পার হইতে সক্ষম হয়।

আদিম অধিবাসীদের বিপক্ষে ঘৃণা নাই তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা ক্রীতদাসশ্রেণীসম্ভূত নহে। তাহারা শ্বেতজাতির প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এবং নিজেদের সভ্যতাসক্ষম বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু আমার বিশ্বাস, দ্বিতীয় কারণ তত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। আসল কথা যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যেসব শ্বেতকায় ব্যক্তির শরীরে আদিম অধিবাসীদের রক্ত বাহিত হইতেছে তাহারা মুলাটো, কোয়াড্রুনদের ন্যায় বর্ণসঙ্কর সমস্যার উদ্ভব করে নাই, তাহারা শ্বেতাঙ্গ সমাজে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। "সভ্যতাসক্ষম কি অপারক" তাহা আজকালকার সাম্রাজ্যবাদীয় সমাজ-তত্ত্বীকদের ছেঁদো কথা (cant)। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ জীব-তত্ত্বীক নিয়মানুসারে হয়। সুসভ্য চীনা ও জাপানীদের সহিত আমেরিকার শ্বেতকায় জাতি বিবাহের আদানপ্রদান

করিতে বিশেষ অনিচ্ছুক; সেস্থলে উপরোক্ত সমস্যার প্রশ্ন উঠে না—তত্রাচ ইহাদের বিপক্ষে জাতি-বিদ্বেষ পূর্ণভাবে প্রবল! আদিম অধিবাসীদের বিপক্ষে জাতি-বিদ্বেষ নাই, abstractভাবে তাহা সত্য হইতে পারে কিন্তু অজ্ঞ লোক যে রং-বিদ্বেষ প্রদর্শন করে না ইহা আমি স্বীকার করি না। আদিম অধিবাসীদের অনেকে গাত্রবর্ণে আমাদের মতন dark-brown, সেইজন্য তাহারা যে অজানিত স্থানে রং-বিদ্বেষ ভোগ করিবে না ইহা ধারণা করা অসম্ভব। আমার জাতিতত্ত্ববিদ কোন আমেরিকান বন্ধুর সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হইত। তিনি আদিম অধিবাসীদের বিষয় অনুসন্ধানে তৎপর। তাঁহার যুক্তি এই যে, আদিম জাতির বিপক্ষে শ্বেতজাতির ঘৃণা নাই কারণ তাহারা নিগ্রোদের ন্যায় নির্ব্বোধ নহে আর ইহারাও নিগ্রোদের ঘৃণা করে; কিন্তু কার্য্যতঃ ইহাই দেখা যায় যে আদিম অধিবাসী শ্বেত সমাজের নিকটে আসিতে পারে না, সে তাহার জমির গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকে।

আদিম অধিবাসী তাহার Reservation জমির মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বর্ত্তমান সভ্যতার অভিব্যক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াও নিরাপদ নহে। নানাপ্রকারের শ্বেত প্রবঞ্চকের দল তাহার জমির মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রবঞ্চনা করিয়া নানা-রকমের Concessions তাহার নিকট হইতে লিখিয়া লয়;

এই প্রকারে সে নিজের শেষ আশ্রয়স্থল হইতে বিচ্যুত হইতেছে। এ জগতে সভ্যজাতি হইয়া অস্তিত্ব বজায় রাখিবার কোনও উপায় তাহার হইতেছে না। চেরুকি জাতি যে উপায়ে "নাগরিক"-শ্রেণী মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে সে সুযোগ অন্যান্য জাতিরা হয়ত পায় না। চেরুকিরা প্রথম হইতেই অর্দ্ধসভ্য ছিল, পরে দক্ষিণে রেলরোড নির্ম্মাণকালে তাহাদের জমির মধ্য দিয়া রাস্তা গমন কালে, জমি বেচিয়া তাহারা বিশেষ ধনশালী হয়। জমি বিক্রয়ান্তর tribal organization ভাঙ্গিয়া দিয়া "নাগরিক" হইতে তাহারা বাধ্য হয়। কিন্তু অন্যান্য জাতিরা এখনও সভ্যতার নিম্ন শ্রেণীতে বিরাজ করিতেছে। তাহারা জীবিকার্জ্জনের কোনও সুবিধা অন্যত্র পায় না, উচ্চশিক্ষারও কোন ব্যবস্থা তাহাদের জন্য নাই। সত্য বটে আমেরিকার আইনানুসারে সকলেই প্রাথমিক শিক্ষা লইতে বাধ্য, সেইজন্য তাহাদের বাসস্থলে যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া করিবার ব্যবস্থা আছে এবং তাহাও ইংরেজী ভাষায়! ফলে প্রত্যেকেই মাতৃভাষা ও ইংরেজীতে কথোপকথন করিতে পারে, কিন্তু এই প্রাথমিক শিক্ষাদ্বারা তাহার জীবন ধারণের কোন উপায়ই হয় না; কাযেই বাধ্য হইয়া সে নিজের জাতীয় জমি চাষ করিয়া জীবন রক্ষা করিবার চেষ্টা করে।

যুক্ত-সাম্রাজ্যে ইহাদের যে অবস্থা, কানাডায়ও তদ্রূপ;

আর মেক্সিকো প্রভৃতি মধ্য-আমেরিকার দেশসমূহে ব্যক্তিগত ভাবে আদিম্ অধিবাসী জাতীয় লোক অতি উচ্চপদে উন্নীত হইতে পারে; কিন্তু তাহাও স্পেনীয় ঔপনিবেশিকদের সমাজের মধ্যে জীর্ণ হওয়ার ফলে! তথায়ও শ্বেত ঔপনিবেশিকদের বংশধরেরা সমাজে আধিপত্য করিতেছে যদিচ আদিম অধিবাসীদের সহিত কতক পরিমাণে তাহাদের রক্তের সংমিশ্রণ হইয়াছে, এবং তাহার ফলে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় একটি বর্ণ-সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। আবার তদুপরি শ্বেতাধিপত্যের ফলে অনেক "ইণ্ডিয়ান" স্পানিস্ ভাষা, সভ্যতাও ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই সুবিধার যোগা-যোগে কখন কোন স্পানিস্ ভাষী ইণ্ডিয়ানবংশীয়ব্যক্তি উচ্চ-পদে আরোহণ করিতে পারে; যথা :—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মেক্সিকো গভর্ণমেন্টের এক সভাপতি (Iuarez) বিশুদ্ধ ইণ্ডিয়ান রক্তের লোক ছিলেন। কিন্তু এসব দেশেও অখৃষ্টান আদিম অধিবাসী সমূহ অতি বর্ব্বরাবস্থায় আছে, তাহাদের উন্নত করিবার কোন চেষ্টা হয় না; বরং তাহারা নানাপ্রকারের অত্যাচার ও শোষণ-নীতির মধ্যে নিমগ্ন আছে। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া আদিম অধিবাসীদের অবস্থা কিয়দংশে এই স্থলে বোধগম্য করিবার চেষ্টা করিব।

মিশিগান ষ্টেট ও কানাডার মধ্যস্থলে যে হ্রদ আছে তন্মধ্যে কানাডীয় গভর্ণমেণ্টের অধীন একটি দ্বীপে ওজিবওয়া

(Ojibwa) নামক একটি "ইণ্ডিয়ান" জাতি বাস করে। এই দ্বীপটি তাহাদের reservation land. এই স্থলে উল্লেখ্য যে যুক্ত-সাম্রাজ্যে ও কানাডায় উভয় দেশেই আদিম অধিবাসীদের ভাগ্য একপ্রকারের। ইহাদের অবস্থা দেখিবার জন্য দুইজন আমেরিকান মহিলার সঙ্গে আমি দ্বীপ দর্শনে গমন করি। তথায় গিয়া দেখিলাম, দ্বীপটি নিবিড় অরণ্যানি পূর্ণ স্থান; মধ্যে মধ্যে রাস্তা আছে, তাহাও অতি অযত্নে রক্ষিত; অরণ্যের বিভিন্নস্থলে আদিম অধিবাসীদের কুঁড়ে ঘর। তাহারা আমাদের দেখিয়া লুক্কায়িত হইতে লাগিল; আমি আমার সঙ্গিনীদের বলিলাম, ইহারা আপনাদের দেখিয়া পলাইতেছে, কিন্তু তাহার প্রত্যুত্তরে তাঁহারা বলিলেন, না, বরং তোমাকে দেখিয়াই ইহারা পলাইতেছে! যে কারণই হউক তথাকার অধিবাসীরা তাহাদের দরিদ্র অবস্থা আমাদের মতন বিদেশীকে দেখাইতে লজ্জিত বোধ করিতেছে ইহা আমরা অনুভব করিলাম। যাহার সহিত কথা কহিবার চেষ্টা করিলাম সে-ই তাহার কুঁড়ে ঘরের ভিতর পলাইয়া জানালা হইতে আমাদের নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে তথাকার স্কুলে উপস্থিত হইলাম। তথায় দেখিলাম, গুটিকতক বালক পড়িতেছে আর একটি শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার সহিত কথোপকথনে বুঝিলাম তিনি ও তাঁহার মাতা

এই দ্বীপের একমাত্র শ্বেতজাতীয় অধিবাসী ; তিনি শিক্ষয়িত্রী-রূপে তথায় নিযুক্ত আছেন (তাঁহার মাতা বোধ হয় তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য তথায় আছেন)। কানাডীয় গভর্ণমেণ্টের আইনানুসারে প্রাথমিক শিক্ষা প্রত্যেক অধিবাসীর অবশ্য শিক্ষনীয় বলিয়াই এই বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বালকদের আকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করায় তাহারা লজ্জিত হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে অনেকের এই মনের ভাব লক্ষ্য করিলাম, তাহারা বিদেশীর নিকট চিড়িয়াখানার দ্রষ্টব্য জন্তবিশেষ বলিয়া নিজেরা লজ্জিত। কিন্তু আবার কেহ কেহ কানাডীয়ান গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে বিষ উদ্গার করিল ! হ্রদের খেয়া ঘাটের উপর একটি ইণ্ডিয়ানের দোকানে তথাকার একজন যুবকের সহিত সাক্ষাৎ-লাভ হয়। সে আমাদের বলিল, কানাডায় জীবন ধারণের জন্য অর্থোপার্জ্জনের কোন রাস্তাই তাহাদের জন্য বিমুক্ত নয়। কানাডা গভর্ণমেণ্ট তাহাদের উপর অশেষ অত্যাচার করে। যুক্ত-সাম্রাজ্যে যাইলে তাহারা অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয় (অবশ্য শ্রমজীবিরূপে) ; আর লণ্ডনের গভর্ণমেণ্ট বিষয়ে তাহাদের কি ধারণা, এই প্রশ্নের উত্তরে বলে, রাজা তথায় থাকেন তিনি মহান, কিন্তু এইস্থলের গভর্ণমেণ্ট যত নষ্টের মূল। আমরা এই জাতির বিষয়ে সবিশেষ জানিবার জন্য তাঁহাদের chief-এর (সর্দ্দার) ঠিকানা অনুসন্ধান করি

কিন্তু পূর্ব্বেই উপরোক্ত শ্বেতাঙ্গিনী শিক্ষয়িত্রী বলিয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহার মাতা তৎদিবস সর্দ্দারের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন; সেইজন্য তিনি অতিথি-সৎকারে ব্যাপৃত আছেন। পরে রাস্তায় একজন অধিবাসী বলিয়া দিলেন, অমুক স্থানে Tribe-এর secretary বাস করেন, তাঁহার নিকট সবিশেষ অবগত হইতে পারিব। অতঃপর একস্থানে গিয়া উক্ত সেক্রেটারী মহাশয়ের সাক্ষাৎ লাভ করি, তিনি তথায় কাঠ কাটিতে ছিলেন। তাঁহার বাড়ী অর্থে একটি পাকা একতলা ঘর, তথায় তিনি সপরিবারে থাকেন, রন্ধন ও আহারাদি কর্ম্মও তথায় সম্পন্ন হয় বলিয়া প্রতীত হইল; কারণ, এই ঘর ব্যতীত তাঁহার দ্বিতীয় ঘর নাই। (প্রত্যেক পরিবারেরই এই ব্যবস্থা দেখিয়াছি)। আমি ইঁহাদের পারিবারিক অবস্থা ও গৃহের স্বাস্থ্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য কৌশলে তাঁহাদের আবাসস্থলে প্রবেশ করিবার মন্ত্রণা করিতেছিলাম; কিন্তু সঙ্গিনীরা বলিলেন, ইঁহারা নিজেদের অবস্থা আমাদের দেখাইতে লজ্জা বোধ করিতেছেন, অতএব তোমার উদ্দেশ্য ত্যাগ কর। তত্রাপি আমি সেক্রেটারীর সমীপবর্ত্তী হইয়া সবিনয়ে বলিলাম, "এই মহিলারা পথভ্রমণে অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছেন। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি ইঁহাদের ঘরে বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন।" কারণ, তখন শীত ঋতু, বাহিরে বসিলে অসুবিধা হইবে। তিনি

এই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়াও কিছু করিলেন না এবং আমার সঙ্গিনীরাও তাঁহাকে লজ্জায় পড়িবার দায় হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য বলিলেন, "না, না, আমরা বাহিরে বেশ বসিতেছি", বলিয়া একটি কাষ্ঠখণ্ডের উপর উপবেশন করিলেন, আর সেই পরিবারের স্ত্রীলোক ও বালকেরা ঘরের মধ্যে লুকাইয়া উঁকি মারিয়া আমাদের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিল। সেক্রেটারী মহাশয় কাঠ কাটা বন্ধ করিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদানে ব্যস্ত হইলেন। কানাডীয় গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে অন্যান্য "ইণ্ডিয়ানের" সহিত তাঁহার একমত। আর tribal organization ভাঙ্গিয়া নাগরিক শ্রেণীতে তাঁহারা কেন প্রবেশ করেন না, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "আমি একবার একস্থানে অর্থোপার্জ্জনে গিয়াছিলাম। তথায় শক্ত ব্যায়রামে আক্রান্ত হই। যদি আমার এই কৌমি (tribal) জমি না থাকিত তাহা হইলে সেই সময়ে দাঁড়াইবার স্থান কোথায় পাইতাম!" তাঁহার কথায় বুঝিলাম, কানাডার অন্যত্র অর্থোপার্জ্জনের কোন সুবিধা এবং বর্ত্তমান নাগরিকের জীবন-যাপন করিবার জন্য কোন আর্থনীতিক ব্যবস্থা তাঁহাদের জন্য নাই; কাজেই বাধ্য হইয়া এই দ্বীপে আদিম উপায়ে কৃষিকার্য্য করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়! ইঁহারা খাঁটি "ইণ্ডিয়ান" রক্ত-সম্ভূত কিনা তাহার উত্তরে বলিলেন, "তাঁহারা সকলেই শ্বেতজাতির সহিত মিশ্রিত হইয়াছেন; একথা

অন্যে স্বীকার করিবেন না, কিন্ত
শরীরে অর্দ্ধেক ফরাসী-রক্ত
আকৃতিতে ইনি মলিন বর্ণের
হন। ধর্ম্মবিষয়ে বলেন, ইঁহ
নবদীক্ষিতের মনস্তত্ত্বানুসারে
আচার গ্রহণ করিয়াছেন এব
আদিম অধিবাসীদের জনশ্রু
কিনা তাহা অবগত হইব
(Haiwatha) জনশ্রুতির উল্লে
পুরুষের পুনরাগমনের কথা
ইহার উত্তরে তিনি বলেন, "ই
হাইওয়াথার পুনরাগমনের গল্প
হইয়াছে বলিয়া অনুবাদ কি
সমাজতত্ত্বীক তথ্য উপলব্ধি
সর্ব্বযুগে যাহা ঘটিতেছে এইস্থলে
এইস্থানেও একটি জাতির ভিন্ন ধ
আচার, সংস্কার ও জনশ্রুতিকে
নূতনের আবরণে প্রচলন করিবা

ইঁহার কাছ হইতে বিদা
ধর্ম্মযাজকের সন্ধানে চলিলাম।
আমি Detroit সহরে ইঁহার বি

অন্যে স্বীকার করিবেন না, কিন্তু ইহা সত্য। তাঁহারই পিতামহীর শরীরে অর্দ্ধেক ফরাসী-রক্ত ছিল! শারীরিক বাহ্যিক আকৃতিতে ইনি মলিন বর্ণের দক্ষিণ ইউরোপীয় বলিয়া প্রতীত হন। ধর্ম্মবিষয়ে বলেন, ইঁহারা সকলেই খৃষ্টান। ইহার ফলে নবদীক্ষিতের মনস্তত্ত্বানুসারে ইঁহারা খৃষ্টীয় সমস্ত জনশ্রুতি ও আচার গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিশ্বাস সম্বন্ধে বিশেষ গোঁড়া! আদিম অধিবাসীদের জনশ্রুতি ইঁহারা আর বিশ্বাস করেন কিনা তাহা অবগত হইবার জন্য আমি হাইওয়াথার (Haiwatha) জনশ্রুতির উল্লেখ করিয়া বলিলাম, তাঁহারা উক্ত পুরুষের পুনরাগমনের কথা আর বিশ্বাস করেন কি না? ইহার উত্তরে তিনি বলেন, "ইহা সব কুসংস্কার মাত্র; আর হাইওয়াথার পুনরাগমনের গল্প আমরা খৃষ্টের আগমনে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অনুবাদ করি।" এই উত্তরে আমি এই সমাজতত্ত্বীক তথ্য উপলব্ধি করিলাম যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সর্ব্বযুগে যাহা ঘটিতেছে এইস্থলেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এইস্থানেও একটি জাতির ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নিজের প্রাচীন আচার, সংস্কার ও জনশ্রুতিকে নূতনের সহিত মিলাইবার জন্য নূতনের আবরণে প্রচলন করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

ইঁহার কাছ হইতে বিদায় লইয়া আমরা তথাকার ধর্ম্মযাজকের সন্ধানে চলিলাম। এই দ্বীপে আসিবার অগ্রেই আমি Detroit সহরে ইঁহার বিষয় শ্রবণ করিয়াছিলাম। ইনি

একটি খৃষ্টীয় Theological Seminary-তে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, এবং "ইণ্ডিয়ানদের" মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, উপরোক্ত নগরের শ্বেতাঙ্গ সমাজে মেশামেশী করেন। তথায় "বেচারা ইণ্ডিয়ান" বলিয়া অনেকের অনুকম্পার পাত্র হন, এবং তিনি এক বড় ধর্ম্মযাজকের বন্ধু। আমার সঙ্গিনীরা কথোপকথন কালে বলিয়াছিলেন, "ইণ্ডিয়ানদের" বিরুদ্ধে শ্বেত-সমাজের যে রং-বিদ্বেষ নাই তাহার প্রমাণ এই ইণ্ডিয়ান ধর্ম্ম-যাজক। প্রথমে যখন ওই সহরের শ্বেত-সমাজে ইনি পরিচিত হন, সেই সময়ে কোন কোন শ্বেতাঙ্গিনী কুমারী ইঁহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া জনরব তাঁহারা শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই জনরবের মূলে কতটা সত্য আছে তাহা নিরূপণ করা গেল না। আর যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে unlikes rush to each other বলিয়া মনস্তত্ত্বের যে ধারা অনুসারে romance সৃষ্টি করে এবং যেজন্য অনেক শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা মলিন বর্ণের প্রাচ্য দেশীয় যুবককে বিবাহ করে, তাহারই পরিচয় এইস্থলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহাই হউক ইনি উক্ত সহরের শ্বেতাঙ্গ-সমাজে আদৃত (popular)।

আমরা এই ধর্ম্ম-যাজকের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম তিনি দুর্ভাগ্যবশতঃ Detroit সহরে গিয়াছেন, কিন্তু তথায় তাঁহার বৃদ্ধ পিতার সহিত পরিচিত হইলাম। ইনি দীর্ঘাকার, শ্যামবর্ণের (dark-brown) এবং লম্বা

বেঁকান (aquiline) নাসাবিশিষ্ট ব্যক্তি। ইঁহার মুখাকৃতি দেখিয়া আমার মেক্সিকোর aztec-দের যে প্রতিমূর্ত্তি তথাকার প্রস্তরে খোদিত থাকিতে দেখা যায় তাহারই অনুরূপ বলিয়া প্রতীত হইল। ইনি বলিলেন, "আমাদের লোকে কেন "ইণ্ডিয়ান" বলে তাহা বুঝিতে পারি না। ইণ্ডিয়ার সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা নিজেদের "ওজিবওয়া" বলিয়া অভিহিত করি।" ইহার উত্তরে তাঁহাকে কলম্বাসের ভ্রান্তির ইতিহাস অবগত করাই। শেষে তাঁহাদের ভাষা কি প্রকারের তাহা অবগত হইবার জন্য "ওজিবওয়া" ভাষায় প্রকাশিত ও লাটিন অক্ষরে লিখিত এক পুস্তিকা তাঁহার নিকট গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। ইঁহাদের বাড়ী অন্যান্যের অপেক্ষা বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী, কিন্তু গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া বিশৃঙ্খলা, নোংরা ও দুর্গন্ধ অনুভব করিলাম। তাঁহার পুত্রকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইঁহাকে অনুরোধ করিয়া আমার Detroitএর ঠিকানা প্রদান করিয়া এবং তাঁহার পুত্রের উক্ত সহরের ঠিকানা গ্রহণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ডিট্রয়টে প্রত্যাগমন করিয়া পরদিন ঐ ইণ্ডিয়ান ধর্ম্ম-যাজক যুবকের সন্ধানের জন্য আমি তাঁহার উক্ত সহরস্থিত শ্বেত-ধর্ম্মযাজকের বাড়ীতে টেলিফোন করি। তাহার ফলে ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোকটি আমার বাসায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগমন

করেন। তিনি আকৃতিতে তাঁহার পিতা হইতে ভিন্নপ্রকারের। পিতা হইতেও মলিনবর্ণের, দীর্ঘাকার, কিন্তু চক্ষু মঙ্গোলীয় লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া প্রতীত হইল। তাঁহাকে দেখিলে ইণ্ডিয়ান রক্তসম্ভূত লোকাপেক্ষা নিগ্রো রক্তসম্ভূত ব্যক্তি বলিয়া ভ্রম হয়। ইঁহার সহিত ইণ্ডিয়ানদের বিষয় অনেক কথা হইল। ইনি বলিলেন, "ইণ্ডিয়ানেরা" লোপ পাইতেছে না। তাহারা পালক ও রং বিভূষিত আদিম ব্যক্তিভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে না বটে, কিন্তু বর্ণসঙ্কর সভ্যজাতি হিসাবে তাহাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। তাহাদের ধমনীতে যে ইউরোপীয় রক্ত যথেষ্ট ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা আমাকে জ্ঞাত করাইলেন। তিনি আরও বলিলেন, ইহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। তাহাদের প্রাচীন অবস্থা তিরোভাব করিয়াছে এবং বর্ত্তমান সভ্যতার সুবিধা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত; কানাডীয় গভর্ণমেণ্ট তাহাদের কোন্-ঠেসা করিয়া রাখিয়াছে। এই অবস্থা নিরাকরণের জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহও সম্ভব না, তাহাদের ভবিষ্যত নিরাশাময়, এই অবস্থা দূরীভূত করিবার জন্য তাহাদের কোন উপায়ই নাই। তৎপরে আমি সমাজতত্ত্বীক কথা উত্থাপন করিলাম, বলিলাম, তাঁহারা যে আদিমাবস্থা হইতে হঠাৎ শ্বেত-জাতির সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কি তাঁহাদের পক্ষে সুফলপ্রদ হইয়াছে? শ্বেত-জাতি যে সব ক্রম-বিকাশের মধ্য দিয়া আজকালকার

অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে তাঁহারা সে বিবর্ত্তনের মধ্যে না যাইয়া একেবারে শ্বেতজাতির খোলস পরিধান করিতেছেন, ইহা কি সমীচীন হইতেছে ? এই কথায় তিনি কোন উত্তর প্রদান করিলেন না! বোধ হয় ভাবিলেন, এ একটা কি নূতন সৃষ্টিছাড়া কথা বলিতেছে! শেষে তিনি এইসব বিষয়ে আরও কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য সন্ধ্যাকালে আমার নিকট পুনরাগমন করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, কিন্তু আর আসিলেন না! ইঁহার সহিত কথাবার্ত্তার ফল আমি আমার উক্ত স্থানের মহিলা বন্ধুদের জ্ঞাত করাইয়াছিলাম এবং বলিয়াও ছিলাম, এই ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোকটি বোধ হয় আমার কাছে আর আসিবেন না; কারণ আমার সমাজতত্ত্বীক প্রশ্নসমূহ বোধ হয় তাঁহার নিকট দুরূহ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ইঁহারা চিরকাল খৃষ্টান মিশনারীদের নিকট শ্রবণ করিয়া আসিয়াছেন, "খৃষ্টান হইলেই স্বর্গে গমন করিবে, আর খৃষ্টান শ্বেতজাতির সভ্যতা (অর্থাৎ বাহ্যিক আবরণ বা খোলস) গ্রহণ করিলেই তাহারা ইহজগতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে"; কিন্তু আমার কথাটা তাঁহার নিকট নূতন বলিয়া প্রতীত হওয়ায় আমার সহিত আর সাক্ষাৎ করিলেন না!

আমেরিকা মহাদেশে তথাকার আদিম-অধিবাসীদের ভবিষ্যত নিরাশাপূর্ণ। তাহাদের "ইণ্ডিয়ান" হিসাবে ওই বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সুবিধা নাই। সর্ব্বত্রই

শ্বেতজাতি মস্তকোপরি বিরাজ করিতেছে। ল্যাটিন আমেরিকাতে শ্বেতজাতির (স্পানিশ ও পর্টুগীজ) কিয়ৎ পরিমাণে আদিম-অধিবাসীদের সহিত রক্ত সংমিশ্রণ হইয়াছে বটে এবং এই মিশ্রিত জাতির লোকেরা রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেক সময়ে উচ্চপদে আরোহণ করে বটে কিন্তু তাহারা "স্পানিশ বা পর্টুগীজ বংশীয়" বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। প্রাচীন অধিবাসীদের যাহারা খৃষ্টান হইয়াছে তাহারা স্পানিশ নাম ও আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে এবং "স্পানিশওয়ালা" (Spaniola) বলিয়া পরিচয় গ্রহণ করে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে একবার একজন বিশুদ্ধ ইণ্ডিয়ান রক্ত-সম্ভূত ব্যক্তি মেক্সিকোর সভাপতি হন কিন্তু তিনিও স্পানিশ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল জুয়ারেজ (Juarez)। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সের সম্রাট ৩য় নেপোলিয়ন যখন অষ্ট্রীয়ার রাজকুমার মাক্সমিলিয়নকে ফরাশী তরবারীর সাহায্যে মেক্সিকোর "সম্রাট" বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন, তৎকালে মেক্সিকানেরা যাঁহার নেতৃত্বে উত্থান করিয়া ফরাশীদের দেশ হইতে বিদূরিত করে ও যাঁহাকে সভাপতির পদে বরণ করে তিনিই উপরোক্ত বীরপুরুষ। ইনি মাক্সমিলিয়নকে Court martial করিয়া হত্যা করেন। বিশুদ্ধ ইণ্ডিয়ান বংশীয় লোকও যে বর্ত্তমান কালের গভর্ণমেণ্ট কার্য্যের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজকার্য্য পরিচালন করিতে পারগ, তাহা

কোন কোন নিরপেক্ষ আমেরিকান লেখক জুয়ারেজের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন।

আর একজন বিশুদ্ধ ইণ্ডিয়ান বংশীয় ব্যক্তি যুক্ত-সাম্রাজ্যের সৈনিক-বিভাগে অতি উচ্চপদে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম কর্ণেল পার্কার (Colonel Parker)। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন আমেরিকায় অন্তর্যুদ্ধ (Civil war) হয়, তৎকালে এই ভীষণ যুদ্ধের শেষে দক্ষিণের সেনাপতি লী (Lee) যখন উত্তরের সেনাপতি গ্রাণ্টের (Ulysses Grant) কাছে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া আগমন করেন, সেই সময়ে উক্ত পার্কার গ্রাণ্টের কর্ম্মচারীদের কর্ত্তা (Chief of the staff) রূপে বিরাজ ছিলেন। পোর্টার (Porter) নামক উত্তরের একজন সেনাপতি এই সময়ে গ্রাণ্টের তাম্বুতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পার্কার সম্বন্ধে ব্যাপারটি তাঁহার অভিজ্ঞতার বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন— "লী সন্ধি-প্রস্তাব লইয়া গ্রাণ্টের শিবিরে উপস্থিত হন, তৎকালে শেষোক্ত ব্যক্তি তথায় অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রত্যাগমন করিলে সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপিত হয় ও তাহা কাগজে লেখা হয়। তৎপরে, গ্রাণ্ট তাঁহার কর্ম্মচারীদের বলিলেন 'where is Parker'? (পার্কার কোথায়)? ইহাতে পার্কারকে ডাকাইয়া তথায় উপস্থিত করা হইল। পার্কার আসিয়া ঐ সন্ধি-কাগজে লিখিত ভাষার ব্যাকরণ সংশোধন

করিয়া দিল, ইংরেজীভাষী সেনাপতিদের লেখাকে একজন ইণ্ডিয়ান সংশোধিত করিয়া দিলেন, ইহাতে শ্বেতকায় ব্যক্তিরা লজ্জিত হইলেন না। যাঁহারা বলেন শ্বেতজাতিই বুদ্ধিবৃত্তির চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ, তাঁহাদের বিপক্ষে এই ঘটনা প্রমাণ প্রদান করে। পরে গ্রাণ্ট লীর নিকট তাঁহার staff-এর কর্ম্মচারীদের পরিচয় করিয়া দিলেন। যখন পার্কারকে তাঁহার Chief of the Staff বলিয়া গ্রাণ্ট পরিচয় দেন, সেই সময় লী, পার্কারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কয়েক মিনিট অবাক হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন। ইহাতে আমাদের (পোর্টার প্রভৃতি) মনে এইভাব উদয় হয় যে, বোধ হয় পার্কারের মলিন বর্ণের শরীর (swarthy limbs) লক্ষ্য করিয়া লী তাঁহাকে নিগ্রো মনে করিয়াছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন গ্রাণ্ট কি করিয়া এক নিগ্রোকে সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত করেন; কিন্তু পার্কার বিশুদ্ধ-রক্তের ইণ্ডিয়ান ছিলেন।”

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমেরিকার আদিম-অধিবাসীদের বিপক্ষে যুক্ত-সাম্রাজ্যে শ্বেতজাতির বিদ্বেষ নাই কিন্তু তাহা Platonic মাত্র! লাটিন আমেরিকাতে বিশুদ্ধ ইণ্ডিয়ানেরা পদদলিত, লুণ্ঠিত ও শোষিত হয়। তথায় বিশুদ্ধ শ্বেতবর্ণের ও মিশ্রিত রক্তের লোকদেরই প্রাধান্য। আদিম-অধিবাসীদের বংশধরেরা পর্ব্বতোপরি ও জঙ্গলেই আদিমাবস্থায় থাকে, এবং যাহারা সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে জমিতে কার্য্য

করে তাহারা মেক্সিকোতে peon (অর্থনীতি তত্ত্বানুসারে ইহাদের serf বা অর্দ্ধ-গোলামের অবস্থা) নামে অভিহিত হয় ও পদদলিত হয়। আমেরিকাতে আদিম-অধিবাসীদের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করিবার আর কোন সুযোগ নাই। ইহাদের শেষ চেষ্টা পেরুদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। তথায় আভিজাত্য শ্রেণীর একজন ব্যক্তি যাঁহার ধমনীতে স্পানীশ ও প্রাচীন ইঙ্কা সম্রাট-বংশীয় রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল, তিনি স্পানীশদের অত্যাচারের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া ইঙ্কারাজত্বের পুনরুত্থানের চেষ্টা করেন। তাঁহার সঙ্গে পেরুর ইণ্ডিয়ানেরা যোগদান করেন; কিন্তু বর্ত্তমান যুগের অস্ত্রশস্ত্রাদির অভাবে রক্তের নদীতে তাঁহাদের জাতীয় উত্থানের শেষ চেষ্টা ভাসিয়া যায়। পরে পেরু ও সমগ্র লাটিন আমেরিকা স্পানীশ শাসন হইতে বিমুক্ত হইয়াছিল বটে কিন্তু সে স্বাধীনতা শ্বেতকায় ঔপনিবেশিক ও তাহাদের বর্ণ-সঙ্কর আত্মীয়দের ভোগেই লাগিয়াছে। আদিম-অধিবাসীদের অবস্থা "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরেই" আছে। তাহাদের অবস্থা পেরু প্রভৃতি দেশে কি দুর্ব্বিষহ ও অবর্ণনীয় তাহা যাঁহারা একটি ইংরেজ ব্যবসায়ী কোম্পানী দ্বারা অনুষ্ঠিত "Putamayo scandal" এর বিষয় পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই তাহা বোধগম্য করিবেন।

আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতা

আমেরিকা যে সময়ে ইউরোপীয়দের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়, সে সময়ে মধ্য-আমেরিকাও দক্ষিণ-আমেরিকায় সভ্যতাশালী জনপদও বৃহৎ সাম্রাজ্য দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হয়। তৎপরে বর্ত্তমান যুগে, যুক্ত-সাম্রাজ্যের মধ্যভাগে (middle-west) আদিম-অধিবাসীদের স্থপতি-কার্য্যের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়া পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করেন যে, উত্তর-আমেরিকার আদিম-অধিবাসীরাও সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতেছিল। এইসব প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়া আমেরিকার পণ্ডিতেরা মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, আমেরিকার আদিম-অধিবাসীদের মধ্যে কতিপয় জাতির সভ্যতার ক্রম-বিকাশ করিতে শক্তি ছিল। সেই জন্য, স্বভাবতঃই কথা উঠে ইহারা মানব জাতির কোন্ শাখাভুক্ত? সুইডেনের বিখ্যাত জীব-তত্ত্বীক লিনেউস মানব-জাতিকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া-ছেন; তাহাদের মধ্যে আমেরিকার আদিম-অধিবাসীদের

মানব-জাতির একটি শাখা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। পরে, জার্ম্মাণ নরতত্ত্ববিদ ব্লুমেনব্যাখ মানব জাতিকে পঞ্চভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—তাহাদের মধ্যে আমেরিকার আদিম-অধিবাসীরা একটি ভাগ। ইঁহারা আমেরিণ্ডিয়ানদের (আমেরিকার আদিম অধিবাসী) মানব জাতির একটি পৃথক শাখা বলিয়াছেন যাহাদের সহিত অন্য জাতির কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু আধুনিক নরতত্ত্ববিদেরা এই জাতি বিভাগ মানেন না এবং আদিম-অধিবাসীদের একটি পৃথক জাতি বলিয়া গণ্যও করেন না।

আমেরিকার আদিম-অধিবাসীদের অতীতের বিষয় চর্চ্চা ঐতিহাসিক প্রেসকট (Prescott) হইতে প্রথম আরম্ভ হয়। তিনি স্পানীয়দের দ্বারা মেক্সিকো ও পেরু বিষয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন ও সভ্য-জগতকে দেখান যে, আমেরিকার আদিম-অধিবাসীরা সভ্যতার কি উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তাহারা কি প্রতাপশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল এবং তিনি পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্নই করিয়াছেন, বিজেতৃ স্পানীয়দের চেয়ে বিজিত আদিম-অধিবাসীরা কি বেশী সভ্য ছিল না? প্রেসকটের অনুসন্ধান ও ইতিহাস লেখনের দ্বারা উত্তর-আমেরিকায় একটা সাড়া পড়িয়া গেল।

প্রেসকট চীনাদের দ্বারা আমেরিণ্ডিয়ানদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের চিহ্ন আবিষ্কার করিলেন; মধ্য-আমেরিকার গোয়াটি-

মালাকে গৌতম-মালা বলিয়া পাঠোদ্ধার করিলেন। এবং অ্যাজটেকদের (Aztecs) নরমাংসলোলুপ দেবী কামাক-হুয়াকের (Camac-huac) সঙ্গে আসামের কামাখ্যাদেবীর সম্পর্ক টানিলেন ইত্যাদি। তাঁহার লেখনীর দ্বারা আদিম-অধিবাসীদের অতীতের বিষয় একটা রোমান্স্ সৃষ্ট হইল (যেরূপ টোডের "রাজস্থান" লেখার ফল আমাদের মধ্যে হইয়াছিল); কিন্তু বর্ত্তমানে জাতিতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এইসব কাহিনীকে romantic stories বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ইহা সত্য বটে, মধ্য-আমেরিকার ইউকেটান (Yucatan) প্রদেশে প্রাচীন মায়া (Maya) জাতির স্থপতি-কার্য্যের নিদর্শন যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে এবং বোধ হয় Aztecরা তাহাদের নিকট সভ্যতার হাতে খড়ি প্রাপ্ত হয়। আমেরিকার আদিম-অধিবাসীরা যেস্থানে সভ্য হইয়াছে সেস্থানে বৃহৎ প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির, বাটি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মেক্সিকো ও ইউকেটানে প্রস্তর নির্ম্মিত অনেক পিরামিড আবিষ্কৃত হইতেছে। উত্তরে Mound-builder-দের অনেক স্থপতি-কার্য্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; যুক্ত-সাম্রাজ্যের দক্ষিণভাগে Pueblo Indian-দের দেশে পাহাড়াভ্যন্তরস্থিত (rock-cut) বাসোপযোগী ঘরসমূহ আবিষ্কৃত হইতেছে। তৎপর মেক্সিকোর Aztec-দের প্রস্তরে খোদিত জ্যোতিষের রাশীচক্র (Zodiac signs) প্রতত্নতত্ত্ববিৎদের

তর্কস্থল হইয়াছে। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নরতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক Staar বলেন, তাঁহার মতে এই রাশীচক্র বৌদ্ধ-লক্ষণাক্রান্ত যাহা মেক্সিকানেরা চীনাদের কাছ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। জার্ম্মাণ পণ্ডিত ফ্রিট্‌স গ্রেবনারও (Fritz Grabner) বলেন, এই রাশীচক্র পূর্ব্ব-এসিয়ার জাতির রাশী-চক্রের সহিত সম্পর্ক আছে!

এক্ষণে আমেরিণ্ডিয়ানদের বিষয়ে রোমাণ্টিক ভাব অন্তর্হিত হওয়ায় পণ্ডিতদের মধ্যে প্রশ্ন উঠিয়াছে, ইহারা আসলে কোন মূল মানব-জাতি সম্ভূত?

পূর্ব্বে আমেরিণ্ডিয়ানদের উৎপত্তি বিষয়ে অনেক গল্প প্রচলিত ছিল। কেহ বলিলেন ইহারা ইহুদিদের লুপ্ত দশ জাতির (tribe) একটি শাখা; কেহ ইহাদের মধ্যে স্কান্দিনেভীয়দের বংশধরদের রক্ত আবিষ্কার করিয়াছেন; কেহ বা, প্যাশিফিক তীরে পূর্ব্ব-এসিয়ার জাতির উপনিবেশের প্রমাণ পাইয়াছেন ইত্যাদি। বর্ত্তমানকালে বিখ্যাত নরতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বোয়াস নাকি ডেলাওয়ার (Delaware) ইণ্ডিয়ানদের দক্ষিণ-ইউরোপীয় জাতি সম্ভূত বলিয়া সন্দেহ করেন; কারণ, তাহাদের নাকের গঠন "রোমান নাকের" ন্যায়! আবার অন্য নরতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ষ্টার বলেন, আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা একটি মূল জাতি সম্ভূত নহে, ইহারা প্রাচীন জগতের বিভিন্ন মহাদেশ হইতে আসিয়া এইস্থলে বসবাস

করিয়াছে। তিনি বলেন, রকি পর্ব্বতমালার মধ্যে (Rocky mountains) একটি জাতি বাস করিতেছে যাহাদের মাথার চুল পাতলা ও ঢেউ খেলান (wavy) লক্ষণাক্রান্ত এ বিষয়ে তাহাদের সহিত দক্ষিণ-ইউরোপীয়দের মাথার চুলের সহিত সাদৃশ্য আছে; তৎপর প্যাশিফিক তীরের ইণ্ডিয়ানদের পূর্ব্ব-এসিয়ার জাতিদের সহিত সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে; আবার মেক্সিকোর পর্ব্বতোপরি ওটোমি (otomi) বলিয়া একটি জাতি আছে যাহাদের ঘোর কৃষ্ণবর্ণের গাত্রবর্ণ ও মাথার চুল পশমের ন্যায় কোঁকড়ান (woolly) অর্থাৎ বাহ্যিক আকারে ইহারা আফ্রিকার নিগ্রোদের ন্যায় প্রতীত হয়। মাথার করোটির (skull) ও নাকের index অনুসারে আমেরিণ্ডিয়ানেরা সাধারণতঃ গোলাকৃত মস্তক (brachy cephal) ও মধ্যমাকৃত (mesorrhine) নাসাবিশিষ্ট, তবে ইহার ব্যতিক্রমও হয়, যথা:—যুক্ত-সাম্রাজ্যের (Praerie Indians) সর্দ্দার বংশসমূহের সভ্যেরা দীর্ঘাকার, সরু ও লম্বা নাক (leptorrhine) লক্ষণাক্রান্ত হয়। অধ্যাপক লুসান অনুমান করেন, এই সব বংশে উত্তর-ইউরোপীয় রক্ত বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ কোন সুদূর অতীতে ইহাদের সহিত উত্তর-ইউরোপের উপনিবেশিকদের রক্ত সংমিশ্রণ হইয়াছে বলেন। অন্যপক্ষে বার্লিনের পরলোকগত জাতিতত্ত্ববিদ অধ্যাপক সেলার (Mr. Seller) ইহাদের পূর্ব্ব-এসিয়াগত বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন।

যাহাই হউক, আদিম-অধিবাসীদের নরতত্ত্ববিষয়ে মোটামুটি ইহা বলা যাইতে পারে যে, বোধ হয় বেশীর ভাগ লোক উত্তরপূর্ব্ব-এসিয়া হইতে আগত। আর দক্ষিণ-আমেরিকার সহিত আফ্রিকা, ওশেনিয়ারও (Oceania) সম্ভবতঃ সম্পর্ক ছিল; কারণ, দক্ষিণ-আমেরিকা ও দক্ষিণ-আফ্রিকার মধ্যস্থিত মহাসমুদ্রের উভয় পারের জাতিসমূহের অনেকের মধ্যে শারীরিক লক্ষণের এবং ভাব ও জড়জাতীয়চর্চ্চার (spiritual and material culture) সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। আবার পণ্ডিতদের মধ্যে এই বিশ্বাস ক্রমাগত দৃঢ় হইতেছে যে, আমেরিণ্ডিয়ানদের অসভ্য ও সভ্যতর জাতি সমূহ মধ্যে যে সভ্যতা বিষয়ক গভীর ব্যবধান দৃষ্ট হয় তাহার বেশীরভাগ ক্রমাগত এসিয়া হইতে আগত প্রভাব দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে।

এক্ষণে কথা হইতেছে, কতদিন ধরিয়া মানব এই মহাদেশে বসবাস করিতেছে? কেহ বলিলেন আদি মানব এই স্থানেই আবির্ভূত হইয়াছিল; কেহ অতি প্রাচীনকালের ভূগর্ভ (tertiary period) হইতে মাথার করোটি আবিষ্কার করিয়া বলিলেন, মানব সুদূর অতীত কাল হইতে এইস্থলে বসবাস করিতেছে ইত্যাদি! কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এইসব মতের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। যেসব করোটি ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান

আমেরিণ্ডিয়ান জাতিপ্রসূত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তবে সর্ব্বত্র যেসব প্রস্তর নির্ম্মিত যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইতেছে তাহাতে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, প্রাচীন প্রস্তর-যুগের (Palcolithic-age) শেষভাগে মানব এই মহাদেশে আগমন করিয়াছে; কারণ, যেসব প্রস্তর-যন্ত্রাদি পাওয়া যাইতেছে তাহা নূতন প্রস্তর-যুগের (Neolithic-age) দ্রব্য। আর এইসব দ্রব্যের মধ্যে প্রাচীন প্রস্তর-যুগের নিদর্শন অতি অল্প, কিন্তু প্রাচীন প্রস্তর-যুগ অতীত না হইলে নূতন প্রস্তর-যুগের আবির্ভাব হয় না; এইজন্যই পণ্ডিতেরা উপরোক্ত অনুমান করেন।

তৎপর, আদিম-অধিবাসীদের প্রাচীন গল্প সমূহ (Myths) তুলনামূলক অনুসন্ধান দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ইহাতে প্রাচীন জগতের প্রভাব লক্ষিত হয়। এডোয়ার্ড ষ্টুকেন তাঁহার "Astralmythen" নামক পুস্তকে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, উত্তর-আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা তাহাদের কতিপয় গল্প ও জনশ্রুতি পশ্চিম ও প্রাচ্য ভূখণ্ড হইতে হয় লইয়া আসিয়াছে বা গ্রহণ করিয়াছে। আবার অধ্যাপক বোয়াস্ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, যুক্ত-সাম্রাজ্যের কোন কোন ইণ্ডিয়ান জাতির মধ্যে প্রচলিত গল্পের সহিত প্রাচীন জার্ম্মাণদের "Haensel and graete" ন্যায় কতিপয় গল্পের সৌসাদৃশ্য আছে। এইসব কারণে পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন জগতের

মানবের সহিত নূতন জগতের মানব প্রাচীন যুগে বিবিধ সম্বন্ধে সংযুক্ত ছিল।

এক্ষণে জ্ঞাতব্য, আমেরিকার আদিম-অধিবাসীদের সভ্য-জাতি সমূহের সভ্যতার দৌড় কতদূর? মায়া, ম্যাক্সিকো, পেরুদেশের সভ্যজাতিরা যত সভ্য হউক না কেন তাহারা স্পানীয়দের আবিষ্কারের সময়ে প্রস্তর-যুগে অবস্থিত ছিল অর্থাৎ তাহারা লৌহাদি ধাতু ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে নাই। কিন্তু উত্তরের mound-builder-রা তাম্র ধাতু ব্যবহার করিত। প্রাচীন মহাদেশের অশ্বাদি গৃহপালিত জন্তু আমেরিকায় বিদ্যমান ছিল না। ইহারা কাষ্ঠ ও প্রস্তরের অস্ত্রাদি ব্যবহার করিত, সেইজন্য স্পানীয়দের কাছে (যাহারা অশ্ব, লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র বন্দুকাদি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিত) আজটেক ও পেরুর অধিবাসীরা পরাজিত হয়। মেক্সিকোর আজটেকদের সমাজে feudalism (সামন্ত তন্ত্র) বিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং তাহাদের ধর্ম্মে একটি পুরোহিত শ্রেণীও আবির্ভূত হইয়াছিল। পেরুর রাজ-শাসন একপ্রকারের state socialism লক্ষণাক্রান্ত ছিল; শাসন-বিভাগ বিশেষভাগে কেন্দ্রীভূত ছিল। একটা সভ্য রাজত্বের সমস্ত সরঞ্জামই তাহাদের ছিল। এইসব কারণে ঐতিহাসিক প্রেসকট্ পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন কাহারা বেশী সভ্য ছিল—বিজেতৃ স্পানীয়েরা না বিজিত ইণ্ডিয়ানেরা?

কিন্তু অন্যদিকে বার্ণাল ভিয়াজ প্রভৃতি স্পানীশ লেখকেরা বলেন, মেক্সিকোর ইণ্ডিয়ানেরা নরমাংসভোজী ছিল এবং তাহাদের মন্দিরে নরকপাল স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইত। আজটেকরা বড় নিষ্ঠুর ও রক্ত-পিপাসু জাতি ছিল। অন্য পক্ষে পেরুর লোকেরা নরমাংস ভোজনে বিরত, শান্তিপ্রিয় ও অপেক্ষাকৃত সভ্যজাতি ছিল, আবার উত্তরে mound-builder-দের যেসব নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে তাহাতে প্রমাণিত হয় ইহারা তাম্র ব্যবহার করিতে জানিত এবং উচ্চ সভ্যতাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। যুক্ত-সাম্রাজ্যের উত্তর-মধ্যভাগে বৃহদাকারে নির্ম্মিত স্তূপ, বসতবাটি ও নানা-প্রকারের অদ্ভুত স্থপতি-কার্য্যের চিহ্ন আবিষ্কৃত হইতেছে। স্তূপগুলি দেখিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন এই সব স্থান মন্দিররূপে ব্যবহৃত হইত। বাড়ীগুলি লোকালয় ছিল এবং সেই সব লোক যে মিশিগান প্রভৃতি জায়গার তাম্রখনি খোদিত করিয়া তাম্র আহরণ করিত তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সব খনিতে প্রস্তর ও তাম্র নির্ম্মিত যন্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এই সব বাড়ী ও খনিতে জিনিষ ও যন্ত্রাদি এরূপ ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে যে দেখিলেই মনে হয় এই সবের অধিকারীরা কিয়ৎমুহূর্ত্ত পূর্ব্বে অকস্মাৎ যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন এই স্তূপ-নির্ম্মাণকারীর খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এইস্থলে

অবস্থিত ছিল। এক্ষণে তাহাদের বা তাহাদের বংশধরদের কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এইসঙ্গে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা কতকগুলি স্থপতি-কার্য্যের নিদর্শন প্রাপ্ত হইতেছেন যাহার কোন অর্থ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। যুক্ত-সাম্রাজ্যের উত্তর-মধ্যভাগের বিভিন্ন ময়দানোপরি মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত বিভিন্ন প্রকারের জন্তুর প্রতিকৃতি আবিষ্কৃত হইতেছে। যথায় লাঙ্গলের ফলার দ্বারা জমি সমতলীকৃত না হইয়াছে তথায় এই সব প্রতিকৃতি বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। কোন লোক চর্ম্মচক্ষে ইহা নিরীক্ষণ করিতে পারে না, তিনি মনে করিবেন ইহা একটা মাটির ঢিপি মাত্র, বা তদূপরি আরোহণ করিলেও তাহা স্থিরীকৃত করিতে পারিবেন না; কেবল সেই ঢিপিকে surveying প্রণালী দ্বারা পরীক্ষা করিলে তিনি উপলব্ধি করিবেন যে, এই ঢিপি একটা পশু বা পক্ষীর প্রতিকৃতি মাত্র। আবার, মাটি খনন করিয়া নানাপ্রকার পশু ও পক্ষীর প্রতিকৃতি খোদিত করা হইয়াছে।

এই সব প্রতিকৃতি কি উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে এবং তাহার অর্থ কি তাহা এখনও কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। এইসঙ্গে আর একটি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত symbol (প্রতীক) আবিষ্কৃত হইয়াছে—একটি বৃহৎ অজগর সর্প মুখ ব্যাদন করিয়া আছে এবং তাহার মুখের সম্মুখে দুইটী ডিম্ব রহিয়াছে!

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ইহাকে ইণ্ডিয়ানদের ধর্ম্মের কোন প্রকার mystic symbol বলিয়া মনে করেন। অধ্যাপক ষ্টার বলেন, এবম্প্রকারের প্রতীক চিহ্ন আমেরিকার অন্য ইণ্ডিয়ান জাতির মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; ইহা এসিয়াবাসীদের প্রতীকের ন্যায়। তিনি অনুমান করেন, ইহা এই স্তূপ-নির্ম্মাণকারীদের মনপ্রসূত নৈসর্গিক ব্যাপারের প্রতীক (symbol)।

এইসব স্থপতি-কার্য্যের ভগ্নাবশেষ প্রদর্শন করিয়া প্রত্ন-তত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে এই স্তূপ-নির্ম্মাণকারীরা সভ্যতার দিকে অগ্রগামী হইতেছিল এবং একটা ধর্ম্মও অভিব্যক্ত করিতেছিল; কিন্তু হঠাৎ তাহারা যেন অন্য জাতি-দ্বারা আক্রান্ত হইয়া এইস্থল হইতে পলায়ন করে। এক্ষণে তর্ক চলিতেছে, এই সভ্যতাসক্ষম জাতি কাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া অকস্মাৎ পলায়ন করিল এবং তাহারা কোথায় গেল? পণ্ডিতদের অনুমান, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পশ্চিমের Rocky mountains হইতে আগত অসভ্য ও দুর্দ্ধর্ষ জাতিদ্বারা অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া এই জাতির যে, যে-কর্ম্ম করিতেছিল তাহা ফেলিয়া পলায়ন করে। তৎপর প্রশ্ন উঠে, তাহারা গেল কোথায়? কেহ অনুমান করেন, দক্ষিণের চেরুকি ও চাকিস প্রভৃতি সুসভ্যজাতিরা এই স্তূপ-নির্ম্মাণকারীদের বংশধর; ইহারা মিশিশিপি নদী বাহিয়া দক্ষিণে পলাইয়া গিয়াছে। আর প্রথমোক্তদের শেষোক্তদের বংশধর অনুমান

করিবার কারণ এই যে দক্ষিণে ইহারাই কেবল সভ্যতাসক্ষম জাতিরূপে বিদ্যমান। আবার কেহ, দক্ষিণের Pueblo Indianদের স্তূপ-নির্ম্মাণকারীদের বংশধর বলিয়া অনুমান করেন; কারণ, ইহারাও উচ্চ স্তূপ (Pueblo) নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া সকলে একসঙ্গে বসবাস করে, আর ইহারাও কতকটা সভ্যতাসক্ষম। আবার কেহ অনুমান করেন, মিশিশিপি নদীর মধ্যভাগের তীরে একটি সভ্যতাসক্ষম জাতি বাস করিত, তাহারাই হয়ত স্তূপ-নির্ম্মাণকারীদের বংশধর। এই জাতি ফরাসীদের দ্বারা বিধ্বংশপ্রাপ্ত হইয়াছে। অন্যপক্ষে অধ্যাপক ষ্টার অনুমান করেন, পেনসিলভেনিয়ার ইণ্ডিয়ানেরাই স্তূপ-নির্ম্মাণকারীদের বংশধর। ইহা জাতি-তত্ত্বের অনুসন্ধান দ্বারা অনুমিত হইতে পারে। ইহাদের বাৎসরিক একটা পর্ব্বের সময়ে সকলে সমবেত হইলে পুরোহিত আসিয়া খণ্ডীকৃত বৃক্ষশাখাসমূহে রক্তবর্ণের সূতা বন্ধন করে, তৎপর মন্ত্রপাঠ করে ও তাহাদের জনশ্রুতি আবৃত্তি করে যে তাহারা শীতপ্রধান পশ্চিমাঞ্চল হইতে একজন নেতার অধীনে এতদঞ্চলে আগত হয়। ষ্টার বলেন, প্রাচীন-কালের বর্ব্বর জাতিদের Exodus-এর (নূতন দেশে গমন-কালে) তিনটী লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায়:—(১) একটি নেতা, (২) একটী ধর্ম্মপুস্তক বা অনুশাসন, (৩) সমস্ত জাতির দলবদ্ধ হইয়া ভিন্নদেশে গমন। পুরাতন বাইবেলোক্ত ইহুদিদের

মিশর হইতে কনানে আগমনকালে তাহাদের মধ্যেও এই তিন অনুষ্ঠান লক্ষিত হইয়াছিল। যথা :—তাহারা মূসার অধীনে মিশর হইতে বহির্গত হয়। মূসা সিনাই পর্ব্বতে একটি ধর্ম্মের অনুশাসন (Ten Commandments) প্রাপ্ত হন এবং ইহুদিরা কনানদেশে বসবাস স্থাপিত করে। পেন্সিলভেনিয়ার ইণ্ডিয়ানদের লিখিত পুস্তকের পরিবর্ত্তে বৃক্ষশাখার টুকরা সমূহ চিহ্ন-লিপির (symbolic characters) কার্য্য করে এবং মন্ত্র পুস্তকের ভাষার কার্য্য পরিপূরণ করে।

আবার যুক্ত-সাম্রাজ্যের উত্তর-মধ্যভাগের বর্ত্তমান ইণ্ডিয়ানদের জনশ্রুতি এই যে তাহারা অতি শীত-প্রধান পশ্চিমাঞ্চল হইতে এতদ্দেশে আগত হয়। এইসব কারণবশতঃ জাতিতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রকি পর্ব্বতের দিক হইতে অসভ্য ইণ্ডিয়ানেরা আসিয়া অপেক্ষাকৃত সভ্য স্তূপ-নির্ম্মাণকারীদের তাহাদের আবাসস্থল হইতে বিতাড়িত করিয়া দেয়; এবং এইস্থলের ঐতিহাসিক যুগের (শ্বেতজাতির আগমনের পর) অসভ্য ইণ্ডিয়ানেরা সেই নবাগতদের বংশধর। এই নবাগতেরা শ্বেতজাতির আগমন পর্য্যন্ত সভ্যতার অভিব্যক্তি করিতে পারে নাই।

শেষে বক্তব্য এই, আমেরিকার আদিম-অধিবাসীদের মধ্যে মায়া, মেক্সিকো ও পেরুর অধিবাসীরা কম বেশী সভ্যতার অভিব্যক্তি করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহাদের

স্থপতি-কার্য্য (architecture) পৃথিবীর সপ্তপ্রকারের (মিশরীয়, বাবিলোনীয়, গ্রীক, ভারতীয় ইত্যাদি) স্থপতি-কার্য্যের অন্যতম। মেক্সিকোর সভ্যতাতে চীন-বৌদ্ধদের প্রভাব লক্ষিত হয়; কিন্তু আদিম-অধিবাসীদের কোন জাতি লৌহ-যুগে আগমন করিতে পারে নাই—লৌহ তাহাদের নিকট অজ্ঞাত ধাতু ছিল। আর তাহারা লিপিমালা উদ্ভব করিতে পারে নাই। মেক্সিকো ও পেরুর লোকেরা ছবি-লিপি (picture-writing) দ্বারা মনোভাব জ্ঞাপন করিত। মেক্সিকোতে একটি ছবি-লিপির বহি আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহার মানে কেহ আজ পর্য্যন্ত উদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। স্পেনীয়েরা মেক্সিকানদের সভ্যতার বেশীরভাগ নিদর্শন ধ্বংশ করার পরিণামে ছবি-লিপির অর্থ উদ্ঘাটনের উপায়ও বিনষ্ট হইয়াছে। যুক্ত-সাম্রাজ্যের আদিম-অধিবাসী-দের কোন কোন অংশ সভ্যতার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু শ্বেতজাতি আসিয়া তাহাদের বিধ্বংস করিয়া দেয়। ইরিকয় প্রভৃতি "Confederacy of five notions" একটি বৃহৎ একজাতীয়ত্বে পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল এবং ভাষার অক্ষর সৃষ্টির পূর্ব্বসূচনারূপে সাঙ্কেতিক লিপির উদ্ভাবন করিয়াছিল এমন অবস্থায় তাহারা শ্বেতজাতিদের দ্বারা বিনষ্ট হইল। বুদ্ধিবৃত্তিতে তাহারা শ্বেতজাতি অপেক্ষা ন্যূন নহে; সুযোগ পাইলে তাহারা শ্বেতজাতির ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তির সমান

কার্য্যক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিতে পারে। তাহাদের বর্ত্তমান সভ্যতানুসারে উন্নত হইবার উপায় নাই, কারণ তাহা হইলে তাহাদের tribal system ভাঙ্গিতে হইবে; কিন্তু তাহা ভাঙ্গিয়া "নাগরিক" হইয়া শ্বেত-সমাজে দ্রবীভূত হইবার সুযোগ তাহাদেরও নাই; কারণ রং-বিদ্বেষ তাহাদের বিপক্ষতাচরণ করে। সে বিষয়ে নিগ্রোদের মতন তাহাদের দুর্দ্দশা হইবে। তবে আদিম-অধিবাসীরা মুষ্টিমেয় বলিয়া একটা বিশেষ বর্ণ-সমস্যা বা জাতি-সমস্যার আন্দোলন উপস্থিত করে নাই। তাহাদের দশা "রঙীন" জাতিদের দশার সহিত একীভূত হইয়াছে। মিশ্রিত রক্তের ইণ্ডিয়ান ব্যক্তিগতভাবে উন্নতিলাভ করিয়াছে কিন্তু সে অবস্থা উক্ত ব্যক্তি "শ্বেত-পুরুষ"-রূপে পরিচয় দিয়া সংঘটন করিতে সমর্থ হইয়াছে। যেরূপ কোন ব্যক্তির ধমনীতে একবিন্দু নিগ্রো-রক্ত থাকিলে সে ব্যক্তি "রঙীন" ব্যক্তি বলিয়া নিগ্রোজাতি মধ্যে পরিগণিত হয়, সেইরূপ কোন ব্যক্তির ধমনীতে ইণ্ডিয়ান-রক্ত প্রবাহিত হইলে সে ইণ্ডিয়ান জাতিমধ্যে গণ্য হইবে, যদিচ অনেকস্থলে ইহার ব্যতিক্রম হয়। বোধ হয় যাঁহারা "নাগরিক" অর্থাৎ tribal systemএর বহিভূর্ত তাঁহারাই শ্বেত-সমাজে মিলিত হইবার সুবিধা পান। নিগ্রো-রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে ইণ্ডিয়ান রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তির এই পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ঔপনিবেশিক যুগে যাহারা মাতার দিক দিয়া ইণ্ডিয়ান রক্ত পাইয়াছেন তাহাদের

সন্ততিগণ অনেকস্থলে ধনী হইয়া শ্বেত-সমাজে গৃহীত হইয়াছে —যদিচ ইহার ব্যতিক্রমও দেখিয়াছি। অতি উচ্চশিক্ষিত শ্বেত-পুরুষ দেখিয়াছি যাহার প্র-পিতামহীর ধমনীতে কিঞ্চিৎ ইণ্ডিয়ান-রক্ত প্রবাহিত হইবার জন্য সে শ্বেত-জাতিচ্যুত হইয়াছে এবং আইনতঃ ইণ্ডিয়ান জাতিভুক্ত হইয়া রহিয়াছে! এইসব বিষয়ে যুক্ত-সাম্রাজ্যে "Caste"-প্রথা সৃষ্টি হইয়াছে।

আদিম-অধিবাসীকে ইণ্ডিয়ানরূপে আমেরিকায় উন্নত হইবার আর কোন সুযোগ নাই। সর্ব্বত্রই শ্বেত-জাতির প্রাধান্য বিরাজ করিতেছে—যদিচ ব্রেজিলে রং-বিদ্বেষ নাই বলিয়া শ্বেতজাতির একাধিপত্য নাই। তথায় মিশ্রিত-রক্তের ব্যক্তিরাই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীরূপে বিরাজ করিতেছে এবং শাসন-বিভাগ দখল করিয়া আছে; কিন্তু মিশ্রিত রক্তের এই মলিন বর্ণের ব্যক্তিরা নিজেদের Blanco (শ্বেতকায়) বলিয়া অভিহিত করেন এবং বিশুদ্ধ রক্তের নিগ্রোদের "Nigger" বলেন! এবং তদ্রূপ আদিম-অধিবাসীর রক্তমিশ্রিত বর্ণসঙ্করেরা নিজেদের Spaniala বলেন এবং ইণ্ডিয়ানদের সহিত রক্ত-সম্পর্ক অস্বীকার করেন! দক্ষিণ-আমেরিকার সর্ব্বত্র গভর্ণমেণ্ট শ্বেত-জাতীয় ঔপনিবেশিকদের সমাদরে দেশে গ্রহণ করে। তাহারা শ্বেত-রক্ত দেশে আনয়নের জন্য বিশেষ তৎপর!

প্রাচ্য সমস্যা।

বিগত বিশ বৎসর প্রাচ্য-ভূখণ্ডের ঔপনিবেশিকদের লইয়া আমেরিকায় একটি মহা-সমস্যার উদয় হইয়াছে। শুনা যায়, ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ দেশের গভর্ণমেণ্ট লোকশূন্য মিশিশিপি উপত্যকায় আবাদ করিবার জন্য প্রাচ্যের ঔপনিবেশিকদের আহ্বান করিত ; কারণ, তৎকালে ইউরোপ হইতে এত লোকের আমদানী হইত না। কিন্তু ইউরোপ হইতে যতই শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকদের আগমন হইতে লাগিল, প্রাচ্যদের প্রতি বিরাগ তত বাড়িতে লাগিল !

প্রাচ্যদের মধ্যে জাপানী ও চীনা লোকেরা পশ্চিমভাগে বিশেষ করিয়া আগমন করিতে থাকে। তাহারা অবস্থানুসারে কুলী, কৃষি, ছোট দোকানদার প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে থাকে। আর পূর্ব্বদিকে, তুর্কি, ইরাণ হইতে নির্য্যাতিত খৃষ্টানেরা অর্থাৎ তুর্কি হইতে আরমানী, সিরিয়, গ্রীক খৃষ্টানেরা এবং ইরান হইতে আরমানী ও নেষ্টোরীয় খৃষ্টানেরা আসিয়া বসবাস করিতে থাকে। কিন্তু ইহারা শ্বেতবর্ণের ও খৃষ্টান বলিয়া একটা সমস্যার উদয় করে নাই ! ইহাদের সন্তান সন্ততিগণ আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করিয়া পাকা ১০০% (একশত ভাগ) আমেরিকান হইয়াছে এবং এবম্প্রকারের আরমানী যুবককে

"অ্যাংগ্লো-সাক্সনত্বের" বড়াইও করিতে দেখিয়াছি। অবশ্য সাধারণতঃ প্রাচীন ঔপনিবেশিকদের বংশধরগণের মধ্যে যে ইহাদের বিপক্ষে সামাজিক-বিদ্বেষ নাই তাহা নহে; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কেহ কেহ উচ্চ আমেরিকান সমাজে মেশামেশি করেন এবং ইহাদের কোথাও রং-বিদ্বেষজনিত অসুবিধা ভুগিতে হয় না। আমেরিকায় সমস্যা কেবল প্রাচ্যের তথা-কথিত রঙীণ বর্ণের জাতিসমূহ লইয়া!

জাপানী ও চীনাদের বিপক্ষে রং-বিদ্বেষ থাকিলেও তাহারা স্বাধীন জাতি বলিয়া গভর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রতি যথেচ্ছাচার করিতে পারে না। তাহাদের গভর্ণমেণ্ট 'Gentleman's agreement' দ্বারা যুক্ত-সাম্রাজ্যের গভর্ণমেণ্টের সহিত ঔপনিবেশিকদের আগমনের বিষয় একটা পাকা বন্দোবস্ত করিয়াছে। ইহার অর্থ, বৎসরে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে জাপানী ও চীনাবাসী আমেরিকায় প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু অনেক চীনা যদি উত্তর ও দক্ষিণ দিয়া আমেরিকায় গুপ্তভাবে প্রবেশ করে, পুলিশ তাহা অবগত হইলে তাহাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দেয়। জাপানীদের বিরুদ্ধে বেশী অত্যাচারের কথা শ্রবণ করা যায় না। একবার শুনা গিয়াছিল যে, কালিফোর্ণিয়াতে শ্বেতকায় কুলীর দল প্রাচ্যদের ভীষণ-ভাবে আক্রমণ করে, উদ্দেশ্য তাহাদের ঐস্থান হইতে উৎপাটন করা। কারণ, প্রাচ্যেরা নাকি অল্পাহারে কারখানায়

কুলীগিরি করে অথবা চাকরীক্ষেত্রে শ্বেত-কুলীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে! এইসময়ে জাপানীরা দৃঢ়ভাবে এই আক্রমণের প্রতিরোধ করে। কিন্তু ঐস্থানে যে সব শিখ বাস করিত তাহাদের বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়, "The Hindus cried like babies"! ভারতীয়দের এবম্প্রকারের আচরণের বিষয় 'হিন্দু'ছাত্রদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া অবগত হই যে, শিখেরা হঠাৎ "শ্বেতকায়" কুলীদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছিল, কিন্তু ইহার পরে যখন ষ্টকটন বা অন্য একটি ক্ষুদ্র সহরে আক্রান্ত হয়, তৎকালে তাহারা পূর্ব্ব হইতে সংগৃহীত বন্দুক দ্বারা শ্বেত-কুলীদের তাড়া দেয়। তাহার ফলে শেষোক্তেরাই পলায়ন করে।

চীনাদের উপর অনেক অত্যাচার করা হইয়াছে বলিয়া জনরব আছে। সান্‌ফ্রান্সিস্কোর দিকে একবার এক চীনা-পাড়া শ্বেতাঙ্গ কুলীরা বোমা দিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে! প্রাচ্যদের বিপক্ষে আইরিশ জাতিই বিশেষ বিদ্বেষ দেখায়। তাহারাই চীনাদের "bluddy furriner" বলে, যদিচ তাহারা নিজেরাও বিদেশী! আমেরিকায় আইরিশরা সর্ব্বত্র উৎকটভাবে রং-বিদ্বেষ প্রকাশ করে। নিউ ইয়র্কে তাহারা প্রথম আসিয়া নিগ্রোদের দেখিয়া তাহাদের বিপক্ষে বিশেষভাবে রং-বিদ্বেষ ভাব পোষণ করে এবং রাজনীতিক্ষেত্রেও তাহা প্রকাশ করে। ইহারা নিজেরা

এতদিন গোলামের জাতি ছিল বলিয়া গোলামীর মনস্তত্ত্বানুসারে পদদলিত ও নির্য্যাতিত অন্য জাতিসমূহের প্রতি সুযোগানুসারে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে। গোলামই গোলামের প্রতি অত্যাচার করে—ইহা জগতের বাস্তব ঘটনা! আইরিশ জাতির মধ্যে রং-বিদ্বেষ এত প্রবল যে, আমেরিকাস্থিত আইরিশ ন্যাশন্যালিষ্টদের মুখপত্র "Gaelic American"-এর সহকারী সম্পাদক ভারত-বন্ধু ৺জর্জ্জ ফ্রিমান মহোদয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তিনি আমেরিকায় আসিবার পূর্ব্বে আমেরিকায় প্রবাসিত আইরিশ ন্যাশন্যালিষ্টদল ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, "what do we care for them, they are a colored people"!

জাপানী ও চীনাদের বিপক্ষে বিদ্বেষ থাকিলেও তাহাদের অনেকে তথায় রোজগার করিয়া বেশ ধনী হইয়াছেন। কালিফোর্ণিয়াতে একজন জাপানী ধনীকে তথাকার সংবাদ-পত্রে "potato king" বলিয়া সম্বোধিত করা হয়। তিনি আলুর চাষ ও তাহার কারবার করিয়া অর্দ্ধ মিলিয়ন ডলার (পঞ্চদশ লক্ষ টাকা) উপায় করিয়াছেন। একজন চীনা ধনী একটা বৃহৎ department store স্থাপন করিয়াছেন। তৎপর জাপানী যুবকদের সর্ব্বত্র চায়ের কারবার করিতে দেখিয়াছি; এবং আমি আমার ঐ দেশে অবস্থানকালে সব সহরেই চীনাদের

ধোপার কার্য্য করিতে দেখিয়াছি। চীনা ধোপারা শ্বেতকায় ধোপাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীত্ব করিয়া সস্তায় কাপড় কাচিত, ধোলাইয়ের দরের মধ্যে ছেঁড়া কাপড়ও মেরামত করিয়া দিত এবং ধোলাই কাপড় শীঘ্র শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিত।

ইহার পর আসে, ভারতবর্ষীয়দের কথা। সমস্ত প্রাচ্য-দের অপেক্ষা ভারতবাসীদের অবস্থা অতি খারাপ। প্রথমতঃ, তাহাদের পশ্চাতে একটি জাতীয় রাষ্ট্রীয় শক্তি না থাকাতে তাহাদের ইহজগতে "মা-বাপ" নাই! দ্বিতীয়তঃ, যে শ্রেণীর ভারতবাসী স্বদেশের বাহিরে কুলী-মজুর বা ফিরিওয়ালা কারবারী হইয়া যান, তাঁহারা বিদেশে গিয়া তৎদেশানুযায়ী বাহ্যিক আচার-ব্যবহার, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি গ্রহণ না করায় সেই দেশের লোকমধ্যে ঘৃণার উদ্রেক করেন। তৃতীয়তঃ, নূতন দেশের অধিবাসীর সহিত আর্থনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য স্বভাবতঃই রেষারেষী হয়। এই সব কারণে "হিন্দুদের" (আমেরিকায় সমস্ত ভারতবাসীই হিন্দু; "ইণ্ডিয়ান" বলিলে তথাকার আদিম অধিবাসীকে বুঝায়) উপর অত্যাচার বেশী হইয়াছে।

যুক্ত-সাম্রাজ্যের পূর্ব্বদিকে পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধি কারবারীরা চোগা-চাপকান পরিয়া কারবার করিতে আসিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহারা অর্থোপার্জ্জনও বেশ করিতেন; কিন্তু আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট নাকি পরে তাঁহাদের আর

সেদেশে প্রবেশ করিতে দেয় নাই বলে, "তোমরা এদেশে অবস্থান করিবে না, নিজদেশে আমাদের টাকা লইয়া যাইতেছ, আর আসিতে দিব না!" ইহার পর, পূর্ব্বে ও দক্ষিণে পশ্চিম-বাঙ্গালার মুসলমান-বাঙ্গালীরা গিয়া কারবার করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহারা linen কাপড়ের উপর সূচীকার্য্যকরা কাপড় বেঁচেন। দেশেতে বাড়ীর মেয়ে দ্বারা লিনেন কাপড়ের উপর ছুঁচের কার্য্য করা মেয়েদের skirt, blouse, রুমাল, টেবিল ঢাকার জন্য কাপড় প্রভৃতি ইঁহারা বাড়ী বাড়ী গিয়া বিক্রয় করেন। দক্ষিণে নিগ্রোদের মধ্যেই ইঁহারা বেশী মাল বিক্রয় করেন। ইঁহারা অশিক্ষিত বলিয়া এবং ভারত-বাসীসুলভ স্বভাবতঃ রক্ষণশীলতার জন্য প্রথমে বিদেশে তৎদেশানুযায়ী নিজেদের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। সেইজন্য শ্বেতাঙ্গদের নিকট ঘৃণার পাত্র হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ, দক্ষিণ রং-বিদ্বেষের কেন্দ্রস্থল, দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদের অনেকে মলিন বর্ণের লোক, তৃতীয়তঃ, তাঁহাদের আচার ও পরিচ্ছদ অদ্ভুত প্রকারের; এই সব মিলিত হইয়া তাঁহাদের বিপক্ষে অপছন্দতার উদ্রেক করিয়াছিল। তাঁহারা কোন হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট, কিনো, আইসক্রীম (মালাই বরফ) খাইবার স্থানে ও নাপিতের দোকানে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পাইতেন না। তাঁহারা নিজেরাই পরস্পরের চুল কাটিতেন, একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় স্বপাক করিতেন,

এবং কেহ কেহ নিগ্রো-রমণীও বিবাহ করিয়াছেন (ইঁহাদের মধ্যে একটি গৌরবর্ণের যুবক এক শ্বেতাঙ্গিনীকে অনেক গোলমালের পর সহধর্ম্মিণী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন!) ইঁহারা যেমন সর্ব্ববিষয়েই রক্ষণশীল ছিলেন, ধর্ম্মবিষয়েও তদ্রূপ। বিদেশে মুসলমান-মতানুসারে আহারাদি করিতেন, কিন্তু ইঁহারা যথেষ্ট উপায় করিয়া স্বদেশে ধন প্রেরণ করিতেন। বহু বৎসর পরে, জনকতক হিন্দু বাঙ্গালী ছাত্র তাঁহাদের মধ্যে গিয়া তাঁহাদের সহযোগে কারবার করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহাদের আমেরিকান পরিচ্ছদ পরিতে অনুরোধ করেন। ইহার ফলে, উক্ত দলের যুবকেরা আমেরিকান ভদ্রলোকের প্রথানুযায়ী পরিচ্ছদ পরিধান করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু শিরোপরি সকলেই ভারতীয় গোলটুপী পরিধান করেন। এই শিরাচ্ছাদন দ্বারাই তাঁহাদের "জাতি" বাঁচিয়া যায় অর্থাৎ সাধারণে তাঁহাদের নিগ্রো হইতে পৃথক্ করিতে সমর্থ হয়। এই শিরস্ত্রাণেরও একটি ইতিহাস আছে। দক্ষিণে নিগ্রোদের জন্য রেলে Jim-crow-car-এর ব্যবস্থা আছে। তাহারা শ্বেতাঙ্গদের জন্য নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে চড়িতে পায় না, কিন্তু রেলের পশ্চাৎদিকে তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট গাড়ী সংযুক্ত থাকে যাহাকে উপরোক্ত নামে অভিহিত করা হয়। অনেক সময় অনেক ভারতবাসীকে বাধ্য হইয়া এই গাড়ীতে চড়িতে হয়। এক সময়ে দক্ষিণের নিউ অর্লিয়ন্স নামক সহরে

কতিপয় মুসলমান-বাঙ্গালী শ্বেতাঙ্গদের জন্য নির্দ্দিষ্ট গাড়ী চড়েন এবং রেল কণ্ডাক্টার তাঁহাদের জোর করিয়া তথা হইতে নামাইবার চেষ্টা করিলে তাঁহারা মারামারি করেন এবং রক্ত-পাতও হয়। ব্যাপারটা গুরুতর হওয়াতে পুলিশ কোর্টে তাহা নীত হয় কিন্তু তথায় "হিন্দুরা" ককেশীয় জাতি; অতএব তাঁহাদের শ্বেতাঙ্গদের গাড়ীতে আরোহণ করিবার অধিকার আছে বলিয়া স্থিরীকৃত হয় এবং ভবিষ্যতে পাছে তাঁহাদের নিগ্রো বলিয়া ভ্রম করে এইজন্য ভারতীয় টুপি পরিবার চাল আরম্ভ হয়। তৎপরকাল হইতে গোল টুপি মাথায় ব্যক্তিকে হিন্দু বলিয়া নিগ্রো হইতে পৃথকভাবে গণ্য করিতে আরম্ভ করে এবং অনেক জায়গায় ইহার দ্বারা সুবিধাও প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিউ ইয়র্কে ৺মাইরন ফেলপ্স্ মহাশয় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "India House"এ যখন ভারতীয় ছাত্রেরা অবস্থান করিতেন, তৎকালে তৎনগরের আর্টিষ্ট ও ভারত-বন্ধু Edmund Russel মহাশয় (ইনি ভারতে কতিপয় বৎসর যাপন করিয়াছেন এবং "Lays of ancient Ind" নামক কাব্য-পুস্তক রচনা করিয়াছেন) ভারতীয় ছাত্রদের পাগড়ী পরিধান করিয়া রাস্তায় বাহির হইতে উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি বলিতেন, তাহা হইলে রাস্তার লোক হিন্দুদের বিদেশী বলিয়া জ্ঞাত হইবে ও শ্রদ্ধা করিবে। সেদেশে রং-বিদ্বেষের কথা উত্থাপন করিলে, তিনি একবার পাল্টা জবাব দিয়া

বলিয়াছিলেন, ভারতেও তিনি তাঁহার হিন্দু বন্ধুদের নিকট এবম্প্রকারের ব্যবহার পাইয়াছিলেন। একবার বোম্বাইতে তাঁহার কোন হিন্দু বন্ধু তাঁহাকে আহারে নিমন্ত্রণ করিয়া একসঙ্গে আহার করেন নাই। তাঁহার জন্য গৃহস্বামীর পাচক হইতে "আলাদা লোক দিয়া খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া, আলাদা কার্পেটের উপর আলাদা টেবিলে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল"; এবং নিমন্ত্রণকারক পৃথক্ বসিয়া আহার করিয়াছিলেন! তিনি কোন বন্ধুর রান্নাঘরে বা অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার লাভ করেন নাই বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন। তবে, ইহা হিন্দুর সামাজিক আচার বলিয়া তিনি তাহা মান্য করিয়াছিলেন। আর একটি মহিলা, যিনি প্রাচ্যে কথঞ্চিৎ ভ্রমণ করিয়াছেন তিনি আমাদের একবার বলিয়াছিলেন, "আপনারা আমেরিকার রং-বিদ্বেষের কথা বলেন, কিন্তু আপনাদের দেশের আচারের কথা উল্লেখ করেন না কেন? চীনে আমাকে ছেলেরা ঢিল ছুঁড়িয়া মারিয়াছে, আর ভারতে কোন হিন্দু-মন্দিরে আমরা প্রবেশ করিলে সমস্ত বাড়ীটাই অপবিত্র হইয়া যায়।" আমার জনৈক অধ্যাপক একবার পশ্চিমদিকে বেড়াইতে গিয়াছিলেন এবং তথায় কোন এক কৃষিক্ষেত্রে শিখ-মজুরদের কার্য্য করিতে দেখেন। তিনি আমায় এই গল্প বলেনঃ—"আমি পাগড়ী-পরা লোকদের মাঠে কার্য্য করিতে দেখিয়া ক্ষেত্রস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা

কে ? ইহারা ত চীনা বা জাপানী নয় !" ক্ষেত্রস্বামী উত্তর-প্রদান করিলেন, ইহারা "হিন্দু"। তৎপরে বলিলেন, "These brutes are very obstinate"। আমার অধ্যাপক বলিলেন, পশ্চিমের Farmer-দের ভাষা স্বভাবতঃই কদর্য্য, সেই ভাষাতে (অবশ্য আসলে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার কতকটা নিশ্চয়ই অধ্যাপক আমার নিকট গোপন করিয়াছিলেন !) সে আমায় বলিল, ইহারা বড় নোংরা। ইহারা কার্য্য করিবার সময় ইহাদের "লোটা" আমার রোয়াকে রাখিয়া যায়; তাহা অপরিষ্কার দেখিয়া আমার স্ত্রী দয়াপরবশ হইয়া একবার তাহা মাজিয়া দেন; কিন্তু গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় হিন্দুরা লোটা পরিষ্কৃত দেখিয়া তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। ক্ষেত্রস্বামী ইহার অর্থ করিলেন যে, হিন্দুরা স্বভাবতঃ এতই নোংরা যে, অপরে দয়া করিয়া ইহাদের দ্রব্য পরিষ্কার করিয়া দিলেও তাহার মর্ম্ম তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। এই গল্পের উত্তরে অধ্যাপককে আমি যখন বলিলাম, ইহার অর্থ তাহা নহে—ইহা হিন্দুর ছুঁৎমার্গের কথা ! অধ্যাপক উত্তর প্রদান করেন, আমি তাহা বুঝি, কিন্তু ঐ ক্ষেত্রস্বামীর নিকট এই আচারের কথা অজ্ঞাত।

রং-বিদ্বেষ একদিক দিয়া প্রকাশ পায় না। তথাকথিত শ্বেতাঙ্গ-জাতি যখন তথাকথিত রঙ্গীণ জাতির বিপক্ষে

রং-বিদ্বেষ প্রকাশ করে তখন প্রথমোক্ত জাতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না যে এই ঘৃণা বা অপছন্দতা উভয়তঃই রহিয়াছে! শ্বেতাঙ্গের রং-বিদ্বেষের মূলে ও রঙ্গীণ ব্যক্তির ধর্ম্ম বা সমাজ-বিদ্বেষের মূলে একই তথ্য নিহিত রহিয়াছে—তাহা জাতি-বিদ্বেষ অর্থাৎ একটি বিশিষ্ঠ শারীরিক লক্ষণাক্রান্ত জাতি নিজ হইতে পৃথক্ লক্ষণাক্রান্ত জাতিকে "বিভিন্ন" ভাবিয়া অপছন্দ করিতে পারে, আবার অনেক স্থলে আর্থ-নীতিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা এই অপছন্দতার মূল কারণরূপে নির্দ্ধারিত হয়।

আমেরিকার Immigration Department (উপনিবেশ সম্বন্ধীয় বিভাগ) ভারতবাসী ঔপনিবেশিকদের সম্বন্ধে এই রিপোর্ট দিয়াছেন যে, ইহারা আমেরিকায় ধনোপার্জ্জনের জন্য আসিয়াছে এবং অনেকে জাহাজ হইতে উত্তরণ করিবার কালে ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে তীব্র অনুযোগ করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের exiles (রাজনীতিক প্রবাসিত) বলিয়া গণ্য করিবার কোন হেতু নাই। হিন্দুরা জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করে না, বড় নোংরা থাকে ইত্যাদি। কিন্তু ভারতের পার্ব্বত্য পাঠান জাতীয় দুই শত জন আমেরিকায় আসিয়াছে, তাহারা আমেরিকান পরিচ্ছদ পরিধান করে। এইজন্য তাহারা সাধারণের মধ্যে মিশিয়া থাকিতে পারে এবং একটা সমস্যার উদয় করে নাই। তাহারা

ফেরিওয়ালার কার্য্য ও ক্ষুদ্র দোকানপাট করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে।

অ-ভারতীয় মুসলমানেরা বাহ্যিক আচার-ব্যবহারে ও পরিচ্ছদে ভারতীয় মুসলমানদের ন্যায় গোঁড়া নহে; এইজন্য নিজেদের দেশের বাহিরে তাহারা নূতন দেশানুযায়ী আচার ও পরিচ্ছদ গ্রহণ করে। আমেরিকায় তুর্কির মুসলমান ও আরবেরা কোন সমস্যা উদ্ভব করে না। প্রথমতঃ, তাহারা গাত্রবর্ণে দক্ষিণ-ইউরোপীয়দের ন্যায় (বস্তুতঃ তাহারা সেই মূল জাতি হইতে সমুদ্ভূত, কেবল ধর্ম্ম বিভিন্ন); দ্বিতীয়তঃ, তাহারা বাহ্যিক আমেরিকান আচার ও পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া শ্বেত-জনসাধারণের মধ্যে মিশিয়া থাকে। তবে, তাহাদের ঐদেশে প্রবেশকালে স্বীকার পাইতে হয় যে তাহারা বহুপত্নিকি নহে! পার্ব্বতীয় পাঠানেরাও আমেরিকান জনসাধারণের মধ্যে মিশিয়া থাকিত। একবার একটি পাঠান কোন হিন্দু বাঙ্গালী ছাত্রকে বলিয়াছিলেন—অমুক সাহেব, এই শিখেরা আমাদের কথা শুনে না, আপনি ইঁহাদের স্বধর্ম্মীয় লোক, ইঁহাদের বুঝাইয়া বলুন যে, বিলাতে আসিয়া সেই দেশের কাপড় পরা প্রয়োজন। কিন্তু ছাত্রটি ইহার উত্তরে বলেন, ইঁহারা আমার কথা শুনেন না, আপনি ইঁহাদের সঙ্গে কর্ম্ম করেন, আপনি বুঝাইয়া বলুন। ইহাতে খাঁ সাহেব, একটি শিখকে বলেন, "সিংহ সাহেব, বিলাতে আসিয়াছেন, বিলাতি চালচলন

দরকার, বিলাতি পরিচ্ছদ পরিধান করা প্রয়োজন।” তাহাতে সিংহ সাহেব প্রত্যুত্তর করেন, “তু গলামে লাঙ্গোটি (neck-tie) কাহে পিনা হ্যায়!” (ইহার অর্থ বোধ হয় এই—বিলাতে আসিলেই কি উল্টা চাল করিতে হইবে, যথা, ভারতীয় লেঙ্গোটি বিলাতি neck-tie করিয়া গলায় পরিতে হইবে? কিন্তু লেঙ্গোটি ও নেক্‌টাই বিভিন্ন দ্রব্য)।

ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের বাহ্যিক আচার-ব্যবহার ও পোষাক-পরিচ্ছদ লইয়াই পৃথিবীর অনেক স্থলে বিশেষ গোলমাল হইয়াছে। প্রথমতঃ, যে সব ঔপনিবেশিক কুলীরূপে বিদেশে গিয়াছেন তাঁহাদের সভত্যা অতি নিম্ন-স্তরের। নেংটিই কাহারও গাত্রাচ্ছাদনের জন্য পরিচ্ছদের কর্ম্ম করে এবং সেই অবস্থায়ই তাঁহারা রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ান। স্বভাবতঃই ইহাতে শ্বেতাঙ্গ-সমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। আমেরিকায় একজন ভারতবাসীর পর্ত্তুগিজ-স্ত্রী আমাদের বলিয়াছিলেন, ডেমেরারায় (দক্ষিণ আমেরিকায়) হিন্দু-কুলীদের দেখিয়াছি তাহাদের শরীরে কোন গাত্রবস্ত্র নাই, কেবল লজ্জা-নিবারণের জন্য একটি নেংটি পরিধান করিয়া রাস্তায় বেড়ায়। আবার, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বিতাড়িত একজন মুসলমান-বাঙ্গালী বণিক আমেরিকাতে আমার সহিত দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় ঔপনিবেশিক সম্বন্ধীয় সমস্যাবিষয়ে বলিয়াছিলেন, ভারতবাসীদের আচার

ও পরিচ্ছদই প্রথমতঃ শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক করিয়াছিল। অনেকে নেংটি পরিয়া রাস্তায় শুইয়া থাকিত; তাহাদের গাত্রে পরিচ্ছদ নাই, আহার-বিহার অদ্ভুত। কাজেই শ্বেতাঙ্গ-সমাজ তাহাদের স্বদেশে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। যে সব দেশে ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা গমন করিয়াছেন, সেই সব দেশের শ্বেতাঙ্গ-সমাজ যেপ্রকারে তথাকার আদিম-অধিবাসীদের স্বীয় সমাজভুক্ত করে নাই, ভারতীয়দেরও তদ্রূপ ছুঁৎমার্গ অবলম্বন করিয়া দেশের বাহির করিয়া দিতে চায়। উভয়স্থলেই একই কারণ বর্ত্তমান। আমেরিকান Immigration Department উপরোক্ত রিপোর্টে রং-বিদ্বেষের কথায় বলিয়াছে, "শ্বেতাঙ্গদের যেঁসব দেশে ভারতীয়েরা গিয়াছে সেই স্থানেই শ্বেতাঙ্গ-জাতি তাহাদের বিপক্ষে রং-বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছে, যথা—দক্ষিণ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া। আমেরিকায় তাহাদের বিপক্ষে রং-বিদ্বেষ আমেরিকার বিশেষত্ব নহে। ইহাতে বোধগম্য হয় যে, শ্বেতাঙ্গ-জাতি পৃথিবীর যে কোন স্থানে রঙ্গীণ জাতির সহিত সংস্পর্শে আসিতে অনিচ্ছুক এবং আসিলে রং-বিদ্বেষ প্রকাশ করে!"

শ্বেতাঙ্গ-জাতির স্বভাবতঃই রঙ্গীণ জাতির প্রতি একটা inhibition আছে কিনা অর্থাৎ শেষোক্তকে দেখিলেই প্রথমোক্তের কুর্ম্মাবস্থা গ্রহণ করা স্বাভাবিক কিনা, তাহা এই

স্থলের তর্কের বস্তু নহে। কিন্তু ইহা সত্য যে ভারতীয় কুলীশ্রেণীর আহার, বিহার, পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিদেশে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছে। আমেরিকায়, এই ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের প্রথমাবস্থায় আহার, বিহার, নৈতিক চরিত্র বিষয়ে অনেক আপত্তিজনক কথা শ্রবণ করা যায়। অবশ্য এই সব কথা ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তাঁহারা বলিয়াও এই ঔপনিবেশিকদের ব্যবহার বদলাইতে পারেন নাই। কোন অ-বাঙ্গালী প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আমায় কোন বাঙ্গালীর নামে অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, তিনি ও তাঁহার বন্ধুরা শিখদের নিকট অর্থগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদের উন্নতিকল্পে কোন ব্যবস্থা করেন নাই। আবার অন্যেরা বলেন কোন শিখ ভদ্রলোক ধর্ম্মের নাম করিয়া এই অজ্ঞদের শোষণ (exploit) করিতেন! তিনি আসিয়া ইহাদের গোঁড়ামি আরও বাড়াইয়া দেন, স্থানে স্থানে গুরুদ্বার স্থাপিত করা হয়, কিন্তু শিখদের আমেরিকার উপযোগী পরিবর্ত্তনকল্পে কোন উদ্যোগ করা হয় নাই! একজন মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোক পৃথিবী পর্য্যটনকালে ভানকুবার (কানাড়া) হইয়া যুক্ত-সাম্রাজ্যে আসেন। তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, তথায় দেখিলাম, শিখদের মধ্যে শতকরা ৩০জন লোক ক্ষয়কাশে ভুগিতেছে, তাহার প্রতিকারের কোন চেষ্টা হইতেছে না, কিন্তু তথায় এক গুরুদ্বার স্থাপিত করা হইয়াছে! শুনিয়াছি,

পাগড়ী-পরা হিন্দুদের উপর পশ্চিমদিকে এত ঘৃণা যে, অনেক হাস্পাতালেও হিন্দু রোগীদের লইতে অস্বীকার করিত।

পাগড়ী-পরা পায়জামা পরিহিত হিন্দুদের নানাভাবের ফটোগ্রাফ লইয়া সংবাদপত্রেও ব্যঙ্গ করাও হইত। একবার এক সংবাদপত্রে জনৈক হিন্দুর ফটোগ্রাফ তুলিয়া তাহার পদ-তলে নিম্নলিখিত লাইনটি বড় অক্ষরে ছাপাইয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল, "These are the Hindus who want to be our citizens"। ব্যাপারটি এই, কোন এক শিখ-শ্রমিক এক ব্যাঙ্কের সিঁড়িতে উপবেশন করিয়া রৌদ্র পোহাইতেছিল এবং সেই সঙ্গে তাহার মাথার পাগড়ি খুলিয়া চুলের উকুন মারিতেছিল। সেই অবস্থায় কোন সংবাদপত্রের রিপোর্টার তাহার ফটোগ্রাফ লইয়াছিল। পাগড়ির উপর আমেরিকান-দের বিশেষ রাগ, তাহারা ভাবে, ইহা মাথায় পটি বাঁধিবার (bandage) ন্যায় দেখায়। আর হিন্দুস্থানী "পায়জামা" সেদেশে অন্তর্বাসরূপে ইজারের ভিতর পরিধান করে। পায়জামা পরিধান করাকে তাহারা অর্দ্ধ-উলঙ্গতা বলে।

আমেরিকানদের এবম্প্রকারের সমালোচনা যৌক্তিক কিনা, উচিত কি অনুচিত, তাহা এস্থলের তর্কের বস্তু নহে। বাস্তব ঘটনা এইস্থলে বিবৃত হইল। আমেরিকানেরা চায়, যে সব বৈদেশিক তাহাদের দেশে বসবাস করিবে তাহারা যেন আমেরিকান-ভাবাপন্ন হয় ও সেই দেশের সভ্যতা গ্রহণ

করে। কারণ, নানা দেশের লোক, বিভিন্ন প্রথা ও আচার সেই দেশে আমদানী করিলে, আমেরিকার একজাতীয়তার (nationality) পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে। পূর্ব্ব এক অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে আমেরিকানেরা তাহাদের দেশকে দ্রবকটাহ (melting pot) বলে; তাহারা চায় সকলেই সেই কটাহে দ্রবীভূত হইয়া আমেরিকানত্ব প্রাপ্ত হয়। অবশ্য একজাতীয়তা গঠন সঙ্কল্পে তাহাদের দাবী অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তথাকার জনসাধারণ ইহাপেক্ষা আর এক বড় তর্ক উত্থাপন করে—তাহা তথাকার সমাজে ভিন্ন জাতিদের জীর্ণিভূত করিবার সমস্যা। আমেরিকানেরা বলেন, তাঁহারা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ইউরোপের শ্লাভ ও গ্রিকো-লাটিনদের, টিউটনিক জাতি স্থাপিত সমাজে জীর্ণ করিতে সমর্থ হইবে। কারণ তাহারা সবই ক্রিষ্টিয়ান এবং শ্বেতকায় জাতি; আমেরিকান চর্চ্চা ও আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিলে তাহাদের জীর্ণিভূত হওয়ার পক্ষে কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় না। আবার, পশ্চিম-এসিয়ার, শ্বেতকায় ক্রিষ্টিয়ানদের বিষয়েও তাহা প্রযুজ্য; কিন্তু ভারতবাসী, চীনা, জাপানী প্রভৃতি দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-এসিয়ার জাতিসমূহ বিদেশে নিজস্ব বা জাতীয় ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করে না, তাহারা অন্য জাতির সহিত জীর্ণিভূত হইতে চায় না, আমেরিকায় পৃথক্‌ভাবে থাকে ইত্যাদি। অতএব, তাহাদের সেদেশে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়াই

ভাল। এই পরম সমাজ-তত্ত্বীক সত্যটি আবার, অনেকের দ্বারা জীব-তত্ত্বীক ভিত্তি দিয়া লোকসমাজে জাহির করা হয়! তাঁহারা বলেন, "Germ-plasm-ই (জীবশক্তি) আসল জিনিষ, ইহা অপরিবর্ত্তনীয় ও উত্তরাধিকারসূত্রে লোকদ্বারা গৃহীত হয়। এক জাতির জীবশক্তি অন্য জাতির জীবশক্তি হইতে পৃথক্ এবং যদি সংমিশ্রিত হয় তাহা হইলে উচ্চ জাতি অধঃপতিত হয়। অতএব উচ্চ ও মহৎ শ্বেতাঙ্গ-জাতির জীব-শক্তি নীচ প্রাচ্যজাতির সহিত মিশ্রিত হইলে আমেরিকাস্থিত শ্বেতাঙ্গ-জাতির সর্ব্বনাশ হইবে ইত্যাদি (এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটি একজন senator কংগ্রেসে বারবার উত্থাপিত করিতেন)। আবার কোন কোন গ্রন্থকার স্পষ্টই লিখিয়াছেন, যাহাদের সহিত গাত্রবর্ণের ও আকৃতিতে কোন সাদৃশ্য নাই তাহাদের সহিত বিবাহও সম্ভব নহে এবং মিলনও বাঞ্ছনীয় নহে, তাহাদের সেদেশে প্রবেশ করিতে দেওয়া অনুচিত। এইরূপ নানাপ্রকারের অদ্ভুত সমাজ-তত্ত্বীক, জীব-তত্ত্বীক ও নর-তত্ত্বীক মত সৃষ্ট করিয়া সাধারণের মন প্রাচ্যদেশের বিপক্ষে বিষাক্ত করা হয়।

আমেরিকান কন্সটিটুশানানুসারে স্বাধীন শ্বেত-জাতীয় লোক (free whites) ও আফ্রিকার লোকেরা সেই দেশের নাগরিক হইতে পারে। ইহার ব্যাখ্যা এই দেওয়া হয় যে, স্বাধীন শ্বেত-জাতি অর্থে ইউরোপীয়, এবং দেশে যখন

আফ্রিকাসম্ভূত নিগ্রোরা বসবাস করে তখন আফ্রিকার জাতিরাও নাগরিক হইতে পারে। বিগত অন্তর্যুদ্ধের পর যখন নিগ্রো গোলামদের মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়, তৎকালে কন্সটিটুশানে ওই শেষোক্ত সর্ত্তটি যুক্ত করা হয়। এক্ষণে আইনের তর্ক উঠে "free whites" অর্থে কাহাদের বুঝায়? "আমেরিকান" নর-তত্ত্ব বা সাধারণের নরতত্ত্বের মত এই যে, শ্বেতাঙ্গ জাতিই ককেসিয় জাতি। কিন্তু ইহাতে আবার তর্ক উঠে "ককেসিয়" জাতি কাহাকে বলে? ইহার স্বরূপ কি? এইস্থলেই আমেরিকান রাজনীতিজ্ঞেরা ফাঁফরে পড়েন! নরতত্ত্ব মতে সেমিতিক, হামিতিক ও ইণ্ডো-ইউরোপীয় বা আর্য্য-ভাষী জাতিসমূহ এক পর্য্যয়ে পড়ে। ইহাদের ককেসীয় বা শ্বেতকায় জাতি কহে; কারণ এই সংজ্ঞার মধ্যে গণ্য জাতিসমূহ মধ্যে বেশীর ভাগই শ্বেতবর্ণের, যদিচ ভারতবাসী (কাশ্মীরি ব্যতীত), আরবদের কিয়দংশ, হামিতদের কথকাংশ মলিন বর্ণের। এক্ষণে আইনের কথা উঠে "free white" অর্থে কাহাকে বুঝায়? ভারতবাসীদের নাগরিকাধিকার লইয়া গোলমাল উপস্থিত হইলে সেই সময়ের হিন্দু ছাত্রেরা উপরোক্ত ওই কথার অর্থ লইয়া আদালতে বাদানুবাদ উপস্থিত করেন। ১৯০৭ খৃঃ বা তাহার অগ্রে একবার পশ্চিমের কোন আদালতে জনৈক হিন্দুর নাগরিক অধিকারপত্র গ্রহণকালে আদালত এই বলিয়া সেই পত্র দিতে অস্বীকার

করে যে, হিন্দুরা free whites নন! কিন্তু ছাত্রেরা ওয়াসিংটনে Federal government-এর তদানীন্তন Attorney-general Mr. Bonaparte-কে টেলিগ্রাম করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি বলুন, হিন্দুরা free whites কিনা?" এই টেলিগ্রামের কোন জবাব আসে নাই! আমেরিকান আদালত বলে, কন্সটিটুশানানুসারে yellow (পীত) জাতি (যথা—চীনা, জাপানী, মঙ্গোল, মালয় প্রভৃতি) ও brown বর্ণের জাতি (যথা—ভারতবাসী) নাগরিক অধিকার পাইতে পারে না; কারণ, কন্সটিটুশানে ইহাদের নাগরিকাধিকার প্রাপ্তি হইবার কথা উল্লিখিত নাই! কিন্তু বহু অগ্রে হিন্দুদের অনেকে নাগরিকাধিকার প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। তখন সেদেশে একটা হিন্দু-সমস্যার উদয় হয় নাই। পরে যখন হাজারে হাজারে শিখ-শ্রমিক তথায় যাইতে লাগিল এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জনসাধারণের ঘৃণার পাত্র হইল, সেই সময় হইতে হিন্দুদের নাগরিকাধিকার লইয়া আমেরিকান আদালত গোল করিতে লাগিল। এই গোলের সূত্রপাত এবম্প্রকারে আরম্ভ হয়! নাগরিক অধিকার লইবার প্রথম পত্র (first naturalization paper) লইবার সময়, declaration দিবার কালে আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের উপর রাজভক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য কায়দানুসারে টুপি খুলিয়া শপথ করিবার যে নিয়ম আছে সেই কায়দা একজন শিখ

ভদ্রলোকমাথায় পাগড়ি থাকার জন্য প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হন। সেইজন্য তিনি প্রথম পত্র পাইতে বঞ্চিত হন এবং সেই সময় হইতেই Immigration department-এর সঙ্গে ঝগড়া বাধে! আমি এই বিষয়ে কোন আমেরিকান উকিলকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিয়াছিলেন মাথায় পাগড়ির জন্য শপথ করিতে অপারগ বলিয়া প্রথম পত্র দিতে অস্বীকার করা ব্যাপার সম্পূর্ণ বে-আইনী।

পরে যখন হিন্দুদের নাগরিকাধিকার লইয়া আদালতে গোল বাধে তখনই "free white" কথার অর্থ কি এই লইয়া বাদানুবাদ হয়। ১৯১৪ খৃঃ চিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নর-তত্ত্বের অধ্যাপক Frederick Staar আমায় একবার একটি গল্প বলিয়াছিলেন যে, একবার তথাকার এক হিন্দু ছাত্রের নাগরিকাধিকার পত্র লইয়া আদালত গোল করে। সেই ছাত্রটি দাবী করেন যে, তিনি "free white"; আদালত সেই অর্থের মীমাংসা করিবার জন্য একটি full-bench-এ বিচার করিলেন এবং তাঁহাকে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করা হয়। তিনি ছাত্রটির গাত্র-অঙ্গ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, এই ব্যক্তি উক্ত সংজ্ঞাবাচক এবং তাঁহার মত পোষণার্থ ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ পুস্তক হইতে বহু বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন। তিনি বলিলেন, এই ব্যক্তির শারীরিক লক্ষণানুসারে পীত, কৃষ্ণ বা মলিন (brown) জাতির অন্তর্গত নহেন। কিন্তু

জজেরা বলিলেন ইনি ঘোর শ্যামবর্ণের সেইজন্য কি প্রকারে তাঁহাকে "শ্বেতপুরুষ" বলা যাইতে পারে। জজেরা বৈজ্ঞানিকের ব্যাখ্যা অস্বীকার করিয়া সেই হিন্দুকে নাগরিকাধিকার দিতে অস্বীকার করেন। অন্যদিকে, ১৯১১ খৃঃ নিউ ইয়র্কে আর একটি এবম্প্রকারের মকদ্দমা উপস্থিত হয়। তথাকার টাটা কোম্পানীর অধ্যক্ষ নাগরিকাধিকার লইবার জন্য চেষ্টা করেন, এবং আদালতে Immigration বিভাগ প্রথানুসারে আপত্তি করে। কিন্তু তাঁহার উকিল বলিলেন, অমুকের গাত্রবর্ণ মলিন (তিনি মলিনবর্ণের পার্শি) কিন্তু জাতির বর্ণ শ্বেত! তিনি শেষে "পারশীক" জাতিসম্ভূত বলিয়া অধিকার প্রাপ্ত হন এবং আদালত তাঁহার দৃষ্টান্ত হিন্দুদের প্রতি প্রযুজ্য হইবে না বলিয়া অনুজ্ঞা দেয়।

পরে, ১৯১৩ খৃঃ যৎকালে জাপানীদের সহিত নাগরিকাধিকারের প্রশ্ন লইয়া বিবাদ ঘোরতর হইয়া উঠিল, তৎকালে পশ্চিমদিকে একজন হিন্দু নিম্ন আদালত হইতে নাগরিকের পূর্ণাধিকার প্রাপ্ত হন এবং আরও কেহ কেহ তদ্রূপ প্রাপ্ত হয়। সেই সময় পূর্ব্বদিকের একস্থানের Immigration Departmentএর কর্ম্মচারীর মুখ হইতে শ্রবণ করি যে, সেই বিভাগ নিম্ন আদালতের সেই অনুজ্ঞা এই বিষয়ের শেষ মীমাংসা বলিয়া মানিতে রাজি নহে; বোধ হয় ইহার বিপক্ষে সেই বিভাগ হইতে Federal Supreme Courtএ আপীল

হইবে। কিন্তু আমার যতদূর মনে আছে তদ্রূপ কিছু হয় নাই। অন্যদিকে জাপানীরা হিন্দুদের এই বিজয়ের ব্যাপারকে নিজেদের সমস্যা সম্বন্ধে নজীর করে। সেই সময়ে তদানীন্তন জাপানী রাজদূত আমেরিকান বহির্দেশসম্বন্ধীয় (foreign affairs) মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, হিন্দুরা নাগরিকাধিকার পাইতেছে, তাঁহারাও পাইবেন না কেন? তাঁহাদের মধ্যে আইনু (Ainu) জাতির রক্ত বিদ্যমান আছে, আইনুরাও "আর্য্য" জাতি! জাপানীরা বরাবর জাপানের আদিম অধিবাসী আইনুদের ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে এবং তাহাদের উচ্ছেদ করিয়াছে। কিন্তু "শ্বেতজাতি" বলিয়া গণ্য হইবার নিমিত্ত তাঁহারা আইনুদের বংশধর বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য সে সময়ে বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন! আইনুরা আর্য্য এই গল্পের মূলে, এইটুকু সত্য যে, কোন কোন নরতত্ত্ববিৎ তাহাদের শ্লাভ জাতির জ্ঞাতি বলিয়াছেন; কিন্তু তাহাদের যথার্থ তথ্য এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। বরং উত্তর-পূর্ব্ব সিবিরিয়াতে রুষ ও আমেরিকান বৈজ্ঞানিকেরা Jessup expedition নামে যে নরতত্ত্বীক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন তাহাতে আইনুও এই স্থানের কতিপয় জাতিকে paleoarctic (আর্কটিক স্থানের সর্ব্বপ্রাচীন) জাতি বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। যাহাই হউক, তথাকথিত "পীত" জাতির কোন ব্যক্তি কখনও নাগরিকাধিকার প্রাপ্ত হন নাই।

ইহার পর, যুদ্ধের সময় আম্বুলেন্সে বা গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধীয় অন্য বিভাগে সাহায্য করিবার জন্য কতিপয় ভারতবাসী পূর্ণ নাগরিকাধিকার প্রাপ্ত হন। কিন্তু যুদ্ধের সময় একটি নূতন আইন দ্বারা ভারতবাসীদের আমেরিকা প্রবেশের পথ দুর্গম করা হইয়াছে এবং সুপ্রিম কোর্টের নূতন অনুজ্ঞা দ্বারা ভারতবাসীদের নাগরিকাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। এইবার সুপ্রিম কোর্ট "শ্বেত" জাতি শব্দের এই অর্থ করিলেন "শ্বেত" অর্থে man as he looks অর্থাৎ সেই ব্যক্তির যথার্থ গাত্রবর্ণ দেখিয়া তাহার জাতীয় "বর্ণ" নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

এই প্রাচ্য সমস্যার মূলে কি তথ্য নিহিত রহিয়াছে? অনেকের মত এই যে, নিগ্রোদের লইয়া একটা জটিল সমস্যা রহিয়াছে যাহার নিরাকরণের কোন উপায় আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইল না, ইহার উপর প্রাচ্য রঙ্গীণ লোকদের বসবাস করিতে দিলে রং-সমস্যা আরও জটিল হইবে। কেহ কেহ বলেন, তাহা হইলে সে দেশ কালে রঙ্গীণ লোকের দেশেই পরিণত হইবে। সেইজন্য পশ্চিমের অনেক ষ্টেটে নিগ্রো, চীনা, জাপানী, হিন্দু ও আদিম-অধিবাসীদের সহিত শ্বেত-রমণীদের বিবাহ আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। কেহ বলেন, আমেরিকা শ্বেত-জাতির দেশ, রঙ্গীণ লোকেরা সেস্থলে কেন আসিবে? আবার, অনেকে বলেন, প্রাচ্যদের সভ্যতা

আমেরিকানদের অপেক্ষা নিম্নস্তরের, তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যয়ের হার (standard of living) আমেরিকানদের অপেক্ষা নিম্ন এবং তাহাদের নৈতিক চরিত্রও হীন! এই সবের সমবায়ে তাহাদের নিম্নপ্রকারের সভ্যতা দ্বারা আমেরিকান সভ্যতাকে নিম্নগামী করিবে। সেইজন্য তাহাদের সে দেশে প্রবেশ নিষেধ করা উচিত।

আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের Census Report এ চীনা ও জাপানীদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যে, এই সব লোক এক একটি ঘর ভাড়া করিয়া অতি কদর্য্যভাবে থাকে। একটি জায়গায় জনকতক পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক থাকে। স্ত্রীলোকটি পাচিকার কর্ম্ম করে এবং হয় ত সেই সব পুরুষদের সহিত যৌন সম্পর্কে আবদ্ধ আছে। এবম্প্রকারে প্রাচ্যদের নৈতিক বিষয়ে নানাপ্রকারের মন্তব্য জনসাধারণ মধ্যে প্রচারিত আছে। আমেরিকানেরা প্রাচ্য ঔপনিবেশিকদের দোষ কেবল দেখেন, কিন্তু ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের বিষয়ে নীরব থাকেন। ১৯১৪ খৃঃ চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন এক সমাজতত্ত্বীক ক্লাসে অধ্যাপক হেণ্ডার্সন (ইনি ভারতে Haskell lecturer-রূপে আসিয়াছিলেন।) একবার বলিয়াছিলেন "বহুপত্নীত্ব বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য প্রাচ্যে যাইতে হইবে না এবং বহুস্বামীত্ব বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য তিব্বতেও যাইতে হইবে না। এই চিকাগো সহরেই বহুপত্নীত্ব,

বহুস্বামীত্ব বিদ্যমান আছে ও বিবাহ ব্যতিরেকে লোকে যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে"! এই সব জাতীয় কু-সংস্কার ও অপছন্দতা একদেশদর্শী। প্রতীচ্য দেশের নিম্নস্তরের সমাজে কি সব প্রথা ও দুষ্ট নীতি বর্ত্তমান তাহা অনুসন্ধান না করিয়া রং-বিদ্বেষ বা জাতি-বিদ্বেষ জন্য অপর জাতির বিরুদ্ধে নানাবিধ কু-সংস্কার ও কু-ধারণা পোষণ করা সমীচীন নহে।

রঙ্গীন নিগ্রোদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিরা যে প্রকারের ব্যবহার করে, সভ্যতর ও স্বাধীন রঙ্গীন জাতিদের প্রতি সে ব্যবহার করিতে পারে না। সেই জন্য তাহাদের প্রতি অসৎ ব্যবহার করিলেও তাহাদের "সমিহ" করিয়া চলিতে হয়। প্রাচ্য ঔপনিবেশিক সমস্যার পশ্চাতে আর্থনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বীতা রহিয়াছে এবং তাহার পশ্চাতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি রহিয়াছে, সেই জন্যই এই সব জাতির বিরুদ্ধে আমেরিকানেরা বিশেষ ক্রোধান্ধ! আর "হিন্দুদের" বিষয়ে লড়িবার জন্য কেহ নাই বলিয়া তাহাদের উপর যাহা ইচ্ছা করিতে সমর্থ হয়। ১৯`৪ খৃঃ প্রারম্ভে হিন্দুদের বিপক্ষে কালিফোর্ণিয়াতে আন্দোলনকালে তথাকার হিন্দু ঔপনিবেশিকেরা শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সিংহ প্রভৃতিকে প্রতিনিধি করিয়া তাঁহাদের পক্ষের কথা বলিবার জন্য ওয়াশিংটন রাজধানীতে প্রেরণ করেন। এই প্রতিনিধিরা কংগ্রেসের Committee of foreign affairsএর সম্মুখে হিন্দুদের তরফের কথা বিবৃত

করেন। ওই কমিটির সভ্যেরা বলিলেন, যুক্ত-সাম্রাজ্যে ৫০,০০০ হিন্দু আছে, ইহা অনেক বেশী। তবে যদি হিন্দুদের গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পক্ষ লইয়া কিছু represent করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সে বিষয় বিবেচনা করিতে পারেন! ইহার পর, এই প্রতিনিধির দল তদানীন্তন ব্রিটীশ রাজ-প্রতিনিধি Sir Cecil Riceর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তিনি হিন্দুদের বিষয়ে কি করিতেছেন তাহা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে রাজপ্রতিনিধি বলেন, "he has no instruction from home". হিন্দুদের পক্ষ লইয়া কেহ আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের সহিত লড়ে নাই বলিয়া তাঁহাদের নানাবিধ অবিচার ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে।

যুদ্ধের সময় প্রাচ্যদের প্রশ্ন মীমাংসা করিবার জন্য আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট যে আইন প্রণয়ন করিলেন তাহাতে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এসিয়াবাসীদের নাগরিক অধিকার লাভের আশা হইতে একেবারে বঞ্চিত করিয়াছেন কিন্তু পশ্চিম-এশিয়ার অধিবাসীদের অর্থাৎ সিরিয়, গ্রীক, আরমেণীয়, তুর্ক, ইরাণী প্রভৃতি জাতিসমূহের লোকেরা নাগরিক অধিকার প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন কারণ তাহারা শ্বেতকায়! অবশ্য এই সব দেশের কেবল ক্রিশ্চিয় ও ইহুদি নয়, মুসলমানেরাও নাগরিক অধিকার প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

শেষ কথা, আমেরিকান রাজনীতিকদের কথিত ৫০,০০০ হিন্দু সেদেশে কোথা হইতে আসিল ? ইহার একমাত্র সম্ভাবনা যে West Indies হইতে ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের বংশধরেরা আমেরিকায় চাকরি করিতে আসে। তাঁহারা নিজেদের "East Indian" বলেন ; কেহ নিজেদের "Cooly by race" বলেন। ইঁহারা ক্রিশ্চান হইয়াছেন এবং ভারতের সর্ব্বস্মৃতি বিস্মৃত হইয়াছেন। বোধ হয়, ইঁহাদের সংখ্যা ভারতীয়দের উপর আরোপ করা হইয়াছে। আজ, ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের বেশীর ভাগ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের অনেকে ranch করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন। কেহ কেহ জমী করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা আর কুলী নহেন। যাঁহাদের জমী জমা নাই তাঁহারা কৃষিক্ষেত্রে ঠিকাদারী কার্য্য করিয়া যথেষ্ট রোজগার করেন। কিন্তু ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের বিপক্ষে যে নূতন আইন হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে তাঁহাদের জমী গভর্ণমেণ্ট দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। যাঁহারা নাগরিক অধিকার পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সে অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। আমেরিকায় ভারতীয় উপনিবেশ এবম্প্রকারে শোচনীয় পরিণাম প্রাপ্ত হইল, কারণ তাহার 'মা বাপ' নাই।

শ্রমিক আন্দোলন

আমেরিকা ধনীতন্ত্রের দেশ বলিয়া বণিকশ্রেণী নিজের কার্য্য নানাভাবে নানাদিকে বিস্তার করিতেছে। এই দেশ industrialismএর চূড়ান্ত দেখাইতেছে, এমন কি কৃষিকার্য্যও অত্যুচ্চপ্রকারে industrialized করা হইয়াছে। যে দেশে কলকারখানা, বাণিজ্য, ব্যবসায়ের চূড়ান্ত প্রদর্শিত হইতেছে সে দেশে স্বভাবতঃই একটি বৃহৎ শ্রমজীবিসম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইয়াছে। যে দেশে যত আধুনিক technique অনুসারে industrialized হইতেছে, সেই দেশে তৎসঙ্গে একটি বৃহৎ শ্রেণী জ্ঞানে প্রবুদ্ধ শ্রমজীবিশ্রেণীর (class-conscious proletariat) উদয় হইতেছে। আমেরিকার যুক্ত-সাম্রাজ্যেও সেই অনুষ্ঠানের উৎপত্তি হইয়াছে; তথায় কলকারখানা ও বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে একটি শ্রেণীজ্ঞানে প্রবুদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী উত্থিত হইয়াছে যাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া নিজেদের হক বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে।

আমেরিকার শ্রমিকেরা বিভিন্ন প্রকারের Labor-union করিয়া নিজেদের সংঘবদ্ধ করিয়াছে। যে শ্রমিক কোন একটি শ্রমিক-সংঘের সভ্য নহে তাহার কর্ম্ম মেলার পক্ষে অসুবিধা হয়; কারণ কোন শ্রমিকসংঘ তাহার জন্য

কর্ম্মের তল্লাস করে না, তাহার জন্য মনিবের সঙ্গে লড়ে না, এবং সে যেস্থলে কর্ম্ম করে তথাকার সংঘবদ্ধ শ্রমিকেরা তাহাকে একঘরে করিবার চেষ্টা করে। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও আছে। সংঘবদ্ধ শ্রমিকেরা General federation of trade unions দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহারা সকলেই সোসালিষ্ট ভাবাক্রান্ত; কিন্তু বিগত জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের সময় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় সোসালিষ্টেরা স্বদেশপ্রেমিক-রূপে পরিণত হন, আর যাহারা যুদ্ধের বিপক্ষবাদী ছিল তাহারা হয় বিবেকজন্য কারাদণ্ড ভোগ করেন না হয় স্বদেশ হইতে পলায়ন করেন। আমেরিকার শ্রমিকসংঘ ও তাহাদের সোসালিষ্ট নেতারা রাজনীতিতে নরমপন্থা (মডারেট) অবলম্বন করে। কিন্তু ১৯১২ খৃঃ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য হইতে একটি উৎকট পন্থী শ্রমিকসংঘের অভ্যুত্থান হয়। ইহারা "Industrial workers of the world" (জগতের কারখানা সম্বন্ধীয় শ্রমজীবির দল) নামে নিজেদের অভিহিত করে। ইহারা দলে বিশেষ ভারী নহে কিন্তু ইহারা শ্রমজীবি-আন্দোলনের উদ্দেশ্য সফল জন্য বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বন করে বা করিবার ইচ্ছা করে। ইহাদের নেতা ছিলেন বৃদ্ধ Daniel DeLeon যিনি "Socialist reconstruction of socialist", "Program of the I. W. W." প্রভৃতি পুস্তিকা লিখিয়া এই দলের উদ্দেশ্য লোকসমাজে প্রচার

করেন। লেনিন ইঁহারা প্রোগ্রাম নিজের "বোলচেভিক প্রোগ্রামের" ভিতর অন্তর্গত করিয়া ডিলিয়নকে লোক-বিখ্যাত করেন। লেনিন কোন স্থলে তাঁহার বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "I remember to have seen the old man in some Internationale" (এই বৃদ্ধকে কোন-বারের সোসালিষ্ট আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয়)। এই দলের Mother Jones একজন বিখ্যাত নারী কর্ম্মী। ইনি বৃদ্ধা, খর্ব্বকায়া কিন্তু হৃদয়ে অমিত তেজ এবং এত বৃদ্ধ বয়সেও অতি কর্ম্মপটু। মাতা জোনস্‌কে আমি পূর্ব্ব-ইউরোপে দর্শন করি। গরীব ও নিষ্পেষিত গণশ্রেণীর উদ্ধার কল্পে তাঁহার অমিত পরিশ্রম ও সহানুভূতি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

I. W. W. দল সর্ব্বপ্রথম হইতে terroristic পন্থা গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের মত এই, যখন ধনীশ্রেণী শ্রমিকদের হক প্রাপ্য প্রদান করিবে না তখন তাহাদের ভয় দেখাইয়া তাহা আদায় করিতে হইবে, মডারেট সোসালিষ্ট দের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিয়া ভোটের জোরে কার্য্য উদ্ধারের আশায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না। অনেকের মতে, ইহারা ফ্রান্সের syndicalist শ্রমিক সম্প্রদায়ের আমেরিকান রূপান্তর মাত্র; কিন্তু ইহাদের অনেককে বলিতে শুনিয়াছি যে, তাঁহারা কার্ল মার্ক্সের মতবাদী। ১৯১২ খৃঃ ইহাদের

দুইজন সভ্য ম্যাকনামারা ভ্রাতৃদ্বয় সানফ্রান্সিস্‌কোর একটি ধর্ম্মঘটের সময়ে তথাকার রেলের পুল বোমা দিয়া উড়াইবার জন্য পুলিশ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হন। এই সময় জনসাধারণ ইহাদের দলের পরিচয় বিশেষভাবে প্রাপ্ত হয়।

যুক্ত-সাম্রাজ্যের সোসালিষ্টদল দেশের সভাপতি নির্ব্বাচনের সময়ে প্রতিবারই পরলোকগত ইউজিন ডেবস্ (Mr. Eugene Debs) মনোনীত করিত। ইহাদের একজন প্রথিতনামা নেতা শ্রীযুক্ত ঘেণ্ট (Mr. Ghent) মহাশয়ের মুখ হইতে শুনিয়াছি যে, সোসালিষ্ট সম্প্রদায় আমেরিকায় অতি ক্ষুদ্র, তথাপি demonstration জন্য প্রতিবারই ডেবস্‌কে সভাপতির পদপ্রাপ্তির জন্য খাড়া করিয়া দেওয়া হয় এবং তাঁহারা দশলক্ষ শ্রমিক ভোট প্রাপ্ত হন। ডেবস্ সোসালিষ্ট-দের নেতা ছিলেন, তিনি স্বয়ং শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্গত ব্যক্তি। বিগত যুদ্ধের সময়, তিনি যুদ্ধের বিপক্ষে ছিলেন এবং সৈন্য সংগ্রহের বিপক্ষে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া উইলসনের গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দশবৎসরের কারাদণ্ড প্রদান করেন। জেল মধ্যে তিনি বোলচেভিকদের অভ্যুত্থানের কথা শ্রবণ করিয়া নিজেকে কমুনিষ্ট বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন অর্থাৎ তিনি একজন বৈপ্লবিক সোসালিষ্ট, যিনি নিজের সোসালিষ্ট মতকে ধনীতন্ত্রের সহিত আপোষ করিবেন না—সেইজন্য তিনি নিজেকে কমুনিষ্ট বলিয়া অভিহিত করেন।

যুদ্ধের পর সর্ব্বত্র যাহা হইয়াছে, আমেরিকাতেও তদ্রূপ, বৈপ্লবিক সোসালিষ্টেরা নিজেদের কমুনিষ্ট বলিয়া অভিহিত করিয়া স্বতন্ত্রভাবে কমুনিষ্ট আন্তর্জাতিক-সংঘের (Communist Internationale) অধীনে "আমেরিকান কমুনিষ্ট পার্টি" বলিয়া একটি পৃথক শ্রমিকসংঘ গঠন করিয়াছেন।

এক্ষণে কথা এই, আন্তর্জাতিক শ্রমজীবিসম্প্রদায়ের মধ্যে রং-বিদ্বেষ আছে কিনা? আমার যতদূর জানা আছে, বিভিন্ন Trade-union সমূহে নিগ্রোদের গ্রহণ করা হয় না। যুদ্ধের পরের অভিব্যক্তির কথা জ্ঞাত নই; তবে I. W. W. দলের কোন সভ্যের মুখে শুনিয়াছি যে যুদ্ধের পর তাঁহাদের দলে জনকতক ভারতবাসীকে সভ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। আগেকার সংবাদ ইহাই অবগত আছি যে অনেকস্থলে শ্বেতকায় শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করিলে তাহা ভাঙ্গিবার জন্য মূলধনীরা নিগ্রোদের কাজে গ্রহণ করিতেন। ইহাতে মারামারিও হইত। ভারতবাসীদের সর্ব্বপ্রথমে পশ্চিম-দিকে এইরূপ ভাবে নিযুক্ত করা হইত।

আমেরিকার সোসালিষ্টদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও নামজাদা লোক আছেন; কিন্তু তাঁহাদের ভিতরও কাহার কাহার মধ্যে রং-বিদ্বেষ বিদ্যমান আছে। একজন বিখ্যাত সোসালিষ্ট নেতা শ্রীযুক্ত মিলম্যান ১৯০৮ খৃঃ নিউইয়র্কের Rand School of Social Science নামক সোসালিষ্ট

বিদ্যালয়ে প্রকাশ্য সভাতে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার সন্দেহ হয় যে তাঁহার কোন কোন সোসালিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যেও রং-বিদ্বেষ বিদ্যমান আছে। বষ্টনের কোন অধ্যাপক যিনি বিশ্বপ্রেমিক সোসালিষ্ট এবং ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়াছেন, আমাকে বলিয়াছিলেন, "I don't care to dine with a colored man" (আমি কোন রঙ্গীন অর্থাৎ নিগ্রোব্যক্তির সহিত একত্র ভোজন করিতে ইচ্ছা করিনা। ইনিই বলিয়াছিলেন, রং-বিদ্বেষ আমেরিকানদের হৃদয়ে অন্তর্নিহিত) তাহা সহজে নষ্ট হইবার নয়। আমি নিজেও এ বিষয়ে ব্যক্তিগত ভাবে ভুক্তভোগী। কোন এক সোসালিষ্ট ক্লাবে আমি আমার আমেরিকান বন্ধুদের সহিত পাশাপাশি বলিয়াছিলাম; এমন সময়ে একজনের পরিচিত একটি ইহুদি রমণী তথায় উপস্থিত হন এবং তাঁহার পরিচিত যুবকটি আমাদের comrades বলিয়া পরিচিত করিয়া দিলে তিনি আমি ব্যতীত আর সকলকার সহিত করমর্দ্দন করিলেন! ইহার ফলে সে ক্লাবে আমি আর পুনরাগমন করি নাই।

নিউইয়র্কের Rand School of Social Science সোসালিষ্টদের একটি বিখ্যাত শিক্ষার স্থল। তথায় পাঠাগার ও পুস্তকাগার আছে এবং মধ্যে মধ্যে সোসালিসম্ সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। এই বিদ্যালয় পৃথিবীর এবম্প্রকারের অনেক বিদ্যালয়ের আদর্শ স্বরূপ কার্য্য করিয়াছে। এই স্থলে

সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থনীতি-বিজ্ঞান, সমাজ-তন্ত্র, আন্তর্জাতিক সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা হয়। তৎব্যতীত আমেরিকার বিভিন্নস্থলে সোসালিষ্ট ক্লাব স্থাপিত আছে যথায় উপরোক্ত বিষয় সমূহের চর্চ্চা হয়। ইহার ফলে, অশিক্ষিত শ্রমিকেরাও রাজনীতি সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থনীতি-বিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞানার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। এই সব সোসালিষ্ট ক্লাব শ্রমজীবি শ্রেণীর মধ্যে Proletarian culture উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

আমেরিকায় শ্রেণীজ্ঞানে প্রবুদ্ধ শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ, কিন্তু তজ্জন্য সকলে বৈপ্লবিক নহে। ইহার কারণ (সেই দেশে জীবনসংগ্রাম বিশেষভাবে এখনও ভীষণ হয় নাই এবং ইউরোপের ন্যায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ভেদ বিশেষ-ভাবে দৃঢ়ীভূত হয় নাই। ইউরোপের নিষ্পেষিত ও শোষিত কৃষক বা শ্রমিক আমেরিকায় আসিয়া কোন এক কারখানায় কার্য্য পাইলে যে দৈনিক মাহিনা পায়) তদ্দারা সে দিনে তিন-বার মাংসাদি আহার করিতে পারে। এ প্রকারের অবস্থা সে ইউরোপে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই! পরে, তাহার ক্ষমতা ও বুদ্ধি অনুসারে সে জীবনে উন্নতিলাভ করিতে পারে। আইনতঃ দেশের সভাপতি ব্যতীত অন্য সমস্ত পদ গ্রহণের অধিকার তাহার আছে। যে কুলী হইয়া পুঁটুলি হাতে নিউ

ইয়র্কের বন্দরে অবতরণ করে, সে কায়িক শ্রমদ্বারা কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন করিয়া প্রথমে একটি দোকান খুলে ও তৎপরে নিজেই একটি ছোটখাট মূলধনী (Capitalist) হইয়া ক্রম-বিকাশ লাভ করে। কাযেই সে American Liberalism-এর ভক্ত হয়। পূর্ব্বে রুষীয় বৈপ্লবিকেরা তাঁহাদের দেশের ইহুদিদের বিরুদ্ধে এই প্রকারের অভিযোগ আনয়ন করিতেন। নির্য্যাতিত ইহুদি, রুষে ঘোর সমাজ-বৈপ্লবিক ও সোসালিষ্ট রূপে অভিব্যক্ত হয়; কিন্তু আমেরিকায় পলাইয়া আসিয়া প্রথমে হয় রাস্তায় দ্রব্য ফিরি করিয়া বেড়ায় না হয় একটি ছোট মনিহারীর দোকান খুলে। তখনও সে সমাজ-বৈপ্লবিক এবং হয় আনার্কিষ্ট না হয় সোসালিষ্ট। কিন্তু তাহার ধনও যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং যত সে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া আমেরিকানত্ব প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে ততই তাহার সমাজ-বিপ্লবের স্পৃহা কমিয়া যায়। শেষে যখন সে একটি অর্থ-শালী লোকরূপে ক্রমবিকাশ লাভ করে এবং তৎসঙ্গে তাহার Anglo-Americanত্ব প্রাপ্তির সহিত capitalist শ্রেণীমধ্যে স্থান লাভ করে সেই সময়ে সে Anglo-Saxon raceর উৎকট প্রতিনিধি হইয়া তাহার রুষত্ব বিস্মৃত হয় এবং অনেক সময়ে chauvinist Anglo-Saxon হয়! এদেশে অনেকে অবগত নন যে ইউরোপ কন্টিনেণ্টের নির্য্যাতিত ইহুদি ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় আসিয়া ধনশালী হইয়া chauvinist "Anglo-

Saxon" রূপে রূপান্তরিত হয়! ইহাদের লক্ষ্য করিয়া নিউ-ইয়র্কের আইরিশ বৈপ্লবিকদের মুখপত্র Gaelic American বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল, "Mr Pulitzer (ইনি হঙ্গেরীয় ইহুদি এবং New York world নামক সংবাদপত্রের মালিক। এই পত্র ঘোর রক্ষণশীল ও ইংরেজ বন্ধু) is an "Anglo-Saxon" whose ancestors came from Palestine and who came from Hungary"!

আমার post-graduate পাঠের সময়ে কোন বয়স্ক রুষীয় ইহুদি বন্ধুকে এই অভিযোগের কথা বলিয়াছিলাম যে তাঁহারা রুষে অবস্থানকালে "বৈপ্লবিক" থাকেন এবং আমেরিকায় আসিয়া অবস্থার উন্নতির সঙ্গে রুষের কথা বিস্মৃত হন। এই বন্ধু এই কথা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, ১৯০৬ খৃঃ রুষের বিপ্লবের সময়ে আমেরিকাস্থ রুষীয় ঔপনিবেশিকেরা বিপ্লবের সহিত বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনা দৃষ্ট হইয়াছিল ইত্যাদি। কিন্তু আমি সন্ধান দ্বারা অবগত হইয়াছিলাম যে এই সব বৈপ্লবিক ঔপনিবেশিকেরা বিষহীন সর্পের ন্যায় তথায় পূর্ব্ব স্মৃতির রোমন্থন করিতেন। তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ, গল্প, তর্ক ও কলহেই পর্য্যবসিত হইত। তবে ১৯১৭ খৃঃ রুষের বিপ্লবের পর অনেকেই দলে দলে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং তথায় গিয়া নানা প্রকারের চাকরি গ্রহণ

সেভিয়েট রুষিয়ার উন্নতিকল্পে নিজেদের আত্ম-নিয়োজিত করিয়াছেন।

এক্ষণে কথা হইতেছে, বর্ত্তমান সময় যুক্ত-সাম্রাজ্যে শ্রমিক আন্দোলনের অবস্থা কি প্রকার? এই অনুষ্ঠানটির অবস্থা বুঝিতে হইলে ঐ দেশের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থার গতি পর্য্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। বিগত জগংব্যাপী যুদ্ধের ফলে যুক্ত-সাম্রাজ্য ইউরোপের উত্তমর্ণরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ঐ দেশের ধনীরা নিজেদের টাকার থলিয়ার জোর উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহার ফলে ধনতন্ত্র শাসিত আমেরিকা আজ বিশেষ ভাবে সাম্রাজ্যবাদী হইয়াছে। এই বিষয়ে লেনিনের যে উক্তি "কেপিটালিজিমের শেষরূপ হইতেছে সাম্রাজ্যবাদ" তাহার যুক্তিযুক্ততা আমেরিকায় বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয়! আজ আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদীক নেশায় বিভোর, কাজেই শ্রমিক আন্দোলন এইক্ষণে প্রকট হইতে পারিতেছে না। বিগত সভাপতি নির্ব্বাচনের সময় শ্রমিকদল নিজেদের পক্ষে অতি অল্প ভোট সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। এক্ষণে শ্রমিক আন্দোলন এবং কমুনিষ্ট পার্টি নিজেদের বিশেষ করিয়া দলবৃদ্ধি করিতে পারিতেছেনা।

লেনিন নাকি বলিয়াছেন যে, আমেরিকায় ধনতন্ত্র ও বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলনের শেষ যুদ্ধ সংঘটিত হইবে, তাহা হয়ত মিথ্যা নয়। ইউরোপ হইতে আগত শ্রমিক

অথবা ওই দেশীয় শ্রমিক দৈনিক পরিশ্রমের ফলস্বরূপ যে অর্থ রোজগার করে তাহাতে সে দিনে তিন বার মাংসাদি সহ উত্তম আহার করে, ইলেক্‌ট্রিক আলো যুক্ত নূতন সভ্যতা সঙ্গত বাড়ীতে বাস করে, সে সমস্ত রাজনীতিক অধিকারের অধিকারী, সেইজন্য তাহার উপস্থিত অবস্থার বিপক্ষে বিদ্রোহী হইবার অবসর পায় না॥ অবশ্য সর্ব্ব স্থানেই এই অবস্থা বিদ্যমান নাই। সমস্ত কল কারখানায় ফোর্ডের কারখানার ন্যায়-ব্যবস্থা নাই! তবে কথা এই যে, ইউরোপ হইতে প্রবাসিত দরিদ্র ও নিষ্পেষিত কৃষকপুত্র আমেরিকায় আসিয়া শ্রমিক হইলে তাহার সাংসারিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়। সেই উন্নতির ক্রমবিকাশের মধ্যে বিদ্রোহ বা বিপ্লব স্থান পাইতেছে না।

এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া কেহ যেন মনে না করে যে, আমেরিকায় শ্রমিকদের অবস্থা ভাল। গরীবদের জন্য **"Eldirado'** তথায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু ইহাও সত্য যে বিভিন্ন কলকারখানায় শ্রমিকেরা লুণ্ঠিত ওনিষ্পেষিত হইতেছে (ফিলাডিলফিয়ার কারনেগীর **Steel factory**তে ক্ষয় কাশ রোগ বিশেষ প্রবল। তথাকার শ্রমিকেরা একবার ধর্ম্মঘট করিলে কর্ত্তারা **militia** ডাকিয়া গুলি দ্বারা তাহাদের ঠাণ্ডা করিয়া দেয়); শ্রমিকেরা ক্ষিপ্ত হইয়া ধর্ম্মঘট করিলে তাহারা পরাজিত হয়, নিউইয়র্কের পূর্ব্ব প্রান্ত ও চিকাগোর পশ্চিম

প্রান্ত জগতের দুইটি খুব বিখ্যাত **Slums** (গরীবদের থাকিবার স্থান)। কিন্তু বিদ্রোহী শ্রমিকদের মস্তকোত্তলন করিবার উপায় নাই। একজন ধর্ম্মঘট করিলে সেইস্থলে অনেক ধর্ম্মঘটকারী উপস্থিত হয়, তৎব্যতীত ধনতন্ত্রের অসীম শক্তি শেষে, যে রোজগার করে সে খাইতে পায়। এইসব কারণে বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলন তথায় প্রবল হইতে পারিতেছে না।

আমেরিকান হোবো

একটী অনুষ্ঠানের বিষয় উল্লেখ না করিলে আমেরিকার বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় না—তাহা হইতেছে আমেরিকার "হোবো" (**Hobo**)। "হোবো" কথার অর্থ—যে উদ্দেশ্যহীন ও কপর্দ্দক শূণ্য হইয়া বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। যে সব যুবকের কর্ম্ম করিয়া স্বীয় জীবিকা অর্জ্জনের ইচ্ছা নাই বা স্থায়ী ভাবে রোজগার করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ইচ্ছা নাই, যাহারা যাযাবরের (**nomad**) ন্যায় স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় তাহাদের "হোবো" বলিয়া অভিহিত করা হয়।

লোক এমন প্রকারের মানসিক অবস্থায় কেন পতিত হয়, কেন তাহারা যে অংশের লোককে উদ্ধার করা সম্ভব

নহে তাহাদের মধ্যে পতিত হয়, তাহারা কি প্রকারের জীবন যাপন করে, তাহাদের মনস্তত্ত্ব কি, এইসব জানিবার জন্য অনেক গবেষণা চলিতেছে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ইহাদের মধ্যে মিশিয়া ইহাদের বিষয় গবেষণা করিবার চেষ্টা করেন। অনেক সময় শিক্ষিত ব্যক্তিও "হোবো" হইয়া দিন কতকের জন্য পরিভ্রমণ করে।

এইপ্রকারের লোককে আমাদের দেশে 'অকেজো', 'বকাটে ছেলে' বলিয়া সম্বোধিত করিয়াই ক্ষান্ত হই, কিন্তু কারণের অনুসন্ধান করি নাই। কিন্তু আমেরিকা উন্নতিশীল সুসভ্য দেশ, তথায় **man power**কে বৃথা ব্যয়িত হইতে দেয় না, সেই জন্যই অন্যান্য অনুষ্ঠানের ন্যায় (দৃষ্টান্ত—বেশ্যা-বৃত্তিরূপ অনুষ্ঠানটিও বৈজ্ঞানিক গবেষণার বস্তু হইয়াছে)। এই অনুষ্ঠানটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার বস্তু হইয়াছে। কিন্তু কি প্রকারে এই অনুষ্ঠানটি বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় তাহার কোন উপায় নির্দ্ধারিত হইতে দেখি নাই। কারণ বোধ হয় এই, কোন সময় কোন ব্যক্তি 'হোবো' হইয়া ঘুরে বেড়ায় তাহার ঠিক নাই, এবং অপরাধ না করিলে পুলিশকে দিয়া ধৃত করা যায় না, আর সমাজও তাহার শাসনযন্ত্র ব্যক্তিত্ব-বাদের উপর স্থাপিত বলিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহার কোন প্রতি-কারের চেষ্টা করে না। সেইজন্য উপস্থিত এই অনুষ্ঠানটি কেবল সমাজতত্ত্বীকদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বস্তু হইয়াছে।

সমাজতত্ত্বীক গবেষণার ফলে ইহা জানা যায় যে, কতক-গুলো লোক সমাজের বন্ধনে থাকিতে চায় না। দৈনিক রোজগার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের নাই। তাহাদের ঘর বাড়ী নাই, স্থানান্তরে ঘুড়িয়া বেড়ায়, হয়ত কোন স্থানে ঠিকা কাজ করিয়া সেইদিনকার জন্য জীবিকা নির্ব্বাহ করে, হয় ত অন্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে, নানাপ্রকার অসামাজিক কার্য্য করে, সমাজের কোন কার্য্যের মধ্যে তাহাদের পাওয়া যায় না। তৎব্যতীত ইহাদের মধ্যে একটা গুপ্ত সমিতির মতন বন্ধন আছে, ফ্রিমেসন ও জিপসিদের ন্যায় একটা সংকেত ভাষা আছে। 'হোবোরা' এইসব সঙ্কেত ভাষা দ্বারা নিজেদের লোকদের জানিতে পারে।

এইসব 'হোবো' দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে বিনা টিকিটে রেল রোড দিয়া যাতায়াত করে! ধরা পড়িলে চলন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পালাইয়া যায় এবং **wildwest** হইলে গাড়ীর চালক অনেক সময় গুলি করিয়া তাহাদের মারিয়াও ফেলে! লোকে ইহাদের বন্য পশুর ন্যায় ব্যবহার করে। এবম্প্রকারের একটি 'হোবোর' জীবন এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ১৯২৪খৃঃ চিকাগোতে একটি ভারতীয় 'হোবো' আসিয়া উপস্থিত হয়। সে আমাদের নিকট আসিয়া বলিল সে একজন স্বাবলম্বী

ভারতীয় ছাত্র। কিন্তু তাহার সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম তাহার একটু "মাথার ছিট" আছে এবং সে একটি 'হোবো'! তাহার বক্তব্য এই, সে কোন মহারাষ্ট্রিয় ষ্টেট হইতে "স্কলারশীপ" পাইতেছিল, এক্ষণে তাহা পাইতেছে না, সেইজন্য বিপদগ্রস্ত হইয়াছে। তাহার পরিধেয় বস্ত্রাদি নাই এবং কপর্দ্দকশূণ্য। আমরা তাহাকে ভারতীয় ছাত্রদের মেসে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। কথায় সে একজন বড় ভারত উদ্ধারী। ভারতে বিপ্লবান্দোলন কতদূর অগ্রসর হইল তাহা জানিতে ব্যগ্র ইত্যাদি। তাহাকে পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রদান করা হইল কিন্তু রাত্রে সে কোন ভারতীয় তরুণকে বলে যে সে চিকাগো সহরে অন্য অভিপ্রায়ে আসিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে তাহার চরিত্র মন্দ। সে আমাকে ও অন্যান্যদেরও বলে যে যদিচ তাহার পাথেয় অর্থ নাই তথাপি বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিবার জন্য তাহার কোন প্রতিবন্ধকতা নাই কারণ সে-রেলওয়ে লাফাইয়া চড়িয়া যাইবে। এই উপায়ে সে দক্ষিণ হইতে চিকাগো সহরে আসিয়াছে। ইহার কথা দ্বারা আমরা বুঝিলাম যে সে একজন 'হোবা' হইয়াছে। পরদিন প্রাতঃকালে সে বিছানা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া গেল। এবম্প্রকারের লোক সমাজের বাহিরে থাকিয়া অ-সামাজিক কার্য্য করে এবং সমাজকে বিপদগ্রস্ত করে। এইজন্য তাহাদের মনস্তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার জন্য পণ্ডিতদের চেষ্টা চলিতেছে।

সমাপ্ত